উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,০৪৪.২৯ (+৩০৯.৪০)
নিফটি : ২৩,৪৩৭.২০ (+১০৮.৬৫)

শুল্ক বেড়ে ২৪৫ শতাংশ
চিনের সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধকে বেনজির পর্যায়ে নিয়ে গেল আমেরিকা। বুধবার মার্কিন সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে, চিনা পণ্যের ওপর শুল্কের হার ২৪৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে ট্রাম্প সরকার। ৭

দিল্লিতে ধর্না
লক্ষ্য একটাই, চাকরি ফেরত চাই। এই দাবিতে এবার রাজধানী দিল্লিতে গিয়ে যন্তরমন্তরে একদিনের ধর্নায় বসলেন সদ্য চাকরিহারা ৬৭ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩২°	২২°
জলপাইগুড়ি	৩০°	২১°
কোচবিহার	৩০°	২১°
আলিপুরদুয়ার	৩০°	২১°

হেরেও সেমিফাইনালে বার্সেলোনা ১১

শিলিগুড়ি ৩ বৈশাখ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 17 April 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 327

চাকরি বাতিল নিয়ে গান বেঁধে ঘরছাড়া

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৬ এপ্রিল : চাকরিহারাদের নিয়ে গান বেঁধে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ করায় ঘরছাড়া হয়েছেন ভাওয়াইয়া গিদাল মণীন্দ্র বর্মন। পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই আপাতত গা ঢাকা দিয়েছেন শীতলকুচি বিধানসভার নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিগ্রাম এলাকার বাসিন্দা মণীন্দ্র। উত্তরবঙ্গজুড়েই প্রতিবাদী শিল্পী হিসাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় তাঁর। এর আগে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে নিয়ে বেশ কয়েকটি গান লিখেছেন তিনি। উত্তরের মণীন্দ্র নামে ফেসবুক পেজে তাঁর গান পোস্ট করা হয় নিয়মিত। প্রতিটি গানই খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। প্রত্যেকটি

ভাওয়াইয়া শিল্পী মণীন্দ্র বর্মন।

গান মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে। তবে এবারে চাকরিহারাদের নিয়ে গান লিখে বেকায়দায় পড়েছেন মণীন্দ্র। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করে রাজ্য সরকারের নানা কেলেঙ্কারি তুলে ধরেছেন ওই গানে। তিনি গানে বলেছেন, 'ও পিসি যা খুশি তাই করছ চুরি, রাজ্যটা তোর বাপের নাকি।'

আর এই গান ভাইরাল হতেই মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ হাজির হয় মণীন্দ্রর বাড়িতে। যদিও সেই সময় মণীন্দ্র বাড়িতে ছিলেন না। মণীন্দ্রর বাবা নারায়ণচন্দ্র বর্মন বলেন, 'মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ বাড়িতে এসে শাসিয়ে গিয়েছে। চাকরিহারাদের নিয়ে গাওয়া গানটি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ডিলিট করতে হবে বলেছে। আবার থানায় গিয়ে ওঁকে দেখা করতে বলে গিয়েছে।' পরপর দু'দিন মণীন্দ্রর বাড়িতে পুলিশ যায়। পুলিশ খোঁজ করতেই মণীন্দ্র গা ঢাকা দিয়েছেন। গানটিতে বর্তমান পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন মণীন্দ্র। কিন্তু কেন সেটি ডিলিট করতে হবে তা স্পষ্ট করে জানায়নি পুলিশ। মণীন্দ্রর অভিযোগ, রাজ্য সরকার পুলিশ দিয়ে হেনস্তা করে প্রতিবাদী কণ্ঠ থামাতে চাইছে। তবে এই ব্যাপারে মাথাভাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, 'কোন পুলিশ মণীন্দ্রর বাড়িতে গিয়েছে খোঁজ নেব। আইনত কোনও অপরাধ না করলে, নির্ভয়ে বাড়িতে থাকতে পারেন তিনি।'

তবে, এই ঘটনা জানাজানি হতেই অনেকেই মণীন্দ্রর পাশে থাকার বার্তা দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন।

এরপর দশের পাতায়

হিন্দু ট্রাস্টেও কি মুসলিমরা ঠাঁই পাবেন, প্রশ্ন কোর্টের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতার মামলায় প্রথম দিনই সুপ্রিম কোর্টের বহু প্রশ্নের মুখে পড়ল কেন্দ্র। আইনে অমুসলিমদেরও ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য করার বিধান প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে, 'হিন্দুদের ট্রাস্টেও কি মুসলিমরা ঠাঁই পাবেন?' আইনে দলিল ছাড়া কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ বলে বিবেচিত না করার সংস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি বলেন, 'চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত বহু মসজিদের কোনও রেজিস্ট্রিকৃত দলিল নেই। ব্রিটিশরা আসার আগে দেশে জমি রেজিস্ট্রেশনের আইনই ছিল না। এসব মসজিদ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধর্মীয় উপাসনাস্থল

ওয়াকফ মামলায় আজ ফের শুনানি

হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সেক্ষেত্রে ভোগ-দখলে এগুলো ওয়াকফ স্বীকৃতি হারাবে কি না, সেটাই এখন প্রশ্ন।'

কেন্দ্রের নতুন আইনের বিরুদ্ধে বুধবার মোট ৭৩টি মামলার একযোগে শুনানি করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। ওই বেঞ্চের বাকি দুই বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং কেভি বিশ্বনাথন। কেন্দ্রের উদ্দেশে একাধিক প্রশ্ন ছুড়ে দিলেও ওয়াকফ আইনের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ কিন্তু দেয়নি সর্বোচ্চ আদালত। বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বুধবারের শুনানিতে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় হিংসা, অশান্তির প্রসঙ্গ উঠে আসে। যা শুনে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'এই হিংসা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। হওয়া উচিত নয়।' কেন্দ্রের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল

এরপর দশের পাতায়

কীসের এত তাড়াহুড়ো

মমতার তোপে শাহি কোম্পানি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : মোদি নয়, মমতার নিশানায় অমিত শা। মুর্শিদাবাদে অশান্তির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে নয়, মুখ্যমন্ত্রী কাঠগড়ায় চড়ালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় রাজ্যের একাধিক জায়গায় গোলমালের পিছনে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাত থাকার অভিযোগ তুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'অমিত শা'র কোম্পানির হাত আছে এতে। আমি ওঁর নাম আগে নিইনি। কীসের আপনার এত তাড়াহুড়ো?'

এরপর পুরোপুরি কটাক্ষ শা'র দিকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আপনি তো প্রাইম মিনিস্টার হতে পারবেন না। আপনি দেশের সবথেকে বেশি ক্ষতি করেছেন। মুর্শিদাবাদে যা ঘটেছে, তা পরিকল্পিত। মোদিজি চলে গেলে আপনার কী হবে? আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে।' প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে মমতার বক্তব্য, 'মোদিজিকে বলব, ওঁকে একটু কন্ট্রোল করুন। সমস্ত এজেন্সিকে দিয়ে দিয়েছেন ওঁর হাতে।'

রাজ্যের ইমাম, মোয়াজ্জেমদের সঙ্গে বুধবার বৈঠক করেছেন মমতা। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ওই সভায় দিল্লিতে গিয়ে ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে আন্দোলন করার পরামর্শ ছিল তাঁর মুখে। তাঁর কথায়, 'এখানে আমি আছি। বাংলায় বিজেপির কথায় উত্তেজিত হয়ে কেউ অশান্তি করবেন না। আমরা এখানে হিন্দু-মুসলিম একসঙ্গে চলি। এখানে ভেদাভেদ নেই।'

যেন অনেকটা গত কয়েকদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গণ্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম-মোয়াজ্জেমদের কিছুটা সতর্কও করলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ভাষায়, 'আমার যেমন অধিকার নেই অন্যের সম্পত্তি দখল করা, তেমন আপনারও অধিকার নেই আমার সম্পত্তিতে হাত দেওয়া।' দিল্লিতে তৃণমূল সাংসদরা আদালতে মামলা করছেন জানিয়ে বুঝিয়েছেন, তৃণমূল ওয়াকফ আইন বিরোধী আন্দোলনের পাশে আছে।

নরেন্দ্র মোদি সম্পর্কে যেন কিছুটা নরম মনোভাব ঝরেছে মমতার কথায়। তিনি বলেন, 'আপনি বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন

> আপনি তো প্রাইম মিনিস্টার হতে পারবেন না। আপনি দেশের সবথেকে বেশি ক্ষতি করেছেন। মুর্শিদাবাদে যা ঘটেছে, তা পরিকল্পিত। মোদিজি চলে গেলে আপনার কী হবে?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

না? আপনি ইউনূসের সঙ্গে গোপন বৈঠক করুন। আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাদেশ থেকে লোক ঢুকবে কেন? সীমান্ত দেখে বিএসএফ। রাজ্য সরকার সীমান্ত দেখে না। আমি জেনেছি, বিএসএফ বাচ্চা ছেলেদের ৫-৬ হাজার টাকা করে হাতে দিয়ে ইট ছোড়াচ্ছে।'

ইমাম, মোয়াজ্জেমদের ডাকা এই সভায় পুরোহিত ও শিখ প্রতিনিধিদের ডাকা হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে মঞ্চে হাতে হাত রেখে ঐক্যের বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। মনে করিয়ে দেন গুজরাট দাঙ্গার স্মৃতি। মমতার কথায়, 'গুজরাটে দাঙ্গা করে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছিল। এখানেও দাঙ্গা করে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে। ওদের একটাই লক্ষ্য, বিভাজন করা। কিন্তু এই বিভাজনের রাজনীতি এখানে চলবে না।'

এরপর দশের পাতায়

ফের বেপরোয়া স্কুলবাস

শহরে অল্পের জন্য রক্ষা পড়ুয়াদের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : পড়ুয়াবোঝাই বেপরোয় স্কুলবাস একের পর এক ধাক্কা মারল বাইক ও পার্সেল ভ্যানকে। শিলিগুড়ি শহরের বুকে বুধবারের এই ঘটনায় আহত হয়েছেন পোস্ট অফিসের পার্সেল ভ্যানে থাকা এক পুলিশকর্মী ও এক বাইকচালক। তবে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে স্কুল পড়ুয়ারা। পরিস্থিতি নিয়ে পুলিশ, আরটিও এবং স্কুলগুলির সঙ্গে আলোচনা করার আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব।

স্কুলবাসের বেপরোয়া গতি কিছুতেই যে নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছে না, এদিনের ঘটনাই তা প্রমাণ করে। ভ্যানে রক্ষীর দায়িত্বে থাকা ওই পুলিশকর্মীকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহত বাবু মণ্ডল নামে ওই বাইকচালকের অভিযোগ, 'সেবক রোডের মাখন ভোগ মোড়ে সিগন্যাল লাল হওয়ায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। পেছন থেকে ওই স্কুলবাসটি দ্রুতগতিতে আসে। তারপর আমার বাইকে ধাক্কা মারে। ভাগ্য ভালো বাসের নীচে চলে যাইনি।' তারপরই স্কুলবাসটি পার্সেল ভ্যানের একেবারে মাঝখানে ধাক্কা মারে। চার মাথার ওই মোড় দিয়ে পার্সেল ভ্যানটি তখন সেবক রোড পার করছিল।

এদিনের ঘটনায় রীতিমতো চিন্তায় অভিভাবকরা। প্রতি মাসেই কখনও স্কুলবাস, কখনও বা পুলকার দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে। এ নিয়ে ট্রাফিক বিভাগ ও প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন সময় বৈঠকও করা হচ্ছে। তবে বাস্তবে পরিস্থিতির বদল হচ্ছে কোথায়, প্রশ্ন অভিভাবকদের।

হাকিমপাড়ার বাসিন্দা প্রসেনজিৎ দাস বলেন, 'অলিগলি দিয়ে স্কুলবাসগুলো প্রচণ্ড গতিতে যাচ্ছে। পাশ দিয়ে চলতেও ভয় লাগে।' মাস চারেক আগে হায়দরপাড়া দিয়ে স্বামীজি মোড়ের দিকে রুদ্ধশ্বাসে আসা এমনই একটি বাসের ধাক্কায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন এক ব্যক্তি। স্কুলবাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে পুলকারও। মাস ছয়েক আগে মাল্লাগুড়িতে দ্রুতগতিতে চলা পড়ুয়া ভর্তি একটি পুলকারের ধাক্কায় এক তরুণ গুরুতর জখম হয়েছিলেন। পরে ওই তরুণ মারা যান।

কিছুদিন আগেই দেবীডাঙ্গায় পড়ুয়া ভর্তি একটি পুলকারে আগুন ধরে গিয়েছিল। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবেই সেক্ষেত্রে যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছিল বলে জানা যায়। সেই ঘটনাতেও কোনওভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল পড়ুয়ারা। ওই পড়ুয়াদের এক অভিভাবক মিলন সাহা বলেন, 'আমার ছেলে এখনও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। এখন আমি নিজেই ছেলেকে স্কুলে দিয়ে আসি। আবার নিয়েও আসি।'

এরপর দশের পাতায়

সেবক রোডে দুর্ঘটনাগ্রস্ত স্কুলবাস। বুধবার তোলা সংবাদচিত্র।

দাওয়াই ব্যর্থ

- স্কুলের গাড়ির বেপরোয়া গতি নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না
- শহরে প্রতি মাসেই কখনও স্কুলবাস, কখনও বা পুলকার দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে
- ট্রাফিক ও প্রশাসনের তরফে এ নিয়ে বিভিন্ন সময় বৈঠকও করা হচ্ছে
- কোনও পদক্ষেপই কাজে না দেওয়ায় বাস্তবে পরিস্থিতিরও বদল হচ্ছে না

থানায় গিয়ে পুলিশকর্মীকে ধমক 'দাদা'র

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : বেপরোয়া গতিতে বাইক চালাচ্ছিল এক কলেজ পড়ুয়া। আর সেই বাইক আটকানোর কারণে হেনস্তার মুখে পড়তে হল ট্রাফিক পুলিশকে। তবে এখানেই শেষ নয়, অভব্য আচরণের অভিযোগে ওই তরুণকে শিলিগুড়ি থানায় নিয়ে আসার পর আরও বিপত্তি। তথাকথিত এক 'দাদা' থানায় ঢুকে পুলিশকর্মীকে ধমক দিলেন। ওই 'দাদা'-কে পুলিশকর্মী বলেছিলেন, 'এসব কলেজ পড়ুয়াদের জন্য আপনি আসবেন না।' আর তাতেই রেগে আগুন হয়ে যান ওই দাদা। রীতিমতো ধমকের সুরে ওই দাদা বলেন, 'আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসিনি। ট্রাফিককর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় ঠিকাদার ওই 'দাদা'-র নাম বিজু চক্রবর্তী। সূর্য সেন কলেজ এলাকায় তাঁর বাড়ি। ওই ব্যক্তির দাবি, 'ওই ছেলেটা আমার নিজের সম্পর্কের কেউ নয়, পরিচিত। ওই ভাই আমাকে ফোন করেছিল। তাই থানায় গিয়েছিলাম। পুলিশকর্মী আমাকে বলেন, 'কলেজ পড়ুয়ার জন্য সেখানে না যেতে। তাই তাঁকে বলেছি, ওঁর সঙ্গে আমি কথা বলছি না। সেখানে বসা ট্রাফিককর্মীদের সঙ্গে কথা বলছি।'

শহর শিলিগুড়িতে গত কয়েকদিন ধরেই পুলিশের ওপর চড়াও হওয়ার একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। কখনও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে, কখনও আবার সামান্য কথাতেই রাস্তায় হেনস্তার শিকার হয়েছেন ট্রাফিককর্মীরা। প্রশ্ন উঠছে, পেছনে 'দাদা'-দের ছত্রছায়া থাকার কারণেই কি একশ্রেণির বেপরোয়া তরুণের মধ্যে পুলিশ প্রশাসনকে ভয় কমে যাচ্ছে?

বিষয়টি নিয়ে নীচুতলার পুলিশকর্মীরাও বিরক্ত। শিলিগুড়ি থানারই এক পুলিশকর্মী বলছিলেন,

এরপর দশের পাতায়

সেই তিমিরেই তিস্তাবাজার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : দেড় বছরের বেশি সময় পেরিয়ে এসেও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি তিস্তাবাজার। রাজ্য সরকারের তরফে পরিবার পিছু ৭৫ হাজার টাকার সাহায্য ছাড়া আজ পর্যন্ত আর কিছুই জোটেনি এখানকার মানুষের। কেউ জীবন নিয়ে সরে গিয়েছেন, কেউ আবার রুজিরুটির টানে এখানেই আতঙ্ককে সঙ্গী করে দিন কাটাচ্ছেন। হড়পা বানের জেরে ক্ষতবিক্ষত তিস্তাবাজারের পুনর্গঠনে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) তরফে রাজ্যের কাছে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ চাওয়া হয়েছিল। তবে আজ পর্যন্ত সেই প্যাকেজ দেয়নি রাজ্য। ফলে নদীর চরে জমে থাকা পাহাড়প্রমাণ পলি সরানো সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আগামী বর্ষায় ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কায় দিন গুনছেন এখানকার বাসিন্দারা। জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার বক্তব্য, 'তিস্তার পুনর্গঠন, পলি সরানোর জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। রাজ্যের কাছে বিশেষ প্যাকেজ চাওয়া হয়েছিল। সেটা এখনও পর্যন্ত আসেনি। ফলে কোনও কাজ করা যায়নি।'

২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর সিকিমে লেক বিপর্যয়ের জেরে তিস্তা নদীতে ব্যাপক জলস্ফীতি হয়। আর তার জেরেই কালিম্পং জেলার তিস্তাবাজার, ত্রিবেণি সহ সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রচুর বাড়িঘর, গাড়ি, গবাদিপশু, আসবাবপত্র নদীর জলের তোড়ে ভেসে যায়। নদীতে জলস্ফীতির জেরে এতটাই পলি জমে গিয়েছিল যে, বেশকিছু ঘরবাড়ি পলির নীচে চাপা পড়ে যায়। এই ঘটনার পর থেকেই নদীর চর ও সংলগ্ন এলাকার পলি সরিয়ে তিস্তাবাজার, ত্রিবেণির পুনর্গঠনের জন্য জিটিএ-র পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে ২৪৮ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ চাওয়া হয়। খোদ জিটিএ চিফ অনীত থাপা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই প্যাকেজের দাবি জানিয়েছিলেন। প্যাকেজের দাবি জানিয়ে জিটিএ সদর দপ্তর লালকুঠি থেকে লিখিত রিপোর্টও নবান্নে গিয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওই প্যাকেজ পায়নি পাহাড়। তবে, গত বছর রাজ্য সরকার তিস্তাবাজার ও সংলগ্ন এলাকার মানুষকে হড়পা বানের ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিবারপিছু ৭৫ হাজার টাকা করে দেয়। প্রায় ৪০০টি পরিবার এই আর্থিক সহায়তা পেয়েছিল। ব্যাস ওইটুকুই।

তিস্তা নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করছে জাতীয় জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা ন্যাশনাল

এরপর দশের পাতায়

আর্থিক প্যাকেজ দেয়নি রাজ্য

পলিতে বিপর্যস্ত তিস্তা বাজার। -সংবাদচিত্র

মান-হুঁশ হবে কবে ‖ রকেটগতিতে প্রযুক্তির পেছনে ছুটছি আমরা। কিন্তু অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার আমাদের টেনে নামাচ্ছে কয়েক কদম। ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই মধ্যযুগে। এর থেকে পরিত্রাণ কীভাবে, উত্তর জানা নেই কারও।

হাসপাতালেই 'দুয়া কি তাবিজ'

অরুণ ঝা

লোধোন (গোয়ালপোখর), ১৬ এপ্রিল : ঘড়ির কাঁটায় সকাল ১১টা। লোধোন গ্রামীণ হাসপাতালের চত্বরে রোগীদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে। চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন নিয়ে রোগীর পরিজনরা হাসপাতালের ওষুধ বিতরণ কেন্দ্রের দিকে ছোটাছুটি করছেন। কাছেই একটি অংশে প্লাস্টিক বিছিয়ে বসে এক বৃদ্ধ। একটু কাছে যেতেই নজরে এল, চোখ বুজে কিছু মন্ত্র বিড়বিড় করে চলেছেন তিনি। মন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুই হাতে তৈরি করছেন কালো সুতোর মালা। মাঝেমধ্যে সেই সুতোর মালাতে ফুঁও দিচ্ছেন। একটি প্লাস্টিকের বয়ামে ঝাড়ফুঁকের জন্য তৈরি মালা ও তাবিজ নিয়ে এভাবে দিব্যি ওঝার কারবার চলছে হাসপাতাল চত্বরেই।

ওঝা আর তুকতাকের খপ্পরে পড়ে অনেকের প্রাণ যাওয়ার নজির নতুন কোনও ঘটনা নয়। অথচ একেবারে সরকারি হাসপাতালের ওষুধ বিতরণ কেন্দ্রের সামনেই 'দুয়া কি তাবিজ'-এর পসরা সাজিয়ে বসেছেন ওঝা। দুই-একদিন নয়, সাত-আট বছর ধরে এই কারবারের সঙ্গে ঝাড়ফুঁক চালাচ্ছেন তিনি। লোধোন গ্রামীণ হাসপাতালের চত্বরের ঘটনা জানার পর হতবাক মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। এ বিষয়ে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এতদিন চুপ থাকলেও এবার পদক্ষেপের আশ্বাস মিলেছে বিএমওএইচ আবদুল বারির তরফেও।

'আপনি এগুলো তৈরি করছেন কেন?' ওঝার কাছে গিয়ে বসে প্রশ্ন করতেই হিন্দিতে জবাব এল, 'বেটা, ইয়ে দুয়া কি তাবিজ হ্যায়। জব দবা কাম নহি করতা, তব দুয়া কি তাবিজ কাম করতা হ্যায়।'

দাম কত? মহম্মদ ইদ্রিস নামে ওই ওঝার জবাব, 'যেমন রোগ, তাবিজের দামও তেমন। ২০০ টাকাও হতে পারে, ৫০০ টাকাও হতে পারে। আবার বেশিও হতে পারে।'

কতদিন ধরে হাসপাতাল চত্বরে বসছেন? ইদ্রিসের সংক্ষিপ্ত জবাব, 'সাত-আট বছর তো হবেই।' ওঝার যুক্তি, 'ডাক্তাররা তো জবাব দিতেই বসে আছেন। তাঁদের আর কাজ কী।'

এরপর দশের পাতায়

লোধোন গ্রামীণ হাসপাতালে শিশুকে ঝাড়ফুঁক করতে ব্যস্ত ওঝা।

ডাইনি অপবাদে মারধর

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৬ এপ্রিল : এলাকার এক শিশু বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ। শুশ্রূষা চললেও কিছুতেই সে সুস্থ হচ্ছে না। গোটা এলাকায় রটে গেল, গ্রামে এক ডাইনি আছে বলেই এই অবস্থা। অমনি একদল লোক ত্রিশূল হাতে তেড়ে গেল ওই বিধবা মহিলার দিকে। ত্রিশূল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাঁকে প্রাণে মারার চেষ্টা করল প্রতিবেশীরাই।

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার পেছনে ছুটছে বাঙালি। এই তো কিছুদিন আগেই মহাকাশে কাটিয়ে ঘরে ফিরলেন সুনীতা উইলিয়ামস। সে এক বিস্ময় বটে। জীবন যখন ছুটছে প্রযুক্তির রকেটগতিতে, ঠিক সেসময় দাঁড়িয়ে বালুরঘাটের ডাঙ্গা পঞ্চায়েতের এই ঘটনা অনেক প্রশ্ন খাড়া করে দেয়।

মহিলার ছেলের অভিযোগ, উত্তেজিত জনতা বেড়া ভেঙে বাড়ির ভেতরে ঢুকে তাঁর মাকে দফায় দফায় নিগ্রহ করে। মঙ্গলবার রাতে একবার হামলার পর বুধবার সকালে ফের একদল মহিলাকে মারধরের পরিকল্পনা নিয়েছিল। বাড়ি ঘেরাও করে রাখা হয় যাতে ওই মহিলা আর তাঁর পরিবারের সদস্যরা বাড়ির বাইরে বের হতে না পারেন। এরইমধ্যে সামান্য সুযোগ পেতেই মহিলাকে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান তাঁর ছেলে। আপাতত তিনি সেখানেই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এদিন বিকেলে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ জানান নির্যাতিতার ছেলে। ঘটনায় তদন্তে নেমেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। সেইসঙ্গে ওই পরিবারের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

গ্রামে ওই বাড়িটিতে মহিলা একাই থাকেন। ছেলে খানিকটা দূরে পরিবার নিয়ে আলাদা থাকেন। ওই রাতে মায়ের উপর হামলার কথা জানার পরও উত্তেজিত প্রতিবেশীদের তাণ্ডবে ছেলে মায়ের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি। এদিন সকালে ফের ওই মহিলার বাড়ির সামনে জমায়েত হতে শুরু করে। সেসময় সুযোগ বুঝে মাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান ছেলে।

ওই তরুণের কথায়, 'গ্রামের এক পরিবার অযথা আমার মাকে ডাইনি অপবাদ দেয়।'

এরপর দশের পাতায়

ছবি : এআই

আজ শিলিগুড়িতে চার সদস্যের দল

টয় ট্রেনের খোঁজ নেবে স্ট্যান্ডিং কমিটি

ছবি : সূত্রধর

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে পরিদর্শনে শিলিগুড়িতে আসছে পার্লামেন্টের রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটি। বৃহস্পতিবার ওই কমিটির চার সদস্যের একটি দলের শিলিগুড়িতে আসার কথা। এখান থেকে সড়কপথে তাঁরা চলে যাবেন ঘুম স্টেশনে। সেখানে জয়রাইডে ঘুম থেকে বাতাসিয়া হয়ে আবার ঘুমে ফিরবেন তাঁরা। ঘুম স্টেশনে বৈঠকের পর কার্সিয়াংয়ের দিকে যাবেন ওই দলের সদস্যরা। তাঁদের পরিদর্শনের আগে ঘুম স্টেশনকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। স্টেশন সংলগ্ন এলাকা এবং ইয়ার্ডে যত ওয়াগন এবং কামরা পড়ে ছিল সবগুলি মেরামত করে রং করা হয়েছে। স্টেশন পরিদর্শনের পর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার, ডিএইচআরের ডিরেক্টর সহ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'বৃহস্পতিবার সকালে পার্লামেন্টারি কমিটির পরিদর্শন রয়েছে। সারা বছরের আয়-ব্যয়, পরিষেবা কীরকম, সেসব নিয়ে খোঁজ নেবেন তাঁরা।'

গত কয়েক বছরে গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন, বৃষ্টি ও ধসের কারণে টয়ট্রেন পরিষেবা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। এগুলির সমাধান হলেও পরবর্তীতে ইঞ্জিনের সমস্যার জন্য প্রায়ই এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখতে হয়েছে রেলকে। তাই পরিস্থিতি সামাল দিতে আরও চারটি নতুন ডিজেল ইঞ্জিন কেনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রেল। ডিএইচআরকে বিশ্বের দরবারে আরও জনপ্রিয় করতে বছরে দু'বার ঘুম ফেস্টিভালেরও আয়োজন করা হচ্ছে।

২০২২-'২৩ অর্থবর্ষে ডিএইচআরে মোট যাত্রী সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮৩৫। এই অর্থবর্ষে ডিএইচআরের আয় হয়েছিল প্রায় ১৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে যাত্রীসংখ্যা ১ লক্ষ ৮১ হাজার ১০৫। এই অর্থবর্ষে আয় হয়েছে প্রায় ২২ কোটি টাকা। ২০২৪-২০২৫ অর্থবর্ষে যাত্রী সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৩। আয় হয়েছে প্রায় ২২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। সূত্রের খবর, কমিটির কাছে এই বিষয়টি তুলে ধরবে ডিএইচআর।

পাশাপাশি পরিকাঠামো নিয়েও খোঁজ নেওয়ার কথা রয়েছে কমিটির। তাই যে যে এলাকায় পরিকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন, সেগুলির একটি তালিকা তৈরি করে ওই কমিটিকে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন ডিএইচআর কর্মীদের একাংশ। এই তালিকায় তিনধারিয়া রেল ওয়ার্কশপকেও রাখার দাবি উঠেছে। কারণ এখানেই একসময় টয়ট্রেনের বেশিরভাগ যন্ত্র তৈরি করা হত। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে বর্তমানে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যদিও বিষয়টি নিয়ে রেলকর্তারা কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

লোলেগাঁও চলে যাও...

আয় মন বেড়াতে যাবি

সুযোগ করে দিচ্ছে লুপ পুল

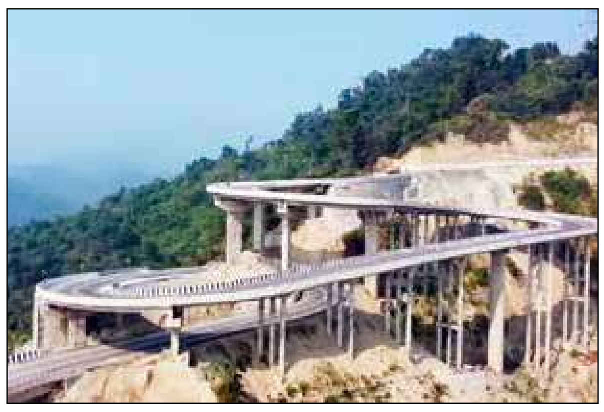

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৬ এপ্রিল : একটা সময় ছিল যখন দার্জিলিংয়ের বাইরে পাহাড়ি পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে লাভা-লোলেগাঁওয়ের নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করতেন পর্যটকরা। পযটনের মরশুমে ভিড় লেগেই থাকত। কিন্তু সে প্রায় দু'দশক আগেকার কথা। মাঝে কালিম্পং পাহাড়ের এই পর্যটনকেন্দ্রে যাওয়ার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ে। আর ধীরে ধীরে কৌলীন্য হারিয়ে ফেলে লোলেগাঁও। কিন্তু হঠাৎ করেই গত ডিসেম্বর মাস থেকে লোলেগাঁওয়ের পর্যটনশিল্পে যেন আবার নতুন করে রক্তের সঞ্চার হয়েছে। আবার আসছেন পর্যটকরা। সৌজন্যে সেই সিকিমগামী ৭১৭ এ জাতীয় সড়কের লুপ পুল।

গত নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে লুপ পুলের ওপর দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হতেই লোলেগাঁওয়ে ভিড় বাড়ছে পর্যটক এবং ভ্রমণপিপাসুদের। উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী শিলিগুড়ি থেকে আগে ওদলাবাড়ি, ডামডিম, গরুবাথান, লাভা হয়ে লোলেগাঁও পৌঁছাতে প্রায় ১২০ কিমি পথ পেরোতে হত। লুপ পুল চালু হতেই সেই দূরত্ব কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৭৫ কিমিতে। দূরত্ব অতিক্রম করতে সময়ও ৪ ঘণ্টা থেকে কমে ২ ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। লুপ পুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে পর্যটকরা খুব সহজেই পৌঁছে যাচ্ছেন এখানে।

বিশাল তামাং নামে লোলেগাঁও বাজারের এক হোটেল ব্যবসায়ী বলেন, 'সপ্তাহান্তের ছুটির দিন হোক বা অন্য কোনও ছুটি, পর্যটকদের ভিড়ে এখন জমজমাট থাকছে লোলেগাঁও। গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকেই এখানে আসতে শুরু করেছেন।' পর্যটকরা লোলেগাঁও বুদ্ধ পার্ক, বাজার বা পাহাড়ি পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন। ফলে লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা।

লোলেগাঁওয়ে ঘুরতে এসেছিলেন কোন্নগরের দেবাশিস সেন। শিলিগুড়ি থেকে লুপ পুল হয়ে লোলেগাঁও এসেছেন। দেবাশিস বললেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় লুপ পুলের বহু ভিডিও, ছবি দেখেছি। এদিন নিজের চোখে দেখলাম। অসাধারণ সুন্দর।' লোলেগাঁও নিয়েও একরাশ মুগ্ধতা তাঁর কথায়।

কেবল লোলেগাঁও নয়, যাওয়ার পথে নিমবং, বরবট, চুইখিম, সন্ন্যাসীদাড়ার মতো পাহাড়ি গ্রামগুলোতেও পর্যটনের হাতছানি। নতুন রিসর্ট, হোটেল খোলার তোড়জোড় শুরু হয়েছে অখ্যাত এই গ্রামগুলোতে। পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছেন এলাকাবাসী। নিমবংয়ের বাসিন্দা প্রকাশ সুব্বা যেমন সন্ন্যাসীদাড়া গ্রামে ২৪টি রুম, সুইমিং পুল সহ বিশাল একটি রিসর্ট তৈরির কাজে লেগে পড়েছেন। প্রকাশ বলেন, 'আগামীতে পাহাড়ের এই গ্রামগুলোর অনেকেই পর্যটন ব্যবসায় আগ্রহী হবেন।'

পর্যটকদের কথা ভেবে চুইখিম, বরবটের রেস্তোরাঁ এবং হোটেলগুলোতে ইদানীং মোমো, থুকপার পাশাপাশি মাছভাতও পাওয়া যাচ্ছে বলে বরবটের এক দোকানদার সরিতা রাই জানিয়েছেন।

তবে ইতিবাচক এই সবকিছুর মাঝে কাঁটার মতো বিঁধছে ৭১৭ এ জাতীয় সড়কের অসম্পূর্ণ কাজ। দ্রুত নির্মাণকাজ শেষ করে রাস্তাটি পুরোপুরি খুলে দেওয়া হলে পর্যটকদের ঢল নামবে বলে আশাবাদী স্থানীয়রা।

> সপ্তাহান্তের ছুটির দিন হোক বা অন্য কোনও ছুটি, পর্যটকদের ভিড়ে এখন জমজমাট থাকছে লোলেগাঁও। গরমের হাত থেকে রেহাই পেতে অনেকেই এখানে আসতে শুরু করেছেন।
>
> **বিশাল তামাং,** *হোটেল ব্যবসায়ী*

১৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নিউজ ব্যুরো

১৬ এপ্রিল : ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স কলকাতা সম্প্রতি তার ১৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল। এটি নিউরোসায়েন্সেস ফাউন্ডেশন বেঙ্গল এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ ও ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের মিলিত প্রোজেক্ট। বিশ্বের সব জায়গা থেকে ফান্ড নিয়ে ওই হাসপাতাল তৈরি করা হয়েছিল। এটি একটি সাশ্রয়ী ও উন্নতমানের হাসপাতাল। সমস্ত নিউরোসার্জন তাঁদের পুরো সময় সেখানেই দেন। ওই হাসপাতালের বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু বাংলার মানুষকে নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকজনদের আকৃষ্ট করছে।

কর্মখালি

Teachers required for RSM Public School, Gahmar-Ghazipur (U.P.), English Medium for Nur. to 10th all subjects. Good Salary, Fooding, Lodging. (M) 86044-60736, 96963-01588. (C/116053)

শিলিগুড়ি H.C. রোডে (জলযোগের দোকানে), সাউথ ইন্ডিয়ান কারিগর সঙ্গে মোমো, চাউমিন বানাবার লোক চাই। M: 99324-34465. (C/116054)

শিলিগুড়ি ঝংকার মোড় বাইক সার্ভিস সেন্টার এ সিকিউরিটি সুপারভাইজার লাগবে। স্যালারি- 10,000/-, 9933119446. (C/116135)

জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির জন্য সিকিউরিটি ও সুপারভাইজার চাই, বেতন-12,500/- থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি আছে OT+PF+ESI। সরাসরি জয়েনিং 9775539686. (C/116054)

স্কিল ডেভেলপমেন্ট কলেজ এর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে B.Sc, M.Com, B.Tech, Ai-MI, ITI, Polytech, IT-Ites, Electronics, Agriculture, Beautician, Journalism, MSW, আবাসিক ও পার্ট টাইম শিক্ষক প্রয়োজন, Buniadpur, D/Dinajpur, 9775929069. (C/116053)

ভাড়া

শিলিগুড়িতে 1 BHK Flat ভাড়া নেবো, সেবক মোড়, Hill Cart Road এর কাছাকাছি, যোগাযোগ 9830130654. শীঘ্রই প্রয়োজন। (C/116140)

বিক্রয়

শিলিগুড়িতে উত্তম চালু অবস্থায় একটি Rewinding Machine বিক্রি হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন ঃ ৯৬৭৮০৭২০৮৭

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ছোট্ট ঝুড়িতে টেপা পুতুলের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : 'আমার এই ছোট্ট ঝুড়ি, এতে রাম রাবণ আছে/ দেখে যা নিজের চোখে হনুমান কেমন নাচে/ এ সুযোগ পাবে না আর, বল ভাই কি দাম দেবে/ পুতুল নেবে গো, পুতুল'- শ্যামল মিত্রের গাওয়া এই কালজয়ী গানে হরেক রকম পুতুলের সন্ধান মেলে। কিন্তু সেই তালিকায় না থাকলেও বাঙালির স্মৃতিতে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রেখেছে টেপা পুতুল। নরম এঁটেল মাটি হাত দিয়ে টিপে টিপে পুতুলে পরিণত করা হয় বলেই এর নাম টেপা পুতুল। নিজেদের শৈশবে বা কৈশোরে এই পুতুল নিয়ে খেলেননি এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই বিরল।

কিন্তু বর্তমানে আধুনিকতার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে এই খেলনা। অনলাইন গেম ও প্লাস্টিকের বিভিন্ন খেলনার যুগের মাটির খেলনার সঙ্গে এই প্রজন্মের সিংহভাগ শিশু পরিচিত নয়। যার জেরে মাটির এই পুতুলের বিক্রিও একেবারে তলানিতে। তবুও মা, ঠাকুমার থেকে শেখা এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন ওঁরা।

ওঁদের কারও বয়স সত্তর, কেউ আবার আশিতে পা দিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই মাটির বিভিন্ন শিল্পকলা তৈরির সঙ্গে যুক্ত পূর্ব চয়নপাড়ায় সবিতা, নয়নতারা, গীতারা। ছোটবেলা পড়াশোনার ফাঁকে মা, ঠাকুমার কাছে শিখেছিলেন মুর্শিদাবাদের জনপ্রিয় এই পুতুল তৈরির কাজ। নিজেদেরও শৈশব কেটেছে এই পুতুল দিয়ে খেলে। তাই পাশ্চাত্যের ছোঁয়ায় প্রাচীন এই শিল্প যাতে একেবারে হারিয়ে না যায় সেজন্য অল্প সংখ্যক পুতুল তৈরি করেন তাঁরা। কিছুটা আক্ষেপ করেই বছর আশির সবিতা পাল বলেন, 'এই পুতুলের চাহিদা একবারেই কম। অল্প কিছু পুতুল তৈরি করে মেলা, পুজোর সময় বিক্রি জন্য নিয়ে যাই। যাতে বাচ্চারা এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।' স্মৃতিমেদুর গলায় তিনি জানান, এখনও মনে আছে মায়ের সঙ্গে এঁটেল মাটির দলা করে আঙুল দিয়ে টিপে টিপে এই পুতুল তৈরি করতাম। বোনদের সঙ্গে দিনের অনেকটা সময় কাটত এই পুতুল খেলে।

নিজের তৈরি টেপা পুতুল হাতে পূর্ব চয়নপাড়ায় সবিতা পাল। ছবি : সূত্রধর

কিন্তু বর্তমানে চাহিদা কম থাকায় নতুন প্রজন্মের মৃৎশিল্পীরা এধরনের পুতুল বিশেষ তৈরি করেন না। তবে পূর্ব চয়নপাড়ায় পালপাড়ায় ছবিটা অবশ্য খানিক আলাদা। এক-একটি পুতুল তৈরি করতে আধ ঘণ্টার মতো সময় লাগে। এঁটেল মাটির দলায় আঙুল দিয়ে টিপে টিপে তৈরি করা হয় হাত, পা, মুখ। পুতুল তৈরি হলে তা রোদে শুকিয়ে তারপরে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে রং করা হয়। পুতুল তৈরির কথা বলতে গিয়ে সত্তরের নয়নতারা পাল বলেন, 'এই পুতুলের সঙ্গে যে বাংলার ইতিহাস জড়িত রয়েছে তা নতুন প্রজন্মের কাছে অজানা। এক-একটি পুতুল দশ টাকা দাম, তাও বিক্রির জন্য খদ্দের পাওয়া যায় না।'

মোবাইল গেম ও অত্যাধুনিক খেলনার কাছে যে ঐতিহ্যবাহী এই খেলনা অনেকটাই ফিকে তা জানান ষাটোর্ধ্ব গীতা পাল। আক্ষেপের সুরে বলেন, 'আমাদের প্রজন্ম চলে গেলে হয়তো আর এই টেপা পুতুল দেখা হবে না অনেক কচিকাঁচাদের। বইয়ের পাতাতেই থেকে যাবে বাংলার প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী শিল্প।'

QUOTATION NOTICE:
DATED: 17.04.2025
Sealed Quotations are invited for supplying Hire based different items for the student's Annual Social-2025 within 23.04.2025. For details visit web site - www.siliguricollege.org.in.
Advt. No.- 37 / SC / Miscl.
Sd/-
Principal
Siliguri College

Tender Notice
NIeT No. 03 of 2025-26 (1st Call) dt- 16/04/2025
NIeT of 3 (THREE) nos. of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is 23/04/2025. Details of NIeT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

TENDER NOTICE
NIT NO-DDP/N-01/2025-26 e-tenders for 13(Thirteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5the SFC invited by Dakshin Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT NO-DDP/N-01/2025-26 is 25.04.2025 at 13.00 Hours Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.
Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

RECRUITMENT RALLY-363 PORTER COMPANY
C/o 150 FIELD REGIMENT
1. Date & Place: 06 - 07 May 2025 Lower Bagrakote, Bagrakote Military Station, Damdim(WB).
2. Time : 05:00 AM Onwards.
3. Age : 18-40 Years as on 06 - 07 May 2025.
4. Contract Period : 179 Days.
5. Salary: 30240/- per Month (Free Ration & Accommodation Provided only for Operational Area).
6. DOCUMENTS REQUIRED:-
(a) Passport size Photo -05
(b) Passport size Photo of Nomine -03
(c) Police Verification
(d) Sarpanch Character & Resident Certificate
(e) Aadhar Card & Pan Card
(f) Bank A/C Passbook Photocopy
7. Candidates will be selected based on the Physical and Medical test.
8. Contact No : OC, Porter Company, 363 Porter Company c/o 150 Field Regiment Mobile No-9932593908
* Note : Porters will be employed in High Altitude Area in Sikkim for carriage of Army Stores.

মালদা টাউন ও দীঘার মধ্যে গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩৪৬৫/০৩৪৬৬ মালদা টাউন - দীঘা - মালদা টাউন সামার স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুসারে চলবে-

মালদা টাউন - দীঘা স্পেশাল			০৩৪৬৫ ০৩৪৬৬	দীঘা - মালদা টাউন স্পেশাল		
দিন	পৌঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ	দিন
শনিবার	--	১৩.১০	মালদা টাউন	১৮.৩০	--	রবিবার
	১৮.১০	১৮.১৫	আসানসোল জং.	১৩.০০	১৩.০৫	
	২০.০৮	২০.১০	বাঁকুড়া	১০.২৫	১০.২৭	
	২২.৩০	২২.৩৫	খড়্গপুর জং.	০৮.২০	০৮.২৫	
রবিবার	০২.০০	--	দীঘা	--	০৫.০০	

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে রামপুরহাট, সাঁইথিয়া, অন্ডাল জংশন, আদ্রা, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, পাঁশকুড়া, তমলুক, কাঁথি স্টেশনেও থামবে।
● চলাচলের দিন এবং তারিখ ঃ মালদা টাউন থেকে ০৩৪৬৫ ঃ ১৯.০৪, ২৬.০৪, ০৩.০৫, ১০.০৫, ১৭.০৫, ২৪.০৫, ৩১.০৫, ০৭.০৬ এবং ১৪.০৬.২০২৫ তারিখ (শনিবার) এবং দীঘা থেকে ০৩৪৬৬ ঃ ২০.০৪, ২৭.০৪, ০৪.০৫, ১১.০৫, ১৮.০৫, ২৫.০৫, ০১.০৬; ০৮.০৬ এবং ১৫.০৬.২০২৫ তারিখ (রবিবার) = প্রতিটি ৯টি ট্রিপ। ● গঠনঃ এসি ৩-টিয়ার - ০১, স্লিপার ক্লাস - ০৪, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (জিএস) - ০৭, এসএলআরডি - ০২ = ১৪টি কোচ; ● ক্যাটাগরী ঃ মেইল/এক্সপ্রেস।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
মালদা ডিভিশনে অ্যাডভার্টাইসমেন্ট লট পরিচালনার জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদান
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ)-এর অধীনে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লট, রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল ও নন-ডিজিটাল) পলিসি-এর পরিচালনার উপার্জন চুক্তি প্রদান। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এডিভিটি-২০২৫-০৫। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ০২.০৫.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে।
যথাক্রমে ক্রম নং; লট নং/ক্যাটেগরি; স্টেশন ঃ
মালদা ডিভিশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ)-এর জন্য ই-অকশন
এএ/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১; ভাগলপুর। এএ/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭২-২৩-১; ভাগলপুর।
মালদা ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন
এবি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-আরজেএল-ওএসডি-২২০-২৫-১; রাজমহল।
মালদা ডিভিশনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন
এসি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৭-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৬-২৩-১; মালদা টাউন। এসি/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৫-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৫-২৩-১; মালদা টাউন। এসি/৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৩-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৬; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১১-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৭; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৬-২৪-১; ভাগলপুর। এসি/৮; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৯-২৪-১; ভাগলপুর। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
(MLD-20/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সমীক্ষক চাই

শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া, কলেজপাড়া, সুভাষপল্লি ও আশ্রমপাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাঠক সমীক্ষার জন্য চটপটে, উৎসাহী ও উদ্যমী তরুণ-তরুণী চাই। আকর্ষণীয় শর্ত। স্থানীয় বাসিন্দারা অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহীরা ফোন নম্বর সহ ১৭ এপ্রিল ২০২৫-এর মধ্যে আবেদন করুন এই মেল আইডি-তে : readerssurvey2025@gmail.com

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

হইহুল্লোড়ের মাঝেই জোনাকির সামনে এসে কে দাঁড়াল?
মিত্তিরবাড়ি রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ প্রেম পূজারী, ১০.০০ স্ত্রীর মর্যাদা, দুপুর ১.০০ পরিবার, বিকেল ৪.১৫ আমি শুধু চেয়েছি তোমায়, সন্ধে ৭.১৫ বিধিলিপি, রাত ১০.১৫ মস্তান, ১.০০ পুরস্কার
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ পারবো না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.৩০ প্রেমী নম্বর ওয়ান, সন্ধে ৭.৪৫ শক্তি, রাত ১১.০০ বলো না তুমি আমার
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পুত্রবধূ, দুপুর ২.০০ ১০০% লভ, বিকেল ৫.৩০ স্বার্থপর, রাত ১০.০০ মর্জিনা আবদাল্লা, ১২.৩০ দামু
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ স্বপ্ন নিয়ে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কর্তব্য
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দাদাভাই
জি সিনেমা : বেলা ১১.২২ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৩.১২ রুদ্রাঙ্গী, ৫.৪৮ অ্যাকশন রাউডি, রাত ৮.৩০ স্পাইডার, ১১.১১ অপারেশন জাভা
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৩ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, দুপুর ২.২৬ মঙ্গলবার, বিকেল ৫.১০ অ্যাটাক, সন্ধে ৭.৩০ ড্রিম গার্ল, রাত ১০.০৯ শূরবীর
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৫৮ সাইলেন্স, দুপুর ২.২৬ ডার্লিংস, বিকেল ৪.৪৪ মুক্কাবাজ, সন্ধে ৭.২২ লভ হস্টেল, রাত ৯.০০ সাইনা, ১১.১৭ তনু ওয়েডস মনু রিটার্নস
মুভিজ নাউ : বেলা ১১.০৫ লিটল মনস্টার্স, দুপুর ১২.৩৫ লোগান, ২.৪৫ স্পিড, বিকেল ৪.৪০ ক্রিড, সন্ধে ৬.৫০ চার্লিজ অ্যাঞ্জেলস, রাত ৮.৪৫ দ্য মেরিন, ১০.১০ ক্যাসিনো রয়্যাল

মর্জিনা আবদাল্লা রাত ১০.০০
জি বাংলা সিনেমা

সাইলেন্স বেলা ১১.৫৮
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

ফার্ডিন্যান্ড দুপুর ২.২৬
রমেডি নাউ

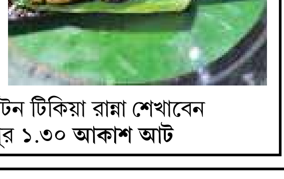

গোটা ভেটকির মালাইকারি, মাটন টিকিয়া রান্না শেখাবেন কাকলি চৌধুরী। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ভাইয়ের উন্নতিতে আনন্দলাভ। পথে চলতে খুবই সতর্ক থাকুন। বৃষ : দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। কন্যার শিক্ষার সফলতায় আনন্দ। বাড়ি সংস্কারে বাধা। মিথুন : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে মানসিক অশান্তি। ব্যবসার কারণে ঋণগ্রহণ। কর্কট : ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণে তৃপ্তি। রাজনীতির ব্যক্তি হলে ভুল সিদ্ধান্তে ক্ষতি। সিংহ : অতি সাহসী সিদ্ধান্তের ফল আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে। অধ্যাপক, চিকিৎসকগণের ইচ্ছাপূরণ হবে। প্রেমে শুভ। কন্যা : সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ। নতুন গৃহে যাওয়ার দিন ঠিক হবে। তুলা : অন্যায় পথে কিছু পেতে যাবেন না। খারাপ প্রলোভন আসতে পারে। আপনার উদারতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। বৃশ্চিক : বাবার সঙ্গে সামান্য ব্যাপার নিয়ে মতানৈক্য। ব্যবসায় মন্দা। সাময়িক লাভের জন্যে কোনও সুযোগ নেবেন না। ধনু : বাবার স্বাস্থ্যের কারণে অর্থব্যয় হবে। বাড়িতে অতিথি সমাগম। মকর : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন ভালো যাবে। দীর্ঘদিন পর প্রিয়জনের সান্নিধ্যে আনন্দ। নতুন বাড়ি কেনার সুযোগ। কুম্ভ : সামান্য কারণে দাম্পত্যে অশান্তি কাজের ক্ষতি করবে। কোনও প্রিয়বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। পেটের সমস্যায় কাজে ক্ষতি। মীন : শান্ত মাথায় থাকুন। উৎকণ্ঠায় ক্ষতি। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। বাতিল হতে পারে ভ্রমণের পরিকল্পনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ বৈশাখ, ১৪৩২, ভাঃ ২৭ চৈত্র, ১৭ এপ্রিল, ২০২৫, ৩ বহাগ, সংবৎ ৪ বৈশাখ বদি, ১৮ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।১৯, অঃ ৫।৫৫। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী দিবা ১২।১১। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।১৬। বরীয়ানযোগ রাত্রি ১০।২০। বালবকরণ দিবা ১২।১১ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১২।৪৬ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, শেষরাত্রি ৫।১৬ গতে ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১২।১১ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।৪৬ গতে ৫।৫৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৭ গতে ৪।৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১২।১১ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১০।২০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১২।১১ গতে ২।৪৬ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর সপিণ্ডন। বিশ্ব হিমোফিলিয়া দিবস (১৭ এপ্রিল)। মাহেন্দ্রযোগ - দিবা ৬। ৪৬ মধ্যে ও ১০।১৫ গতে ১২।৫১ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪০ গতে ২।৫৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জঞ্জালে নয়ানজুলি ভরাট

পুরসভার গাড়ির 'অপকর্মে' অস্বস্তিতে কর্তৃপক্ষ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৬ এপ্রিল : জলাভূমি ভরাট করার অভিযোগ ইসলামপুরে নতুন নয়। জলাভূমিতে বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে পুরসভার যোগসাজশের অভিযোগও বারবার উঠেছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তদন্তের আশ্বাস দিয়ে দায় এড়ানোর চেষ্টা করেছেন পুরকর্তারা। কিন্তু এবার পুরসভার গাড়িতে নয়ানজুলিতে আবর্জনা ফেলার ছবি ক্যামেরাবন্দি হল। ফলে চরম অস্বস্তিতে পড়তে হল তাঁদের। যদিও মিলেছে উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস। কিন্তু সত্যিই কি পুরসভা কঠোর পদক্ষেপ করবে?

বুধবার পুরসভার আবর্জনাবাহী ট্রলি থেকে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে রাজ্য সড়ক ঘেঁষা নয়ানজুলিতে আবর্জনা ফেলা হচ্ছিল। যা ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলার কথা ছিল। ওই জমির মালিক হিসেবে দাবি করা করা নির্মল দাস অর্থের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই কাজ করাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। যদিও প্রতিবেদকের প্রশ্নের জবাবে ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন। জীবনে এমন অন্যায় কাজ করবেন না বলেও প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পুরসভার গাড়ি থেকে কীভাবে নয়ানজুলিতে আবর্জনা ফেলা হচ্ছিল? ওয়ার্ড কাউন্সিলার সংগীতা সাহা দাস ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে এমন অবৈধ কাজে যুক্ত পুরকর্মী সহ অন্যদের বিরুদ্ধে পুর চেয়ারম্যানের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানান। পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর বাবলু নাথের প্রতিক্রিয়া, 'বিষয়টি নজরে এসেছে। পুর চেয়ারম্যান যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবেন।' যথারীতি পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

রাজ্য সড়কের পাশে আবর্জনা ফেলে নয়ানজুলি ভরাট ইসলামপুরে।

কিন্তু ট্রলিতে থাকা পুরসভার দুই সাফাইকর্মী সুধীর সরকার ও ইলিয়াসের বিরুদ্ধে কি কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে? ব্যবস্থা নেওয়া হবে ক্যামেরা তাক করতে চম্পট দেওয়া ট্রলিচালকের বিরুদ্ধে? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কারও নির্দেশ না থাকলে পুরসভার সাধারণ এই তিন কর্মী কি নয়ানজুলিতে আবর্জনা ফেলার সাহস দেখাতে পারেন? এমন প্রশ্ন তুলেছেন শহরের অনেকেই। কিছুটা উত্তর পাওয়া গিয়েছে সুধীরের জবাবে। কেন এমন কাজ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'একজন বলেছিল জমিটি ভরাট করবে। তাই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে না গিয়ে আবর্জনা এখানে ফেলা হয়েছে।' পালিয়ে দূরে যাওয়া ট্রলিচালক সেখান থেকেই দাবি করছিলেন, 'এটা পুরসভার ট্রলি নয়।' কিন্তু সুধীর ও ইলিয়াস ততক্ষণে রহস্যের পর্দা ফাঁস করে দিয়েছেন।

শহরের আবর্জনা দিয়ে পুকুর ও ছোট জলাভূমিগুলি ভরাট করার অজস্র নজির রয়েছে। সম্প্রতি ৩ নম্বর ওয়ার্ডের অপ্সরা মোড়ে পুকুর ভরাট করে নির্মাণের খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এখনও পুরসভা কোনও পদক্ষেপ করেনি। এমন উদাহরণের শেষ নেই। ফলে পুরসভার সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদিনের ঘটনায় ওয়ার্ড কাউন্সিলার সংগীতার বক্তব্য, 'আপনার কাছে বিষয়টি শোনার পর খোঁজ নিয়ে দেখেছি সত্যিই ঘটনা ঘটেছে। ব্যবস্থা নিতে চেয়ারম্যানকে লিখিত অভিযোগ জানাব।' পুর চেয়ারম্যান কানাইয়া বলেছেন, 'ঘটনাটি শুনেছি। সাফাইকর্মীরা ভুল স্বীকার করেছেন। যাঁরা টাকার বিনিময়ে আবর্জনা ফেলে জলাভূমি ভরাট করবেন, তাঁদের চিহ্নিত করে আইনি পদক্ষেপ করব।'

প্রধান পদ খুইয়ে দল ছাড়ার বার্তা আলাকসুর

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৬ এপ্রিল : আশঙ্কাই সত্যি হল। খড়িবাড়ি ব্লকের বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের পদ খোয়ালেন তৃণমূলের আলাকসু লাকড়া। তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিলেন দলেরই আট পঞ্চায়েত সদস্য। বুধবার তলবিসভায় গরহাজির ছিলেন আলাকসু। ছিলেন না আরও চারজন পঞ্চায়েত সদস্য। ৮-০ ভোটে পাশ হয়ে যায় প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব। প্রধানের পদ খুইয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অপসারিত প্রধান। বলেন, 'লুটেপুটে খাওয়ার জন্য দলেরই লোকজন অনাস্থা এনেছিল।' এমন ঘটনায় অস্বস্তিতে তৃণমূল। কেননা, অনাস্থা আটকাতে বিক্ষুব্ধদের ওপর নজরদারি, তাঁদের সঙ্গে দফাওয়ারি বৈঠক, বিস্তর চেষ্টা করেছিল তৃণমূল। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রধান পদ হারানো আলাকসুকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টাও শুরু করেছে তৃণমূল। কেননা, এতদিন আলাকসুর প্রধান পদ বাঁচাতে কম চেষ্টা করেননি দলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ। কিন্তু এদিন তিনি বলছেন, 'আলাকসুকে তৃণমূল প্রধান করেনি। নতুন প্রধান এখনও হয়নি। দল সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে।' দলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের বক্তব্য, 'আমি বাইরে আছি। বিন্নাবাড়ির বিষয়টি দলের ব্লক নেতৃত্ব দেখছে। এদিন কী হয়েছে, সেটা ফিরে খোঁজ নেব।' বিষয়টি বুঝতে পারছেন আলাকসুও। তিনি বলছেন, 'প্রধান হিসেবে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করেছি। আরও কিছু কাজ করতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েছিলাম। আমার আর দল করার ইচ্ছে নেই।'

অস্বস্তিতে দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছে তৃণমূল

'২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে এই ঘটনায় খড়িবাড়িতে বেআব্রু হয়ে পড়ল তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল। দলের বিক্ষুব্ধ আট পঞ্চায়েত সদস্যর ভোটে প্রধান পদ থেকে আলাকসু তো অপসারিত হলেনই, পাশাপাশি বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে যে নেতৃত্বের একটা বড় অংশ রয়েছে, তাও এদিন পরিষ্কার হয়ে যায়। কেননা, বিক্ষুব্ধদের সমর্থন জানাতে এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বিন্নাবাড়ি অঞ্চল কমিটির দুই সাধারণ সম্পাদক সর্বন গণেশ ও নারায়ণ ঘোষ, অঞ্চল যুব সভাপতি বৈদ্যনাথ রায় সহ অনেকেই। তলবিসভা পরিচালনা করেন ব্লকের পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অফিসার জগন্নাথ রায়। ব্লক নির্বাচন আধিকারিক তথা বিডিও দীপ্তি সাউ বলেন, 'তলবিসভায় অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নতুন প্রধান নির্বাচনের নোটিশ জারি করা হবে। তবে পঞ্চায়েতের কাজ স্বাভাবিক রাখতে মধ্যবর্তী সময়ে উপপ্রধানকে চার্জ দেওয়া হবে।' বিক্ষুব্ধদের তরফে বিক্রম গণেশ বলেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারবেন না জেনেই প্রধান তলবিসভায় আসেননি। আগামীতে লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রমকেই প্রধান করা হবে।'

'২২-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৩ আসনের গ্রাম পঞ্চায়েতে ৯টি আসন দখল করেছিল তৃণমূল। কিন্তু তৃণমূলের জয়ীদের মধ্যে তফশিলি উপজাতির কেউ ছিলেন না। প্রধানের পদটি ছিল তফশিলি উপজাতি সংরক্ষিত। ফলে ৪টি আসন বিজেপির থেকে জয়ী ওই জাতিভুক্ত আলাকসু প্রধান হয়ে যান। যদিও পরবর্তীতে লক্ষ্মীকে নিয়ে আলাকসু বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। কিন্তু পদ বাঁচাতে পারলেন না।

শৈশবের হুল্লোড়

বৈশাখের শুরুতেই আম পাড়ার তাড়া। ফালাকাটায় ছবিটি তুলেছেন ভাস্কর শর্মা।

ফিজিকাল মেডিসিনের পড়ুয়াদের আন্দোলন

অবশেষে ইনচার্জ অপসারিত, ছুটিতে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত ফিজিওথেরাপিস্টকে ইনচার্জের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি ১৫ দিনের ছুটিতে পাঠানো হল। বুধবার বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রী ও অন্যান্য ফিজিওথেরাপিস্টদের সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফিজিকাল মেডিসিন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন (পিএমআর) বিভাগের প্রধান ডাঃ পার্থপ্রতিম পান। পরে তিনি বলেন, 'ওই ফিজিওথেরাপিস্টকে ছুটিতে যেতে বলা হয়েছে। ততদিন অন্য এক মহিলা ফিজিওথেরাপিস্ট ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করবেন। এর মধ্যে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট চলে আসবে। সেইমতো মেডিকেল কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবে। ছাত্রীরা যাতে পুরুষ বিভাগে কাজ করতে পারে, তাই সাময়িকভাবে নেওয়া সিদ্ধান্ত বদল করা হয়েছে।'

বাড়ছে ক্ষোভ

- শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত ফিজিওথেরাপিস্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন
- কাজ বন্ধ রেখে বিভাগীয় প্রধানের দরজার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ
- পরিস্থিতি সামাল দিতে অভিযুক্তকে ইনচার্জের পদ থেকে অপসারণ

শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে ওই ফিজিওথেরাপিস্টকে বদলির দাবিতে বুধবার পিএমআর বিভাগের পড়ুয়ারা অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হন। বিভাগীয় প্রধানের কার্যালয়ের দরজার সামনে তাঁরা বিক্ষোভ চালান। বিক্ষোভরত প্রথমবর্ষের এক ছাত্রী বলেন, 'দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে ওই থিজিওথেরাপিস্ট খুবই খারাপ কথা বলেছেন। আমার শরীরের গঠন নিয়েও বাজে মন্তব্য করেছেন। কোথাও বসে থাকলে পায়ের মধ্যে খোঁচা দিয়ে চলে গিয়েছেন। ফলে ওই ব্যক্তি থাকলে আমরা কেউই নিরাপদে কাজ করতে পারব না।' তাঁর অভিযোগ, 'বিষয়গুলি বিভাগীয় প্রধানকে বলেও কাজ হয়নি। তিনি অভিযুক্তের হয়ে কথা বলেছেন। প্রতিবাদ করলে পরীক্ষায় নম্বর কম দেওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে।'

অন্য এক ছাত্রী বলেন, 'তদন্তের জন্য মেডিকেল কর্তৃপক্ষ এক সপ্তাহ সময় নিয়েছিল। পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এক সপ্তাহ পাড় হলেও কিছু হয়নি। বিভাগে আতঙ্কের পরিবেশে কাজ করতে ভয় হয়।' গোটা বিষয়টি নিয়ে প্রতাপ নন্দী নামে অভিযুক্ত ফিজিওথেরাপিস্টকে ফোন করা হলেও তিনি কোনও কথা বলতে রাজি হননি।

পিএমআর বিভাগে ডিপ্লোমা ফিজিওথেরাপি কোর্সে ২০ জন ছাত্রছাত্রী কাজ শিখছেন। পাশাপাশি চারজন সিনিয়ার ফিজিওথেরাপিস্ট রয়েছেন। যার মধ্যে অভিযুক্ত প্রতাপ রয়েছেন। অভিযোগ, তিনি কয়েকজন ছাত্রীকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করছিল। ৪ এপ্রিল এক পড়ুয়া মেডিকেল অধ্যক্ষের কাছে এই সংক্রান্ত অভিযোগ করেন। কর্তৃপক্ষ কমিটি করে তদন্ত শুরু করে। কিন্তু অভিযুক্ত বিভাগে আসায় ছাত্রছাত্রীরা কাজ বন্ধ করে এদিন বিক্ষোভ শুরু করেন।

চাকরিহারাদের নিয়ে গান শিক্ষকের

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : চাকরি হারিয়ে অন্তত ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বিপাকে পড়েছেন। দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক চিত্তরঞ্জন সরকার যোগ্য চাকরিহারাদের যন্ত্রণা নিজে চোখে দেখেছেন। এবার তাঁদের যন্ত্রণার কথা তুলে ধরে তিনি গান লিখলেন। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়ে এই শিক্ষক তা ফেসবুকে পোস্টও করেছেন। চিত্তরঞ্জনের কথায়, 'অনেক যোগ্য ছেলেমেয়ে আছেন যাঁরা চাকরি হারিয়ে অবসাদে দিন কাটাচ্ছেন। যোগ্যরা চাকরি ফিরে পান তা আমরা সবাই চাই। তাঁদের এই যন্ত্রণা অনুভব করে নিজে গান লিখে সুর দিয়েছি।'

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে রাস্তায় নেমে যেভাবে শিক্ষকরা প্রতিবাদ করছেন তা দেখে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত অনেকেই নিন্দা করেছেন। তবে সবার প্রতিবাদের ভাষা এক নয়। চিত্তরঞ্জন তাই প্রতিবাদের মাধ্যম হিসাবে গানকে বেছে নিয়েছেন।

অনেক বছর ধরে তিনি শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত। সরকারি স্কুলে সন্তানদের পড়াতে যাতে অভিভাবকদের আগ্রহ বাড়ে, সেজন্য তিনি নানারকম উদ্যোগ নিয়েছেন। পড়ানোর পাশাপাশি স্কুলে তিনি পড়ুয়াদের গান শেখান। তবে চাকরিহারাদের নিয়ে যে এভাবে তাঁকে গান লিখতে হবে তা নিজেও হয়তো ভাবেননি। চিত্তরঞ্জনের কথায়, 'চাকরিহারাদের যন্ত্রণা অনুভব করে গান লিখেছিলাম। গান গেয়ে ফেসবুকে পোস্ট করার পর জলপাইগুড়ি ডিএম অফিস থেকে আমাকে ফোন করা হয়েছে।' ইতিমধ্যে শিক্ষকের গান শুনে অভিভাবকরাও প্রশংসা করেছেন।

বিক্ষোভ

বাগডোগরা, ১৬ এপ্রিল : জনবসতির মাঝে মদের দোকান খোলায় পথে নেমে প্রতিবাদ জানালেন রানিডাঙ্গার মহিলারা। বুধবার তাঁরা প্রায় ২০ মিনিট দোকানের সামনে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। দিনকয়েক আগে রানিডাঙ্গা বাজারের প্রধান রাস্তার পাশে ওই মদের দোকানটি খোলা হয়েছিল। বুধবার দুপুরে প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন মহিলারা। পুরুষরাও তাঁদের সহযোগিতা করেন।

সাইকেল উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে হারিয়ে যাওয়া সাইকেল উদ্ধার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গত ১৯ মার্চ মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত শিশুডাঙ্গি এলাকা থেকে একটি সাইকেল চুরির অভিযোগ থানায় জমা পড়ে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে মঙ্গলবার মাটিগাড়ার তুলসীনগর এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ লালন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

মৃতদের স্মরণ

বাগডোগরা, ১৬ এপ্রিল : শিবমন্দিরে 'শহিদ দিবস' পালন করল বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল কমিটি। মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় মৃত দুজন চন্দন দাস এবং গোবিন্দ দাসকে স্মরণ করা হয়। পাশাপাশি হত্যাকারীদের ধিক্কার জানায় বিজেপি। উপস্থিত ছিলেন দলের মণ্ডল সভাপতি সুভাষ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক চন্দন দাস, করুণা রায় প্রমুখ।

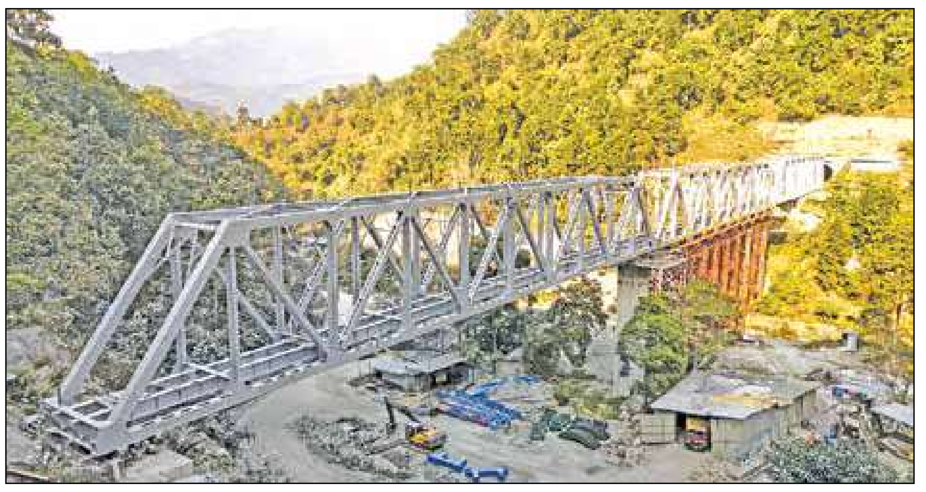
সেবক-রংপো প্রকল্পের রেলসেতু তৈরি। এবার শুধু ট্রেন ছোটার অপেক্ষা। -পিটিআই

উন্নয়নের দাবি নিয়ে তৎপরতা বিজেপিতে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই সক্রিয় হয়ে উঠছে বিজেপি। কর্মীদের চাঙ্গা করতে এবং মানুষের মন পেতে ইতিমধ্যেই গুচ্ছ কর্মসূচি নিয়েছে দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। বুধবার দলের জেলা কমিটির অভ্যন্তরীণ বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এসএসসি ইস্যুর পাশাপাশি ওয়াকফ (সংশোধনী) আইনের বিরোধিতায় রাজ্যজুড়ে যে অশান্তি চলছে, তা নিয়েও বিভিন্ন মণ্ডলে পথসভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পদ্ম শিবির। কর্মীদের মানুষের দরজায় পৌঁছাতে বলা হয়েছে। যদিও জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল অভ্যন্তরীণ বৈঠক নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

এদিকে উত্তরবঙ্গের বিজেপি বিধায়ক, সাংসদরা নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নের জন্যে পাল্লা দিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি দিচ্ছেন। কেউ বাড়তি ট্রেন চাইছেন, কেউ আবার রেলওয়ে ওভারব্রিজ, স্টেশনের উন্নতি চাইছেন। কিছু ক্ষেত্রে কাজের অনুমোদনও মিলছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এবারেও উত্তরে নিজেদের সবক'টি আসন ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি। যদিও শাসকদল তৃণমূল পদ্ম বিধায়কদের এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করে বলছে, সবই লোকদেখানো। শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল নেতা গৌতম দেবের বক্তব্য, 'নির্বাচনের আগে লোক দেখাতে এইসব করছে। উন্নয়ন আগেই করা যেত। শেষ বাজারে এসে এসব চিঠিচাপাটি করে আসলে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছেন বিধায়করা।'

> নির্বাচনের আগে লোক দেখাতে এইসব করছে। উন্নয়ন আগেই করা যেত। শেষ বাজারে এসে চিঠিচাপাটি করে আসলে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করছেন বিজেপির বিধায়করা।
>
> **গৌতম দেব**

> আমি ওঁকে (গৌতম) বড় ভাই মনে করি। তবুও বলছি ওপেন ফোরামে ডিবেট করতে চাইলে সুস্বাগতম। উনি হিসেব নিয়ে আসুন। আমিও প্রমাণ সমেত সব হিসেব দিয়ে দেব।
>
> **রাজু বিস্ট**

গৌতমকে জনসমক্ষে বিতর্ক সভায় আসার পালটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। গত চার বছরে রাজ্য সরকার দার্জিলিং জেলার উন্নয়নে যত খরচ করেছে, তার পাঁচগুণ বেশি খরচ করেছে কেন্দ্র, এমনটাই দাবি সাংসদের। রাজুর বক্তব্য, 'আমি ওঁকে (গৌতম) বড় ভাই মনে করি। তবুও বলছি ওপেন ফোরামে ডিবেট করতে চাইলে সুস্বাগতম। উনি হিসেব নিয়ে আসুন। আমিও প্রমাণ সমেত সব হিসেব দিয়ে দেব।'

দুই ফুলের আকচা-আকচির মাঝে রাঙ্গাপানি রেলগেট এলাকায় রেলওয়ে ওভারব্রিজ, বাগডোগরা এবং নকশালবাড়ি স্টেশনকে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় আনা এবং বাণিজ্যিক ও পণ্যবাহী ট্রেনের জন্য রাঙ্গাপানি-বাগডোগরা স্টেশনের মাঝে সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করার আর্জি জানিয়ে এদিনই রেলমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। দু'দিন আগে সাংসদ রাজুর অনুরোধে শিলিগুড়ি জংশন থেকে দক্ষিণবঙ্গগামী একজোড়া ট্রেন দিয়েছে রেলমন্ত্রক। এই প্রয়াসকে ভোটের আগে আইওয়াশ বলে মনে করছে শাসকদল। বিধায়ক আনন্দময়ের বক্তব্য, 'কেন্দ্র উন্নয়ন করতে চায়, তাই আমরা প্রস্তাব পাঠাচ্ছি। এই প্রস্তাব তো রাজ্যের পাঠানো উচিত।' সবমিলিয়ে বিজেপি যে ইতিমধ্যেই ভোটকে পাখির চোখ করে ফেলেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

মনোনয়নপত্র তোলা নিয়ে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস

চোপড়া, ১৬ এপ্রিল : আগামী মাসে চোপড়া ব্লকের ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের মালগছ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির সমবায় ভোট। ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র তোলা এবং দাখিলের দিন ধার্য হলেও কংগ্রেস মনোনয়নপত্র তুলতে না পেরে বিক্ষোভে শামিল হয়েছে।

কংগ্রেসের অভিযোগ, বিরোধীরা যাতে সমবায়ের ভোটে অংশগ্রহণ করতে না পারে, এজন্য তৃণমূল কংগ্রেস ষড়যন্ত্র করেছে। এদিন ৯ জন কংগ্রেস প্রার্থী গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র তুলতে গিয়ে দেখেন, এ সংক্রান্ত কোনও ব্যবস্থাই নেই। বৃহস্পতিবার দলীয় প্রার্থীরা সুষ্ঠুভাবে মনোনয়নপত্র তুলে তা দাখিল করতে না পারলে ব্লক কংগ্রেসের তরফে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিনের দাবি, 'স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশের মদতে গোপনে নির্বাচন প্রক্রিয়া চালানোর প্রয়াস চলছে।' স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক বলেন, 'কংগ্রেস নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি বলে যে অভিযোগ তুলছে তা ভিত্তিহীন।'

নবজাতকের দেহ প্যাকেটে

আলিপুরদুয়ার, ১৬ এপ্রিল : আলিপুরদুয়ার শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে নবজাতকের প্যাকেটবন্দি মৃতদেহ খুবলে খেল কুকুর। আবর্জনার স্তূপে প্লাস্টিকের মোড়কে সেই নবজাতকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ দু'দিন ধরে পড়ে ছিল। বুধবার তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে। দুর্গন্ধ টের পেলেও প্রথমে অবশ্য স্থানীয়রা বুঝতে পারেননি তার মধ্যে কোনও দেহ রয়েছে। পরে যখন জানা যায়, তখন শোরগোল পড়ে যায়। ডাকা হয় স্থানীয় কাউন্সিলার ও পুলিশকে। এলাকায় ভিড় জমে ওঠে।

ঘটনাটি হাসপাতালপাড়া সংলগ্ন এলাকার। মৃতদেহ যেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে, তার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সহ একাধিক নার্সিংহোম। সেখানে মৃতদেহ কে বা কারা ফেলে রেখে গিয়েছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডলকে ফোন করেও কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। আর আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'খবর পেয়ে নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার করে আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে।' সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আনন্দকুমার জয়সওয়াল বলেন, 'স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই। এমন কাজ কে করল জানি না। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

এদিন সকাল ১১টা নাগাদ বিষয়টি সকলের নজরে আসে।

১৩ নম্বর ওয়ার্ডে ঘটনার তদন্তে পুলিশ। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

তবে স্থানীয়দের অনেকে বলছেন, মঙ্গলবারই সেখানে একটি নীল রংয়ের প্লাস্টিকের প্যাকেট পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, নবজাতকের একটি পা ও একটি হাতে ক্ষত ছিল। আর পেটের নীচের দিকে ক্ষত ছিল। কুকুরে খুবলে খাওয়ার জন্য এমনটা ঘটে থাকতে পারে।

ময়ূরের ডিম পাহারায় বাগানের চৌকিদার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে আগুন লাগার পর থেকে ময়ূরের আস্তানা হয়ে উঠেছে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান। এতদিন সেই ময়ূরদের যাতে ক্ষতি না হয়, সেদিকে নজর রেখেছিল বাগান কর্তৃপক্ষ আর বাগিচা শ্রমিকরা। এবার সেই ময়ূররা ডিম পাড়ায় তাঁদের ব্যবস্থা আরও বেড়েছে। বাগানে আসা বাঁদর আর কুকুরের দল ময়ূরের ডিম নষ্ট করতে পারে, এই আশঙ্কায় বাগান কর্তৃপক্ষ এখন যেসব জায়গায় ময়ূররা ডিম পেড়েছে সেখানে চৌকিদার মোতায়েন করেছে। নজর রাখছেন সেকশনে কাজ করা বাগিচা শ্রমিকরাও। তবে বন দপ্তরের এখনও পা পড়েনি ওই বাগানে। কেন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ময়ূররা চা বাগানে আশ্রয় নিয়েছে বা ডিম পাড়ছে, তা খতিয়ে দেখতে সেখানে যাননি বন দপ্তরের কোনও কর্তা।

এমনিতে বছরভর চিতাবাঘের সঙ্গে কাটাতে হয় এই বাগানের শ্রমিকদের। চা ঝোপের আড়ালে মা চিতাবাঘ প্রসব করে। সেই সময় ধারেকাছে কোনও শ্রমিক চলে গেলে তার উপর আক্রমণের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু ময়ূরের দলকে দেখে চিতাবাঘরাও এখন বাগানে আসছে না। বন্যপ্রাণের সঙ্গে এই সহাবস্থান থেকেই ময়ূরদের কার্যত আগলে রাখছেন বাগান কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিকরা। বাগানের শ্রমিকদের ধারণা, অন্তত ৩০০ ময়ূর আশ্রয় নিয়েছে বাগানে। বৃষ্টি পড়লে তারা পেখম মেলছে বাগানের সবুজ গালিচায়। তা দেখতে শহর থেকে মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে ৬ কিমি দূরে ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগান। চা বাগানের শ্রমিক রোহিত রোশন তিরকি বলেন, 'প্রতিদিন বাগানে পাতা তুলতে গেলেই ময়ূরের দলকে দেখা যাচ্ছে। চা গাছের নীচে ডিম পেড়েছে ওরা। আমরাও নজর রাখছি ডিম যাতে বাঁদর তুলে না নিয়ে যায়। কুকুর এসেও ডিম ভেঙে খেয়ে নিচ্ছে। সকাল-বিকেল-সন্ধ্যায় বাগানে ময়ূরদের আনাগোনা লেগেই আছে। শহর থেকে অনেক মানুষ আসছেন ময়ূর দেখতে। চা শ্রমিক রতুয়া ওরাওঁ বলেন, এখন চা গাছের ফাঁকে চিতাবাঘ নেই। ময়ূরের জন্য নির্বিঘ্নে কাজ করা যাচ্ছে। মাঝে বৃষ্টি হয়েছিল, তখন ময়ূরের নাচ দেখেছি। চা গাছের নীচে ডিম পেড়ে গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে রাখছে ওরা। এসব দেখতে অনেকেই ভিড় জমাচ্ছেন চা বাগানে।

ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানে ময়ূর ও ময়ূরের ডিম।

ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার দীপক শর্মা জানান, 'প্রায় তিনশোর মতো ময়ূর আশ্রয় নিয়েছে চা বাগানের সর্বত্র। কিন্তু ময়ূরের ডিম বাঁদর ও কুকুর এসে ভেঙে খেয়ে নিচ্ছিল, নষ্ট করে দিচ্ছিল। তাই আমরা ময়ূরের ডিম রক্ষা করার জন্য চৌকিদারদের নির্দেশ দিয়েছি পাহারা দেওয়ার জন্য। শহরের থেকেও অনেকে ময়ূর দেখতে আসছেন। আমরা বলেছি, ময়ূরদের কোনওভাবে বিরক্ত না করে দেখুন, ছবি করুন।' চা পর্যটনে ময়ূরের দল নতুন দিশা দেখাবে বলে তিনি মনে করেন।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, ময়ূরের উপর অত্যাচার বা শিকার করার চেষ্টা করা হলে সেটা বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইনের আওতায় পড়বে। ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের পাশে বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল। আমাদের খবর দিলে অবশ্যই আমরা দেখব।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা কণিকা দাস - কে 22.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92H 69459 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে অনেক সাধারণ মানুষের মর্যাদা বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এটি আমার জীবনে একটি আশীর্বাদ স্বরূপ এসেছে যা আমাকে একজন কোটিপতিতে পরিণত করেছে। এই বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আমার জীবনের অনেক প্রয়োজনীয়তা পূরণ হবে। আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সূর্যাস্ত।। নেপালের পোখড়ার ফেওয়া লেকে ছবিটি তুলেছেন হুগলির নীলাব্জ ঘোষ।

বন দপ্তরকে ৮৮ লক্ষ টাকা দিল পুরনিগম

পাইপলাইন বসানোর ছাড়পত্র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে দ্বিতীয় পানীয় জলপ্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের আটকে থাকা পাইপলাইনের কাজের জন্য বন দপ্তরকে ৮৮ লক্ষ টাকা দিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের যে এলাকায় পাইপ পাতা হবে, সেখানে কাজের অনুমতির জন্যই এই টাকা দিতে হয়েছে। পাশাপাশি সমপরিমাণ জমি (আলিপুরদুয়ারে) পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে বন দপ্তরকে দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে প্রায় ৬০০ মিটার কোর এলাকায় ইনটেক ওয়েল তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রকের ছাড়পত্র প্রয়োজন। কিন্তু এখনও এই সংক্রান্ত কাগজপত্র কলকাতায় অরণ্য ভবনে আটকে রয়েছে। বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের তরফে অনুমতি চেয়ে রাজ্যের কাছে কাগজ পাঠানো হয়েছে। রাজ্য সেটা নয়াদিল্লিতে পাঠিয়ে অনুমোদন জোগাড় করবে। কিন্তু এখনও কাজটি ঝুলে রয়েছে। পুরনিগমের জলপ্রকল্পের কাজ দেখাশোনার জন্যে টাস্ক ফোর্স রয়েছে। তাদের আলোচনায় বিষয়টি উঠে এসেছে।

মেয়র গৌতম দেব দ্রুত ছাড়পত্রের জন্য দরবার করতে বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের যে ১০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে পাইপ পাতার কাজ বন্ধ হয়ে রয়েছে, সেটা শীঘ্রই শুরু হবে।

দ্বিতীয় জলপ্রকল্প

- ৫১১ কোটি টাকায় দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের কাজ চলছে
- গজলডোবা থেকে ফুলবাড়ি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পর্যন্ত পাইপ পাতার কাজও শুরু হয়েছে
- মাঝে ১০ কিলোমিটার এলাকা বনের মধ্যে পড়ায় কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল
- ওই এলাকায় কাজ করতে হলে নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে
- পাশাপাশি বন দপ্তরকে দিতে হবে জমি
- সেই টাকা এবং জমি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতেই ছাড়পত্র মিলেছে

এই কাজের জন্য আমরা বন দপ্তরকে এদিনই ৮৮ লক্ষ টাকা দিয়েছি। কোর এলাকার ৬০০ মিটারে কাজের অনুমতিও শীঘ্রই চলে আসবে।'

৫১১ কোটি টাকা ব্যয়ে শহরে দ্বিতীয় জলপ্রকল্পের কাজ হচ্ছে। এর মধ্যে থেকেই ৮৮ লক্ষ টাকা বন দপ্তরকে দিয়েছে পুরনিগম। অন্যদিকে, গজলডোবা থেকে ফুলবাড়ি ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পর্যন্ত পাইপ পাতার কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু মাঝে ১০ কিলোমিটার এলাকা বনের মধ্যে পড়ায় কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছিল। ওই এলাকায় কাজ করতে হলে নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বন দপ্তরকে দিতে হবে জমি। সেই টাকা এবং জমি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতেই ছাড়পত্র মিলেছে।

অন্যদিকে, গজলডোবায় তিস্তার পাশে যেখানে জলধারণের জন্য ইনটেক ওয়েল তৈরি হবে, সেই এলাকায় বন্যপ্রাণীরা জল খেতে আসে। জঙ্গলের কোর এলাকা হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড়পত্র আবশ্যক। কিন্তু রাজ্য থেকে নয়াদিল্লিতে কাগজ পাঠানো হয়নি। তাই ওই এলাকায় ইনটেক ওয়েল তৈরির কাজ আটকে। তবে এসবের মাঝেও শহরে ১৩টি ওভারহেড রিজার্ভার করছে পুরনিগম। ইতিমধ্যে পাঁচটি রিজার্ভার তৈরির জন্য জায়গাও দেখা হয়েছে। বাকি আটটির জন্য জায়গা দেখা হচ্ছে। একটি রিজার্ভারের কাজ আগামী সপ্তাহে শুরু হয়ে যাবে।

সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। সঠিক পরিকাঠামো গড়ে তুললে মান আরও ভালো হয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হচ্ছে উলটো। গোয়াগাঁও প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুরবস্থা দেখলেন অরুণ ঝা।

রোগী দেখেন ফার্মাসিস্ট

স্বাস্থ্যে দুরবস্থা

গোয়াগাঁও প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

গোয়ালপোখর, ১৬ এপ্রিল : দুপুর ১২টা। খাঁখাঁ করছে গোয়ালপোখরের গোয়াগাঁও প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র (পিএইচসি)। চারদিক আগাছায় পরিপূর্ণ। তারই মাঝে ঢালাই রাস্তা দিয়ে রোগী নিয়ে পরিজনের হালকা আনাগোনা। কাউন্টারে পৌঁছে দেখা গেল এক ব্যক্তি রোগী দেখে ওষুধ দিচ্ছেন। আপনি কি চিকিৎসক? প্রশ্ন শুনেই খানিকটা হকচকিয়ে গেলেন তিনি। আমতা-আমতা করে উত্তর দিলেন, 'আমি ফার্মাসিস্ট।' তাহলে রোগী দেখছেন কেন? ডাক্তার কোথায়? মুখে কুলুপ ফার্মাসিস্ট গোপাল কিসকুর। তিনি ছাড়া রোগী দেখার কেউ নেই। কারণ স্থায়ী ডাক্তার নিয়োগ হয়নি এখানে।

এখানেই শেষ নয়। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক চতুর্থ শ্রেণির কর্মী ভবেশচন্দ্র সিংহ বললেন, 'মাঝেমধ্যে কেউ না থাকলে আমিও ওষুধ দিই।' গোয়ালপোখর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ) আব্দুল বারিক চিকিৎসক না থাকার দরুন এই সমস্যা রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। এর ফলে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ।

দুপুর একটা। গনগনে রোদ। অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসেছিলেন মালকুন্ডার বাসিন্দা তোফিজুল। তিনি বলে গেলেন, 'এখানে চিকিৎসক থাকেন না। আমরা নিরুপায়। কে কী ওষুধ দিচ্ছেন, অত ভাবার সুযোগ আমাদের নেই।' শুধু চিকিৎসক না থাকার সমস্যা নয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জরাজীর্ণ অবস্থা। সরকারি আবাসন ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। পরিজনের জন্য ঘটা করে প্রতীক্ষালয় উদ্বোধন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রতীক্ষালয়ের ভিতরে নোংরা। ওষুধ নিতে আসা আজিমুদ্দিন বললেন, 'প্রতীক্ষালয় কোনও কাজেই লাগে না।' শৌচাগারেও তালা ঝুলছে।

বছর দুয়েক আগে ১০ বেডের ঘর উদ্বোধন হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অন্তর্বিভাগের পরিষেবা চালু করা যায়নি। বর্তমানে এই বিল্ডিংয়ে তালা ঝুলছে। দুপুর দেড়টা নাগাদ একটি বেসরকারি স্কুলের আটজন পড়ুয়াকে নিয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ঢুকলেন মহসিন আখতার। পড়ুয়াদের মধ্যে কারও মাথাব্যথা, কেউ চর্মরোগে ভুগছে। তাদের কোনওরকম পরীক্ষা ছাড়াই ফার্মাসিস্ট ওষুধ দিয়ে 'বিদায়' করে দেনw। মহসিন বলে গেলেন, 'গরিব মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে।'

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে সরকারি স্কুলের এক শিক্ষক বললেন, 'এখান থেকে লোধোন গ্রামীণ হাসপাতালের দূরত্ব প্রায় ২৫ কিলোমিটার। রাতবিরেতে কেউ অসুস্থ হলে ভোগান্তির শেষ থাকে না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অ্যাম্বুল্যান্স বিকল। লোধোনে পৌঁছালেও সেখানে সমস্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। এ নিয়ে মুখ খুললে রাজনৈতিক শত্রু চিহ্নিত করে অত্যাচার শুরু হবে। তাই আমরা মুখ বুজে থাকি।'

গোয়ালপোখর মন্ত্রী গোলাম রব্বানির খাসতালুক হিসেবে পরিচিত। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক না থাকাটাই মূল সমস্যা হিসেবে দেখছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'চিকিৎসক নিয়োগ না হওয়ায় সমস্যা হচ্ছে।' অনেকেই এ নিয়ে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। কী বলবেন? মন্ত্রীর জবাব, 'আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমাকে বদনাম করতে বিরোধীরা এসব চক্রান্ত করছে।'

মন্ত্রী যতই সাফাই দিন না কেন, মানুষ যে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত, তার বাস্তব ছবিটাই বলে দিচ্ছে। এই ছবির কোনও পরিবর্তন ঘটবে? উত্তরটা সময়ই বলবে।

নেই স্থায়ী চিকিৎসক

- গোয়ালপোখরের গোয়াগাঁও প্রাথমিক সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বর আগাছায় পরিপূর্ণ
- এখানে স্থায়ী চিকিৎসক নেই
- রোগী দেখেন ফার্মাসিস্ট, কখনও কখনও ওষুধ দেন অস্থায়ী চতুর্থ শ্রেণির কর্মী
- বছর দুয়েক আগে ১০ বেডের ঘর উদ্বোধন হয়েছিল
- কিন্তু এখনও পর্যন্ত অন্তর্বিভাগের পরিষেবা চালু করা যায়নি
- বর্তমানে এই বিল্ডিংয়ে তালা ঝুলছে

সইদুল কাণ্ডে চার্জশিট পুলিশের

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ এপ্রিল : অনলাইন জালিয়াতির কয়েকশো কোটি টাকা বিদেশে পাঠানোর মামলায় চার্জশিট জমা করল পুলিশ। বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের এসিজেএম কোর্টে ৫০ পাতার চার্জশিট জমা করেছে ফাঁসিদেওয়া থানা। ৫০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় নিয়ে ৩৫০ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে বলে চার্জশিটে পুলিশ উল্লেখ করেছে। তবে, তদন্তের সুযোগ রাখতে পুলিশের তরফে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের জন্য আবেদন জানানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

এসডিপিও (নকশালবাড়ি) নেহা জৈন বলেছেন, 'পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত তিন অভিযুক্ত বিচারবিভাগীয় হেপাজতে রয়েছে। মামলা চলবে। নজর রাখা হচ্ছে। সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটের জন্য আবেদন করা হবে।'

চলতি বছর ২৮ মে মামলা শুরু হয়। পুলিশ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে। চার্জশিটে ছয়জনের নাম রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন পলাতক। এদের মধ্যে তপন গোপ, মহম্মদ আনোয়ার, মহম্মদ রেজাবুলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অনিল গোপ এবং মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সইদুল আপাতত জামিনে রয়েছে। পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন আদালতে পুলিশের জমা করা চার্জশিটে বয়ান রয়েছে ২০ জন সাক্ষীর।

সইদুলরা জামতাড়ার কায়দায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চটহাটে বসে অনলাইন জুয়া এবং বেটিং করে বিদেশে টাকা পাঠানোর চক্র গড়ে তুলেছিল। তারপরেই একে একে গ্রেপ্তার করা হয় কারবারিদের।

সবুজ খেতে ওদের ছাগল চরে...

বালুরঘাটে বুধবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

চুরিতে গ্রেপ্তার সংস্থার দুই কর্মী

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : এক বিজ্ঞাপন সংস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে লোহার কাঠামো চুরির ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করে তাজ্জব হতে হল পুলিশকে। কেননা, ধৃত দুজনই ওই সংস্থার কর্মী। সংস্থার মালিক টাকা না দেওয়াতেই চুরির ঘটনায় হাত, সাফাই তাদের। তবে দুজনকে আদালতের মাধ্যমে তিনদিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে নিয়ে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

কিছুদিন ধরেই শহর শিলিগুড়িতে বিভিন্ন রাস্তার পোলে লাগানো বিজ্ঞাপনের লোহার কাঠামো চুরির অভিযোগ উঠছিল। বিজ্ঞাপন সংস্থার তরফে এ ব্যাপারে মৌখিকভাবে শিলিগুড়ি থানার পুলিশকে বলাও হয়। ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগে পুলিশ কমিশনারের কাছেও নালিশ করেছিল ওই সংস্থাটি। মঙ্গলবার রাতে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে টিকিয়াপাড়ার বিট্টু দাস ও বাগরাকোটের বিকি বিশ্বাসকে গ্রেপ্তারও করে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে, ধৃতরা অভিযোগকারী বিজ্ঞাপন সংস্থারই কর্মী। ঘটনায় আরও দুজন যুক্ত রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানতে পেরেছে। অভিযুক্তদের খোঁজ করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই ভোরবেলা মই নিয়ে লোহার পরিকাঠামোগুলো ঠিক করার নাম করে চুরির ঘটনা ঘটাচ্ছিল তারা। চিলড্রেন্স পার্ক, হাকিমপাড়া, পাকুড়তলা, পানিট্যাঙ্কি মোড়, আমতলা এলাকায় এমন ঘটনা ঘটে। মঙ্গলবার রাতে টিকিয়াপাড়া এলাকা থেকে বিট্টু ও বিকিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

ধৃত দুজন।

বিজয়নগর চা বাগানে বন্ধ ক্রেশ। -সংবাদচিত্র

বন্ধ ক্রেশের বাইরে মদের আসর

নকশালবাড়ি, ১৬ এপ্রিল : বন্ধ ক্রেশ। সূর্য ঢুবলেই ক্রেশের আশপাশে বসছে মদের আসর। রাতভর আসর চলছে। বাইরে থেকে লোকজন এসে ভিড় জমাচ্ছে। পাশ দিয়ে কোনও মহিলা হেঁটে গেলে গালিগালাজ করা হচ্ছে। পরিস্থিতি এমনই, ক্রেশের পাশ দিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছেন মহিলারা। স্থানীয়দের দাবি, ক্রেশটি দ্রুত চালু করা হোক।

হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজয়নগর চা বাগানে রয়েছে এই ক্রেশ। শ্রমিক মহল্লা থেকে রঘুরামের দিকে গেলেই রাস্তার ধারে দেখা মিলবে ক্রেশটির। স্থানীয়দের অভিযোগ, এক বছর ধরে ক্রেশটি এভাবেই পড়ে রয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে বাগানের শ্রমিকদের শিশুদের দেখভালের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে এই ক্রেশ তৈরি করা হয়েছিল। মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের জাবরা চা বাগানেও এমন একটি ক্রেশ চালু রয়েছে। অথচ বিজয়নগর চা বাগানের ক্রেশটি চালু করা হয়নি।

হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ক্যাথরিন তামাং বলেছেন, 'ক্রেশটি দ্রুত চালু করতে বিডিও অফিসে আবেদন জানানো হবে।' কিন্তু এতদিন কেন আবেদন জানানো হয়নি, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি ক্যাথরিন।

এদিকে, আইএনটিটিইউসি'র দার্জিলিং জেলা সমতলের সভাপতি নির্জল দে বলেন, ক্রেশটি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে শ্রম দপ্তরে হস্তান্তর হয়ে গিয়েছে। শ্রম দপ্তর থেকে এখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়োগ করা হবে। বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। এ মাসের মধ্যেই ক্রেশ চালু হয়ে যাবে।'

জনপ্রতিনিধি, নেতা যা-ই বলুন না কেন, ক্রেশ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে চা বাগানে। সিপিএম নেতা তুফান মল্লিক বলেন, 'সন্ধ্যার পর ক্রেশের সামনে থেকে অনেকেই বাড়ি ফেরেন। মহিলাদের কটূক্তি করা হয়। ক্রেশটি চালু থাকলে এই সমস্যা মিটে যাবে। আমরা বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেব।'

চা বাগানের বাসিন্দা পাতরাস তিরকির আশঙ্কা, 'এভাবে চলতে থাকলে ক্রেশের ভবনের দরজা-জানলা যে কোনওদিন চুরি হয়ে যাবে।' দ্রুত ক্রেশ চালু হলে বাগানের মায়েদের সুবিধা হবে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রধানের অস্থায়ী দায়িত্বে লতিফুল

ইসলামপুর, ১৬ এপ্রিল : বুধবার কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্থায়ী প্রধানের দায়িত্ব নিলেন লতিফুল রহমান। তিনি ওই পঞ্চায়েতের উপপ্রধানও। বুধবার ব্লক প্রশাসনের এক প্রতিনিধি তাঁকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। প্রধান নুরি বেগমকে তৃণমূল কয়েক মাস আগে বহিষ্কার করে। তারপর থেকে নুরি অফিসে আসছিলেন না। পরিষেবা বহাল রাখতেই লতিফুলকে প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এদিন নুরির বিরোধী গোষ্ঠীর লোকজনকে সবুজ আবির দিয়ে রং খেলতে দেখা যায়। লতিফুল বলেন, 'যে দায়িত্ব আমায় দেওয়া হয়েছে, তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব।' তৃণমূলের সুজালি অঞ্চল সভাপতি আব্দুস সাত্তারের প্রতিক্রিয়া, 'এদিন দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের রাজত্বের বিরুদ্ধে আমরা বড় জয় পেলাম। শান্ত সুজালিকে আমরা আর কাউকে অশান্ত করতে দেব না।'

নিকাশি ব্যবস্থা বেহালে ভোগান্তি

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা শিলিগুড়ির ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের মনপরি বস্তিতে। দুই বছর আগে এই এলাকার মূল নিকাশিনালা পাকা করা হলেও সমস্যা সম্পূর্ণ মেটেনি। প্রতি বছর বর্ষায় নালার জল রাস্তায় উপচে পড়ে। হাঁটাচলা মুশকিল হয়ে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দা সৌম্য মাহাতোর কথায়, 'বৃষ্টি রাস্তায় জল জমে থাকে, নিকাশিনালা তৈরি হলেও তেমন কাজে আসছে না।' বাসিন্দারা বলছেন, একাধিকবার সমস্যার কথা বিভিন্ন মহলে জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁরা জানাচ্ছেন, নালার প্রস্থ ও গভীরতা- দুটোই কম। যে কারণে জলনিকাশিতে সমস্যা হচ্ছে।

আরেক বাসিন্দা গোবিন্দ সরকারের কথায়, 'প্রায় দু'বছর আগে এলাকায় পাকা নিকাশিনালা নির্মাণ করা হয়েছিল। ভেবেছিলাম, হয়তো দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটবে। যদিও ভোগান্তির ছবিটা এখনও বদলায়নি।' বাসিন্দাদের বক্তব্য, নালা সঠিকভাবে তৈরি করা হয়নি। অপর বাসিন্দা রাশি শা বলছিলেন, 'তাড়াহুড়ো করে কাজ হয়েছে

সেই সময়। ঠিকঠাক কাজ হয়নি।' আবর্জনায় নালা অবরুদ্ধ হয়ে থাকায় জল জমে থাকছে। তা থেকে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। বর্ষার আগে নিকাশিনালা সংস্কারের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতো বলেছেন, 'দ্রুত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি আমরা।'

ঝুলন্ত দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ এপ্রিল : এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল বুধবার। ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুরের কমলা চা বাগানে ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম কেরোবিন টোপ্পো (৩৭), তিনি বাগানের গিরমিত লাইনের বাসিন্দা ছিলেন। এদিন তাঁর বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, কেরোবিন মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। তবে মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রচার মিছিল

চোপড়া, ১৬ এপ্রিল : ব্রিগেড সমাবেশকে কেন্দ্র করে বুধবার চোপড়ায় সিপিএমের এক নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে প্রচার মিছিল করা হয়। আগামী ২০ এপ্রিল দলের শ্রমিক, কৃষক সহ চারটি সংগঠনের ডাকে কলকাতায় ব্রিগেড সমাবেশের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এদিন সদর চোপড়ায় প্রচার মিছিলে স্থানীয় সিপিএম নেতারা ছিলেন। ছিলেন সিটু নেতা কার্তিক শীল।

টাইগার খুনে অভিযুক্তরা অধরা

বাগডোগরা, ১৬ এপ্রিল : ভুট্টাবাড়িতে বিক্রম রাই ওরফে টাইগার খুনে অভিযুক্তরা এখনও অধরা। মঙ্গলবার খুনে জড়িত সন্দেহে ৪ তরুণকে বাগডোগরা থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। যদিও পরে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল সংলগ্ন এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে দোষীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

পয়লা বৈশাখের সকালে ভুট্টাবাড়িতে ৩০ বছরের বিক্রমের মাথা, মুখ থ্যাঁতলানো দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশের একটি সূত্র বলছে, সোমবার রাতে ৬-৭ জনের সঙ্গে বিক্রম ভুট্টাবাড়ি ফুটবল মাঠে বসে মদ্যপান করে। ওই দলে এক তরুণীও ছিল। পুলিশের অনুমান, মদের আসরে ওই মেয়েটিকে নিয়ে ঝামেলার কারণে বিক্রম খুন হয়ে থাকতে পারে। পুলিশ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে। তদন্ত চলছে।

খাবারের টানে পড়ুয়াদের ভাইবোনেরাও স্কুলে

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ১৬ এপ্রিল : মিড-ডে মিল নিয়ে মাঝেমধ্যেই নানা অভিযোগ ওঠে বিভিন্ন স্কুলের বিরুদ্ধে। কোথাও নিম্নমানের খাবার, তো কোথাও সঠিক মেনু নেই। আবার শহরের স্কুলগুলোতে মিড-ডে মিলের প্রতি আগ্রহই থাকে না অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর। কিন্তু অন্য ছবি দেখা গেল রায়গঞ্জ ব্লকের রূপাহার প্রাথমিক স্কুলে। এই স্কুলে খুদে পড়ুয়াদের সঙ্গে মহানন্দে বসে মিড- ডে মিল খায় তাদের আরও খুদে ভাই-বোনরাও। তাতে অবশ্য বাধা দেন না শিক্ষকরা।

বরং আরও আদরে-আপ্যায়নে স্বাগত জানিয়ে প্রশ্রয় দেন। শিক্ষকদের ভাবনা, যদি এভাবেই দাদা-দিদির হাত ধরে ওদের স্কুলে আসা অভ্যাসে পরিণত হয়, তো মন্দ কী ?

বুধবার স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, দুপুরে মিড- ডে মিলের সময় হতেই তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী কোহিনুর খাতুনের সঙ্গে গুটিগুটি পায়ে এসে হাজির তার ছোট্ট ভাই সরফরাজ। দ্বিতীয় শ্রেণির মেরিনা খাতুনও নিয়ে এসেছে তার ছোট্ট বোনকে। শুধু কোহিনুর ও মেরিনার ভাই-বোনই নয়, এমন অন্তত জনা দশেক খুদে শিশু হাজির হয়েছে স্কুলে। প্রত্যেকের বয়স মেরেকেটে তিন থেকে সাড়ে তিন বছর। থালা হাতে লাইনে দাঁড়াতেই শিক্ষক ও মিড- ডে মিলের কর্মীরাও হাসিমুখে তাদের পাতে তুলে দিচ্ছেন রান্না করা খাবার। তৃপ্তি করে সবটা খেয়েই যে যার বাড়িমুখো হল।

বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রূপাহার হাট লাগোয়া এই স্কুলে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২৯ জন। শিক্ষক ৬ জন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মানিক নস্কর বলেন, 'অনেক ছাত্রছাত্রী এমনকি কোনও কোনও অভিভাবকও মিড -ডে মিলের সময় নিজের খুদে শিশুদের এনে খাইয়ে দেন। আমরা বারণ করি না। রোজ ১৮-১৯ জন অতিরিক্ত বাচ্চা এভাবেই মিড- ডে মিল খায়।'

রূপাহার অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুদেদের খাওয়া। -সংবাদচিত্র

শিশুদের মুখে এভাবে খাবার তুলে দিতে পেরে খুশি স্কুলের শিক্ষক -শিক্ষিকারা। এক সহকারী শিক্ষক বলেন, 'আসলে আমরা মনে করি, এই মিড -ডে মিলের টানে খুব ছোট থেকেই ওদের স্কুলে আসার অভ্যাস তৈরি হচ্ছে। এটা তো ভালো লক্ষণ। গ্রামের বাচ্চারা স্কুলমুখী হচ্ছে। আপত্তি করব কেন? পরবর্তীতে ওরা আমাদের স্কুলেই তো ভর্তি হবে।'

উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান নাজিমুদ্দিন আলি বলেন, 'আমি এদিন বিষয়টি শুনলাম। খুব শিগগিরই স্কুল ভিজিট করে এমন উদ্যোগ নিজের চোখে দেখে আসব।' তাঁর মতোই আরও অনেক আধিকারিক এই উদ্যোগ স্বচক্ষে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

ধৃত আরও ৮

ভাঙড়ে গোলমালের ঘটনায় আরও ৮ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে কাশীপুর থানা এলাকা থেকে ৪ জনকে ও হাতিশালা থানা এলাকা থেকে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কাজ শুরু

ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যানের অঙ্গ হিসেবে দাশপুরে সেতুর কাজ শুরু করল সেচ দপ্তর। বাকি কাজও দ্রুত শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

ধৃত বাংলাদেশি

হাওয়ালার মাধ্যমে বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার বিশরপাড়া থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ইডি। ধৃত ব্যক্তি বাংলাদেশি। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে গরম কমবে না। শিলাবৃষ্টিও হতে পারে। এমনই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

মুর্শিদাবাদের হিংসায় দোষারোপ শুভেন্দুর

‘মমতার সংখ্যালঘু তাস’

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসার জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার মুর্শিদাবাদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে পালটা মুখ্যমন্ত্রীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে এই মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর মতে, গত লোকসভা ভোটে হাতছাড়া হওয়া মালদা দক্ষিণ লোকসভার সংখ্যালঘু ভোট ফেরাতেই পরিকল্পিতভাবে এই দাঙ্গা করিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। হিংসা রুখতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত বলেও মন্তব্য করেন তিনি। রাজ্য পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে গোটা জেলাজুড়ে যেভাবে হিংসা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর জেলে যাওয়া উচিত।

মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে সাম্প্রতিক হিংসায় নিহত হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর ছেলে চন্দন দাসের স্মৃতিতে বুধবার বিধানসভার বাইরে ‘শহিদ দিবস’ পালন করে বিজেপি। সেখান থেকেই মুর্শিদাবাদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দাগেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। এদিনই বিধানসভা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে নেতাজি ইন্ডোরে এক কর্মসূচি থেকে মুখ্যমন্ত্রী মুর্শিদাবাদের ঘটনাকে পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত বলে অভিযোগ করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সেই মন্তব্যের পালটা জবাব দিতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘হ্যাঁ চক্রান্ত তো বটেই। আর সেইজন্যই আমরা চাই তাঁর স্বরূপ উদঘাটিত হোক। সেই কারণেই আমরা এনআইএ তদন্ত দাবি করেছি। তবে আমি জানি আসল চক্রান্তটা কী?’ এরপরই স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে শুভেন্দু বলেন, ‘আসল কারণ গত লোকসভা ভোটে মালদা দক্ষিণ লোকসভার অধীন মোথাবাড়ি, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ানে কংগ্রেস জিতেছে। সেখানে সংখ্যালঘু মুসলিমরা কংগ্রেসকে জিতিয়েছে। ’২৬-এর বিধানসভার আগে সেই সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের দিকে আনতেই পরিকল্পিতভাবে এই দাঙ্গা করিয়েছে তৃণমূল।’

সামশেরগঞ্জ বিধানসভা জেলাগতভাবে মুর্শিদাবাদের মধ্যে হলেও মালদা দক্ষিণ লোকসভার অধীন। এই কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোটার প্রায় ৮০ শতাংশেরও বেশি। গত লোকসভা ভোটে তৃণমূল তৃতীয় স্থান দখল করে। ফরাক্কায় কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের ব্যবধান ছিল প্রায় ৭০ হাজার। আর সামশেরগঞ্জে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি ভোটে এগিয়েছিলেন কংগ্রেসের ইশা খান চৌধুরী।

শুভেন্দুর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মুখ খুলেছে কংগ্রেসও। প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী বলেন, ‘ঘটনা যদি পূর্বপরিকল্পিত হবে তাহলে আপনি জানতেন না কেন? সরকার জানত না কেন? আর যদি জানতেন তাহলে ব্যবস্থা নেননি কেন? আসলে বিপদে পড়ে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।’

এদিন তাৎপর্যপূর্ণভাবে কলকাতায় আইএসএফ-এর সমাবেশ ও মিছিল নিয়েও প্রশংসা শোনা গিয়েছে শুভেন্দুর গলায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, মমতার সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে ধস নামাতে বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ-এর মতো দলগুলি যদি কিছুটা সফল হয় তাতে আখেরে লাভ বিজেপিরই। সেই অঙ্ক থেকেই এদিন এই সওয়াল শুভেন্দুর।

> আসল কারণ গত লোকসভা ভোটে মালদা দক্ষিণ লোকসভার অধীন মোথাবাড়ি, সামশেরগঞ্জ, ধুলিয়ানে কংগ্রেস জিতেছে। সেখানে সংখ্যালঘু মুসলিমরা কংগ্রেসকে জিতিয়েছে। ’২৬-এর বিধানসভার আগে সেই সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের দিকে আনতেই পরিকল্পিতভাবে এই দাঙ্গা করিয়েছে তৃণমূল।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

নয় সদস্যের সিট

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : জঙ্গিপুরের অশান্তির ঘটনায় ৯ সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করল রাজ্য পুলিশ। রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিমের সই করা ওই নির্দেশিকায় আইবি-র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শান্তনু চৌধুরীর নেতৃত্বে ওই ৯ সদস্যের দল গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে দুজন ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসার, ৫ জন ইনস্পেকটর পদমর্যাদার অফিসার ও সুন্দরবন পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইম সেলের ওসি রয়েছেন। এদিন থেকেই ওই বিশেষ তদন্তকারী দল সামশেরগঞ্জে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করে তদন্তের দাবিতে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে।

হাইকোর্টে তিন বিচারপতির এজলাসে মামলা

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে তিন বিচারপতির বেঞ্চে একাধিক মামলা দায়ের হল। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চে এনআইএ তদন্ত চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তাছাড়া বিশ্ব হিন্দু পরিষদও প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হয়েছে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসেও মুর্শিদাবাদের অশান্তি কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করতে চেয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মামলা দায়ের করেছেন। তবে তাঁর মুর্শিদাবাদ পরিদর্শনের অনুমতি আপাতত ডিভিশন বেঞ্চের ওপরই ছাড়া হয়েছে। এদিন তাঁর এজলাসেই পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে আরও একটি মামলা দায়ের হয়েছে। এছাড়া বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে একটি সংগঠন মুর্শিদাবাদে ক্যাম্প করতে চেয়ে মামলা দায়ের করেছে।

এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে মুর্শিদাবাদের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সুতি, ধূলিয়ান, সামশেরগঞ্জ সহ একাধিক এলাকার কয়েকজন বাসিন্দাও মামলা দায়ের করেন।

ডাবের জলে তেষ্টা মেটানো। বুধবার এসপ্ল্যানেডের কাছে। ছবি : আবির চৌধুরী

দিঘার মন্দিরে মুখ্যমন্ত্রীর স্বর্ণঝাড়ু

প্রস্তুতি বৈঠকে দায়িত্ব ভাগ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : পুরীতে জগন্নাথদেবের রথ টানার আগে সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা ঝাঁট দেওয়ার রেওয়াজ আছে। দিঘার জগন্নাথদেবের জন্যও সোনার ঝাড়ু উপহার দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জন্য তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় থেকে ৫ লক্ষ টাকা তিনি দিতে চেয়েছেন।

বুধবার সন্ধ্যায় নবান্ন সভাঘরে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই কথা জানিয়েছেন। এদিনের বৈঠকে জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড, ইসকন কর্তৃপক্ষ, রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘২৯ এপ্রিল যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে জগন্নাথদেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ওইদিন পুরীর রাজেশ দ্বৈতপতি এই যজ্ঞ করবেন। ৩০ এপ্রিল প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। ওইদিনই অক্ষয় তৃতীয়া। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ইসকন কর্তৃপক্ষের হাতে মন্দিরের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে।’

দিঘার জগন্নাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা শুরু হয়েছে। রাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পপতি থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক জগতের লোকজন এই মন্দির উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকবেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বৈঠকে সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, ‘২৮ এপ্রিল আপনারা পৌঁছে যান। ২৯ ও ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠান চলবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাচের গ্রুপ অনুষ্ঠান করবে। অদিতি মুন্সির অনুষ্ঠান থাকবে। এছাড়াও রাজ্যের সংস্কৃতি জগতের অনেকের অংশগ্রহণ থাকবে।’ অন্তত ১২ থেকে ১৫ হাজার ভক্ত ও অতিথি সমাগম হতে পারে ধরে নিয়ে সমস্ত দপ্তরের আধিকারিককে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। দপ্তরের মন্ত্রীদের বিভিন্ন দায়িত্ব ভাগও করে দেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘কবে থেকে দিঘার মন্দিরের দানধ্যান প্রক্রিয়া শুরু হবে, তা আমাকে আগে থেকে জানাবেন। সবার প্রথম আমি জগন্নাথদেবের জন্য সোনার ঝাড়ু উপহার দেব। এর জন্য ৫ লক্ষ ১ টাকার একটি চেক আমার তৈরি করা আছে। পুরীর আদলে দিঘার মন্দিরেও এরকম একটি সোনার ঝাড়ু রাখা হবে।’ এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দিঘার মন্দিরকে দেখার জন্য গোটা রাজ্যের মানুষের আগ্রহ রয়েছে জানি। কিন্তু সবাই একসঙ্গে যাবেন না। তাতে দুর্ঘটনা হতে পারে। উদ্বোধনের পর তো সারাজীবন পড়ে রয়েছে। সকলেই চলুন সারা বছর ধরে।’

তিন মৃত্যুতে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদ। ইতিমধ্যেই সেখানে তিনজনের প্রাণ গিয়েছে। প্রচুর বাড়িঘর ও দোকান ভাঙচুর হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এলাকায় শান্তি না থাকলে আপনার পায়ে কুড়ুল মেরে বিজেপি সুবিধা নেবে। সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। মনে রাখবেন, একটি গাড়ি কিনতে ৪০ লক্ষ টাকা লাগে।’ এরপরই মুর্শিদাবাদে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করে বলেন, ‘যাঁরা অশান্তিতে মারা গিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। এছাড়া হিংসার ঘটনায় যাঁদের বাড়ি পুড়েছে, তাঁদের বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে। এছাড়াও যাঁদের দোকান ভেঙেছে, সেটাও এস্টিমেট করতে আমি মুখ্যসচিবকে বলেছি।’

যদিও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর জাফরাবাদের মৃত হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের পরিবার জানিয়ে দিয়েছে, তারা এই ক্ষতিপূরণের টাকা নেবে না। তারা মনে করে, সেদিন পুলিশ সময়মতো এলে পরিবারের দুই সদস্যকে হারাতে হত না। এদিনই ছিল হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, আতঙ্কের কারণে শ্রাদ্ধের কাজ করার জন্য কোনও পুরোহিত বা ক্ষৌরকারকে তাঁরা পাশে পাননি। তাই শেষপর্যন্ত ক্ষৌরকার ও পুরোহিত ছাড়াই এই কাজ করতে হয়েছে। তবে এগিয়ে এসেছিলেন কীর্তনের দলের সদস্যরা।

পর্যালোচনা বৈঠকে বিজেপি

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : জঙ্গিপুর, সামশেরগঞ্জ সহ মুর্শিদাবাদ জেলার সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে ধর্মীয় রাজনীতির কতটা ফায়দা এল, তার মূল্যায়ন করতেই ১৮ এপ্রিল জরুরি বৈঠক ডাকল বিজেপি। সল্টলেকে বিজেপির দপ্তরে এই বৈঠকে বিধায়ক, সাংসদদের পাশাপাশি জেলা সভাপতিদেরও ডাকা হয়েছে। বাংলাদেশের পর মুর্শিদাবাদের ঘটনায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণের অভিযোগ তুলে হিন্দু ঐক্যের দাবিতে সরব হয়েছিল বিজেপি। সামশেরগঞ্জে হিন্দু পরিবারের হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের মৃত্যুকে ‘শহিদের মৃত্যু’ আখ্যা দিয়ে ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল শহিদ দিবস পালনের কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি।

সূত্রের খবর, ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে হিন্দু ভোট একজোট করার লক্ষ্যে আন্দোলনকে জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা স্থির করতেই শুক্রবার বৈঠকে বসছেন কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্ব।

চাকরি ফেরতের দাবিতে অবস্থান। বুধবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের আজ ভাগ্যপরীক্ষা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : চাকরিহারা প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে নিয়ে বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আর্জির ওপর গুরুত্বপূর্ণ শুনানি। আর্জির ভবিষ্যতের ওপর কিছুটা হলেও চাকরিহারাদের ভাগ্য নির্ভর করছে। সুপ্রিম কোর্ট আর্জি মঞ্জুর করলে চাকরি বাতিল রায়ের ওপর পরবর্তীকালে রাজ্য সরকারের রিভিউ পিটিশনের পক্ষে একটা রাস্তা খুলে গেলেও যেতে পারে বলে বুধবার নবান্ন, শিক্ষা দপ্তর ও পর্ষদ প্রশাসনের বড় অংশ আশা করছে।

পর্ষদ সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছে, আদালত-নির্দেশে নতুন নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বা চলতি শিক্ষাবর্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চাকরি বাতিলের রায় স্থগিত রাখা হোক। যদিও আইন-বিশেষজ্ঞ অধিকাংশেরই ধারণা, সুপ্রিম কোর্টে এই আর্জি মঞ্জুরের আশা খুবই ক্ষীণ। অতীতে সুপ্রিম কোর্টে এ ধরনের তেমন কোনও উদাহরণ নেই। এখন আর্জি মঞ্জুর হলে সেটা ভবিষ্যতের জন্য একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে সুপ্রিম কোর্টে।

তবুও বুধবার নবান্ন সূত্রের খবর, আর্জির শুনানির ওপর বিশিষ্ট আইনজীবী থেকে শুরু করে অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে পর্ষদের চূড়ান্ত তৎপরতা ও প্রস্তুতি তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ এই শুনানির প্রস্তুতির বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কাছে সব খোঁজখবর নিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে পর্ষদ সভাপতিরও এ নিয়ে কথা হয়েছে।

২৬ হাজার চাকরি বাতিল মামলা

এদিন তৎপর নবান্ন প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক মন্তব্য করেন, ‘বৃহস্পতিবার কী হয় সেদিকে তাকিয়ে আমরা সবাই। একদিক থেকে কাল বিষয়টি একরকম ‘অ্যাসিড টেস্ট’ বলা যেতে পারে। চাকরি বাতিলের রায়ের পর পর্ষদের আর্জি সুপ্রিম কোর্ট এ যাত্রায় মঞ্জুর করলে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত রিভিউ পিটিশনের ভাগ্যের ওপর একটা রাস্তা খুলে যেতে পারে। আপাতত আর্জি মঞ্জুর হলে রিভিউ পিটিশনে কিছুটা হলেও জোর পাবে রাজ্য সরকার।

এদিন পর্যন্ত রিভিউ পিটিশন সরকার সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেনি। চাকরি বাতিলের রায়ের ওপর রিভিউ পিটিশন পেশ ওই কারণেই স্থগিত রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আর্জি-শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা কী হয় তা দেখার পরই রিভিউ পিটিশন পেশ করবে রাজ্য সরকার। এখনও পর্যন্ত সিদ্ধান্ত তাই-ই।’

ওই শীর্ষ আধিকারিকের কথায়, আসলে পর্ষদের আর্জিতে মানবিকতা দিকটিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হলে তাঁদের সংসার ও ভবিষ্যতে ঘোর অনিশ্চয়তার অন্ধকার নেমে আসবে এটার ওপরই আর্জিতে জোর দেওয়া হচ্ছে।

হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে দ্রুত শুনানি চেয়ে আবেদন করা হল। এই মামলার একাংশের তরফে বুধবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে জানানো হয়, মামলায় অন্তর্বর্তী নির্দেশ রয়েছে। তার ফলে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই প্রেক্ষিতে দ্রুত শুনানি হোক। ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, মামলায় সমস্ত পক্ষকে নোটিশ দিতে হবে। সমস্ত পক্ষ শুনানির দিন নির্ধারণ করে আবেদন করবে।

৩২ হাজার চাকরি বাতিল মামলা

একপক্ষের আবেদন শুনে আদালত শুনানির দিন নির্ধারণ করলে সেই নির্দিষ্ট দিনে শুনানি নাও হতে পারে।

সূত্রের খবর, আদালতের পরামর্শে চলতি সপ্তাহেই মামলার সমস্ত পক্ষকে নিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে দ্রুত শুনানির আবেদন করার কথা রয়েছে। সম্প্রতি এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ান বিচারপতি সৌমেন সেন। এই মামলা বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য ছিল। তবে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বিচারপতি সেন মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোয় প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটি শুনানির জন্য নির্ধারণ করেন।

পদক্ষেপ স্বাস্থ্য কমিশনের

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : সাধারণ মানুষের মেডিক্লেমে হয়রানি! রাজ্য বিমা সংস্থাগুলিকে এবার সরাসরি তলব করল রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন। কখনও হাসপাতালে চিকিৎসাবাবদ বিল বিমা সংস্থার থেকে না মেলার অভিযোগ, কখনও ক্যাশলেস ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়া, আবার কখনও প্রিমিয়াম দেওয়ার পরেও বিমার সুবিধা না পাওয়া প্রভৃতি অভিযোগের সমাধান করতেই ২১ এপ্রিল আলিপুরের ধনধান্য সভাগৃহে ১১টি স্বাস্থ্যবিমা সংস্থাকে নিয়ে বৈঠকে বসবে রাজ্য স্বাস্থ্য কমিশন। এর মধ্যে ৪টি সরকারি বিমা সংস্থাও রয়েছে।

বাংলাদেশ যোগসূত্রের তদন্তে ইডি

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : ভুয়ো পাসপোর্ট মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত আজাদ মল্লিকের বাংলাদেশ যোগসূত্র খতিয়ে দেখতে চায় ইডি। মঙ্গলবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার তাকে ব্যাংকশাল আদালতে তোলা হয়। তদন্তকারীদের ধারণা, আজাদ হাওয়ালা চক্রে জড়িত ছিল। তার স্ত্রী, সন্তান বাংলাদেশেই থাকে। দুর্নীতির কোটি কোটি টাকার উৎস কী এবং ওই টাকা অন্য কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না তা জানতে চাইছে ইডি। তাই তাকে ১৪ দিনের হেপাজতে চাওয়া হয়। বিচারক ধৃতের ১৩ দিনের ইডি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, আজাদ একটি

জাল পাসপোর্ট কাণ্ড

ক্যাফে থেকে ১২-১৩ হাজার টাকার বিনিময়ে ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরি করত। এছাড়াও ভুয়ো নথির মাধ্যমে অন্যান্য পরিচয়পত্র তৈরির কাজও করত। জাল পাসপোর্ট কাণ্ডে অন্যতম মিডলম্যান ছিল আজাদ। বাংলাদেশেও তার এজেন্ট রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। আজাদের মাধ্যমে ২ কোটি টাকার বেশি হাওয়ালায় বাংলাদেশে পাচার করা হয়েছে। তার ফোন পরীক্ষা করে তথ্য পেয়েছেন ইডি আধিকারিকরা।

শহিদ দিবস নিয়ে টক্করে সুকান্ত-শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : শহিদ দিবস পালনে সুকান্ত মজুমদার-শুভেন্দু অধিকারীর মতো রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে একে অপরকে টক্কর দিতে দেখা গেল।

বিধানসভার বাইরে সামশেরগঞ্জ ইস্যুতে হিন্দু শহিদ দিবস পালন করলেন শুভেন্দু। সন্ধ্যায় নন্দীগ্রামে মোমবাতি মিছিলে হাঁটলেন তিনি।

উত্তর কলকাতায় বিজেপি রাজ্য দপ্তরে একই ধাঁচের কর্মসূচিতে দেখা গেল রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। পরে মুর্শিদাবাদের আক্রান্ত পরিবারদের নিয়ে ভবানী ভবনে ডিজির সঙ্গে দেখা করলেন সুকান্ত। পরে এই সাক্ষাৎকে বিজেপির আন্দোলনের নৈতিক জয় বলে দাবি করে সুকান্ত বলেন, আগে আইসিরা আমাদের সঙ্গে দেখা করত না। এখন ডিজি নিজে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করছেন। এরপরে মুখ্যমন্ত্রীকেও বিজেপির সামনে মাথা নত করতে হবে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, এদিন বিধানসভা চত্বর থেকে কালো পতাকা ও হিন্দু শহিদ দিবস লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিল করেন শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি বিধায়করা। পরে গেটের বাইরে রাখা শহিদ বেদিতে মালা দেন তাঁরা। চড়া সুরে হিন্দুত্বের স্লোগানের পাশাপাশি ‘চোর মমতা হায় হায়’ স্লোগানও শোনা যায় শুভেন্দুর মুখে। পরে মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনায় রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতার জন্য মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে শুভেন্দু বলেন, ‘১১ এপ্রিলের ঘটনার জন্য পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করছি। এই অপরাধের জন্য তাঁকে জেলে দেখতে চাই।’

অন্যদিকে, বিধানসভার বাইরে মুর্শিদাবাদ ইস্যুতে শুভেন্দুর সুর চড়ানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তর কলকাতায় বিজেপির রাজ্য দপ্তরে প্রায় একই ধাঁচে শহিদ দিবস কর্মসূচি পালন করলেন সুকান্ত। যদিও এদিন সকাল পর্যন্ত সুকান্তর এই কর্মসূচির ঘোষণা দলীয়ভাবে করা হয়নি। রাজ্য দপ্তরে যুবমোর্চার রাজ্য সভাপতি ইন্দ্রনীল খাঁ-র নেতৃত্বে শহিদ দিবস পালনের যে কর্মসূচি ছিল খানিকটা আচমকাই সেই কর্মসূচিতে যোগ দেন সুকান্ত। রাজ্য দপ্তরের বাইরে অস্থায়ীভাবে তৈরি শহিদ বেদিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর সামশেরগঞ্জের ঘটনায় ঘরছাড়া কয়েকটি হিন্দু পরিবারের লোকজনকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে হাজির হন তিনি। সুকান্ত বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী যে দাবি করছেন তার সঙ্গে স্থানীয় (ক্ষতিগ্রস্ত) মানুষের দাবির কোনও মিল নেই। এঁরা স্পষ্টই বলছেন, কোনও বহিরাগত নয়, পার্শ্ববর্তী কয়েকটি এলাকার বিশেষ সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ এই হামলা করেছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী এই হামলাকে সীমান্তপারের হামলা বলে দাবি করে বিএসএফের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। এটা লজ্জার।’ এরপর মুর্শিদাবাদের আক্রান্ত পরিবারগুলিকে সঙ্গে নিয়ে ভবানী ভবনে রাজ্য পুলিশের ডিজির সঙ্গে দেখা করেন সুকান্ত। সুকান্ত বলেন, ‘আমরা ডিজিকে বলেছি, যা বলার আক্রান্ত পরিবারগুলিই বলবে। যাতে তিনি তাঁদের মুখেই প্রকৃত সত্য ঘটনাটা শুনতে পান।’

ওষুধ পরীক্ষার পরিকাঠামো নিয়ে উদ্বেগ

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : সকালে আচমকাই রক্তচাপ বেড়ে গিয়েছে। ডাক্তারবাবুর পরামর্শমতো টেলমা-৪০ খেয়েছেন পরিস্থিতি সামলাতে। নামী কোম্পানির ওষুধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তচাপ নামবে এমনটাই বলেছিলেন ডাক্তারবাবু। কিন্তু বেলা গড়িয়ে দুপুর, তারপর বিকেল। রক্তচাপ নামার লক্ষণ নেই। শেষমেশ ডাক্তারবাবুর সন্দেহই ঠিক প্রমাণিত হল। ওষুধটা আসলে জাল ছিল।

কলকাতার সেন্ট্রাল ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন যে ১৪৫টি ওষুধকে নিম্নমানের বলে ঘোষণা করেছে, তার মধ্যে রয়েছে গ্লেনমার্ক ফার্মার টেলমা এএম থেকে শুরু করে অ্যালকেম হেল্থের অনডেম-৪ ট্যাবলেটও। এভাবে ওষুধের বাজারে এত জাল ও নিম্নমানের ওষুধ ছড়িয়ে পড়ায় উদ্বেগ জানিয়েছে ওষুধ বিক্রেতাদের সংগঠন বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশনও। তাঁরা মনে করছেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ওষুধ পরীক্ষা করার পরিকাঠামো উন্নয়ন খুব জরুরি। একইসঙ্গে ওষুধের দামে ছাড় দেওয়ার প্রতিযোগিতা নিয়েও উদ্বিগ্ন তাঁরা। অ্যাপের মাধ্যমে ওষুধ কেনা নিয়েও সাবধান করেছেন বিসিডিএ কর্তারা।

বিসিডিএ-র সাধারণ সম্পাদক পৃথ্বীশ বসুর অভিযোগ, বাজারে জাল ওষুধ ঢোকার অন্যতম কারণ, ছাড় দেওয়ার প্রতিযোগিতা। সাধারণভাবে ডিস্ট্রিবিউটারদের ২০ শতাংশ ও খুচরো ব্যবসায়ীদের ১০ শতাংশ ছাড় দেয় ওষুধ প্রস্তুতকারকরা। কিন্তু অনেকেই এখন ২০ বা তারও বেশি শতাংশ হারে ছাড় দিচ্ছেন। পাড়ার ওষুধের দোকানদারদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। একদিকে যেমন ক্রেতাদের বিশ্বস্ত দোকানগুলির অস্তিত্ব সংকট দেখা দিচ্ছে, অন্যদিকে সস্তায় ওষুধ সরবরাহ করার ভুঁইফোঁড় ডিস্ট্রিবিউটর তৈরি হচ্ছে। এই ভুঁইফোঁড়রাই বিভিন্ন রাজ্য থেকে জাল ওষুধ এরাজ্যের দোকানগুলিতে সস্তায় সরবরাহ করছে। ক্রেতাদের বেশি ছাড় দিয়ে ধরে রাখার লোভে ওষুধের দোকানদাররাও ওই অচেনা, অজানা সরবরাহকারীদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন। পৃথ্বীশবাবু জোরের সঙ্গে বলেন, ‘আমাদের সংগঠনের সদস্যদের কেউ যদি জাল ওষুধ বিক্রির দায়ে ধরা পড়েন, আমরা তাহলে ওই ব্যবসায়ীকে সাসপেন্ড করব। কিন্তু আসল উদ্যোগ নিতে হবে কেন্দ্র ও রাজ্যকে। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও সচেতন হতে হবে।’

পৃথ্বীশবাবু আরও বলেন, ‘ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, কেরল, ছত্তিশগড় প্রভৃতি রাজ্যে ফার্মাসি কাউন্সিল চড়া হারে ছাড়ের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আমাদের রাজ্যেও যাতে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয় সেজন্য শীঘ্রই ফার্মাসি কাউন্সিলের কাছে দরবার করব। এই ধরনের অপরাধের বিচারে বিশেষ আদালত সহ কড়া আইন ও পরীক্ষার পরিকাঠামো জরুরি।’

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৩২৭ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩ বৈশাখ ১৪৩২

হার্ভার্ডের শিক্ষা

মুক্তচিন্তায় বড় ভয় শাসকের। নানা মতের প্রকাশে তাই শাসকের বাধা নতুন নয়। আসলে শিক্ষা নিয়েই দুশ্চিন্তায় থাকে রাষ্ট্রের ক্ষমতাবানরা। শিক্ষায় চেতনার চাষে রক্তচাপ বাড়ে তাদের। ইতিহাসে তাই মত প্রকাশের স্বাধীনতা পদদলিত হয়েছে বারবার। মুক্তচিন্তার চর্চা করায় আক্রান্ত হয়েছে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিক্ষার কফিনে আরেকটি বড় পেরেক পোঁতার এখন মরিয়া চেষ্টা চলছে আমেরিকায়। শুধু নতুন আমেরিকা নয়, নতুন বিশ্ব তৈরিতে উন্মত্ত সেদেশের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তবে এই প্রথম বিরাট ধাক্কাও খেয়েছেন তিনি। কোনও চাপের মুখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা ও সাংবিধানিক অধিকার ছাড়বে না বলে ট্রাম্পের উদ্দেশে জানিয়ে দিয়েছে বিশ্বখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা, গবেষণায় শুধু নয়, স্বাধীন চিন্তা বিকাশে, আপন আপন মতের চর্চায় যে বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণীর ভূমিকা পালন করছে দীর্ঘদিন ধরে। ট্রাম্প প্রশাসন সেই ভূমিকাগুলি বন্ধ করতে যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা আসলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার মূলেই কুঠারাঘাত।

স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হার্ভার্ড রুখে দাঁড়িয়েছে। শাসকের বিরুদ্ধে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গর্জে ওঠা নজিরবিহীন। বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রেসিডেন্ট অ্যালান মাইকেল গার্বারের স্পষ্ট উচ্চারণে স্বাভিমান ঠিকরে বেরোচ্ছে। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যে দলই সরকার পরিচালনা করুক না কেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কী পড়াবে, কাদের ভর্তি বা চাকরিতে নিয়োগ করবে, তা নির্ধারণ করার কোনও এক্তিয়ার তাদের থাকতে পারে না।

অথচ সেই এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজই একটার পর একটা করে চলেছেন ট্রাম্প। তাঁর নির্দেশে মহাকাশ গবেষণার শীর্ষ সংস্থা নাসা থেকে বিতাড়িত হয়েছেন সংস্থার অন্যতম শীর্ষ আধিকারিক ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীলা রাজেন্দ্র। যিনি নাসার বৈচিত্র্য, সমতা ও অন্তর্ভুক্তি বিভাগের প্রধান ছিলেন। ওই বিভাগের সবারই চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বিভাগটাই তুলে দেওয়া হয়েছে। আসলে বৈচিত্র্য, সমতা শব্দগুলিতে এখনকার শাসকদের বড় উদ্বেগ। হার্ভার্ডকে লেখা ট্রাম্প প্রশাসনের চিঠিতেও বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গিতে লাগাম টানার শর্ত ছিল।

শিক্ষা ব্যবস্থায় ট্রাম্পের এই বেনজির হস্তক্ষেপকে প্রত্যাঘাতেও নজিরবিহীন পদক্ষেপ করেছে হার্ভার্ড। সরাসরি মার্কিন সরকারের দেওয়া শর্তাবলিতে নিজেকে বেঁধে ফেলতে অস্বীকার করেছে। মুক্তচিন্তার অধিকার রক্ষায় হার্ভার্ডের এই অবস্থান আরও উন্মত্ত করে তুলেছে ট্রাম্পকে। এককথায় হার্ভার্ডের জন্য প্রায় ২৩০ কোটি ডলারের ফেডেরাল ফান্ডিং আটকে দিয়েছেন তিনি। স্থগিত করে দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারের ৬ কোটি ডলারের একটি চুক্তিও।

অবস্থান না পালটালে হার্ভার্ডকে রাজনৈতিক অস্তিত্ব ধরে নিয়ে করের বোঝা চাপানোর হুমকিও দিয়ে রেখেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সরকারি রোষ এবং আর্থিক প্রতিবন্ধকতার এমন ঝুঁকির মুখে ইতিমধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের বশ্যতা স্বীকার করেছে আরেক নামী প্রতিষ্ঠান কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। প্রিন্সটন, কর্নেল ও নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটি কোটি ডলার অনুদান আটকে দেওয়ার হুমকিও দিয়েছে মার্কিন সরকার। জন হপকিন্সে একসঙ্গে ২০০০ কর্মীকে ছাঁটাইয়ের তুঘলকি নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

এত বড় চাপ ও হুমকির মুখেও হার্ভার্ড অনড়। শিক্ষা, মুক্তচিন্তার অধিকার রক্ষায় প্রশংসনীয় পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে। এতে বিরাট আর্থিক ঝুঁকি সইতে হবে প্রতিষ্ঠানটিকে। কিন্তু ট্রাম্পের এক পূর্বসূরির ভাষায়, হার্ভার্ডের এই দৃঢ় পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা, নিরন্তর বিতর্ক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা, মর্যাদা বোধের পরিবেশকে নিশ্চিত করবে।

শাসকের এমন প্রবণতা বাংলায় আমরা লক্ষ করেছি। শিক্ষামন্ত্রী থাকাকালীন তৃণমূল নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় সওয়াল করেছিলেন, বেতন যেহেতু সরকার দেয়, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে নাক গলানোর অধিকার তাদের আছে। উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সরকার ও রাজ্যপালের যে অন্তহীন বিরোধ চলছে, তার পিছনেও আছে শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রবণতা। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তচিন্তার পরিসর ভাঙতে হামলা পর্যন্ত হয়েছে। হার্ভার্ড যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, তা অনুসরণ না করলে গোটা বিশ্বেই শিক্ষায় বিপদ সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

মুর্শিদাবাদ-মালদায় সংঘর্ষ : অতঃকিম?

ধর্মবর্ণনির্বিশেষে আম বাঙালি যাঁর ডাকে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে বাঙালি সত্তা রক্ষায় ঝাঁপাবে, এমন ব্যক্তিত্ব কই?

সুমন ভট্টাচার্য

আপাতত 'অ্যাডভান্টেজ' বিজেপির। মালদার মোথাবাড়ি এবং মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ-সুতি-ধুলিয়ানে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ প্রাথমিকভাবে বিজেপিকে তাদের 'ন্যারেটিভ' প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে। এই 'ন্যারেটিভ' হচ্ছে, 'মুসলিমরা যে এলাকায় সংখ্যাগুরু, সেখানে হিন্দুরা নিরাপদ নয়।'

ধুলিয়ান থেকে পালানো আতঙ্কগ্রস্ত মহিলাদের ছবি এই ধারণাকে হাওয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিবেশী বাংলাদেশে গত বছরের অগাস্টে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকে যেভাবে ইসলামি মৌলবাদ মাথাচাড়া দিয়েছে, তাতে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি আতঙ্কিত ছিলই। মোথাবাড়ি এবং মুর্শিদাবাদ বাঙালিকে বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে হিন্দু বাঙালিকে চিন্তিত করেছে, এই বঙ্গেও মুসলিম মৌলবাদ কতটা মাথাচাড়া দিয়েছে এবং তাকে ঠেকাতে উপায় কী?

এই কথাটাও স্বীকার করে নেওয়া ভালো, এই বঙ্গের মুসলিম নেতাদের মধ্যে কেউ সেইভাবে সামনে এসে মোথাবাড়ি বা মুর্শিদাবাদের ঘটনাকে ঠেকানো তো দূরের কথা, নিন্দাও তেমনভাবে করেননি। যাতে হিন্দু বাঙালিরা তো বটেই, 'লিবারেল মুসলিম'রাও আশ্বস্ত হতে পারে। একইসঙ্গে সময়ের প্রেক্ষিতে এটা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে যে, আজকের বাঙালির কাছে কোনও এমন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বও নেই, যিনি এই সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধে ঐক্যের ডাক দিতে পারেন এবং ধর্মবর্ণনির্বিশেষে আপামর বাঙালি তাঁর ডাকে সাম্প্রদায়িক বিভেদকে ভুলে বাঙালি সত্তাকে রক্ষা করতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

আসলে বাংলাদেশের ঘটনার পর কলকাতার তথাকথিত কিছু শহুরে 'প্রগতিশীল এলিট' এমনভাবে ইউনূস প্রশাসনের সমর্থনে উদ্বাহু হয়ে 'নৃত্যগীত'-এ চলে গিয়েছিলেন, যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিষয়ে তাঁদের আর মুখ খুলতে দেখা যায়নি। তারপরে বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ানোর পরেও তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী'কুলের হিরণ্ময় নীরবতা তাঁদের থেকে বৃহত্তর বাঙালি সমাজকে 'বিচ্ছিন্ন' করে দিয়েছে।

রাজনীতির সামান্য ছাত্র হিসেবে এইটুকু তো বুঝতেই হবে যে, হিন্দু মৌলবাদের নিন্দা করতে গেলে মুসলিম মৌলবাদীদেরও ছাড়লে চলবে না। গত শতকের চারের দশকে যে সময়টার কথা বলে বিজেপি বাঙালি হিন্দুর আবেগকে খুঁচিয়ে তুলতে চায়, সেই '৪৬-এর দাঙ্গার পরে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যেরকম নিবন্ধ লিখেছিলেন, সেইরকমই 'সাহসী' গদ্যকার কোথায়? বাঙালি 'বুদ্ধিজীবী'দের মুসলিম মৌলবাদের বিরোধিতায় 'ক্রিজ ছেড়ে বেরোব কি বেরোব না', এই সিদ্ধান্তহীনতাই আপাতত বিজেপিকে তাদের 'ন্যারেটিভ' প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করছে। অতএব, বিজেপি তার প্রাথমিক কৌশল অনুযায়ী যদি ২০২৬-এর নির্বাচনকে তাদের মতো করে 'ধর্মযুদ্ধ'-এ পরিণত করে দেয়, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিজেপির এই রণকৌশলের বিপরীতে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও এই রাজনৈতিক লড়াইকে 'বাঙালি বনাম বহিরাগত'দের লড়াইতে যদি ঘুরিয়ে দিতে পারেন, তাহলেই একমাত্র তৃণমূলের সুবিধা।

মালদা এবং মুর্শিদাবাদের পরে তাহলে আসলে রাজনীতির পাশাখেলায় কী দাঁড়াল? বিজেপি আরও জোরের সঙ্গে নিজেদের ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইবে। একদিকে বাংলাদেশ আর অন্যদিকে মালদা-মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ক্ষতকে উসকে দিয়ে হিন্দু ভোট সংহত করার যাবতীয় প্রচেষ্টা থকবে। শুভেন্দু অধিকারী বা সময়ে-অসময়ে সুকান্ত মজুমদারও যেটা বলেন, যে তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে মাত্রই আর পাঁচ শতাংশ ভোটের ব্যবধান রয়েছে এবং আরও একটু হিন্দু ভোট টানতে পারলেই নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দেওয়া যাবে, সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তর করার কাজে বিজেপি এবং আরএসএস ঝাঁপাবে।

এই 'ন্যারেটিভ'-এর সামনে কিছুটা ব্যাকফুটে চলে যাওয়া তৃণমূল কীভাবে 'বাঙালি অস্মিতা'কে জাগিয়ে তুলবে এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কথা বলে কতটা ভোটারদের মন জিততে পারে, সেটাই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করে দেবে।

মোথাবাড়ি-শামশেরগঞ্জ পরবর্তী সময়ে রাজনীতির 'কুরুক্ষেত্র'-এ তৃণমূল বনাম বিজেপির লড়াইতে কংগ্রেস এবং সিপিএম তাহলে কোথায় থাকবে? একথা সত্যি মুর্শিদাবাদের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে নিহত হিন্দু পরিবারের বাড়িতে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম প্রথম পৌঁছেছিলেন। রাজ্য-রাজনীতিতে কোনও শীর্ষনেতার ওই হিন্দু পরিবারটির কাছে পৌঁছোনোর নিরিখে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকই প্রথম। কিন্তু এটা 'ভিজুয়াল' হিসেবে যতটা আকর্ষণীয় 'পারসেপশন' তৈরিতে ততটা নয়। কারণ, সিপিএমের সদ্য সমাপ্ত মাদুরাই পার্টি কংগ্রেসে প্যালেস্টাইন কিংবা গাজা নিয়ে যত শব্দ ব্যয় করা হয়েছে, বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন নিয়ে বলতে গেলে প্রায় কোনও কথাই নেই। তাই সিপিএমের পক্ষে এই তীব্র মেরুকরণের বঙ্গভূমিতে নিজেদের জন্য ভোট শতাংশের বড় খণ্ডাংশ, অর্থাৎ 'স্লাইস' বের করাটা মুশকিল।

কিন্তু কংগ্রেস, তাদের কী ভূমিকা হবে? বিশেষ করে যেখানে মালদা এবং মুর্শিদাবাদে সংখ্যালঘু ভোটে তাদেরও বড় 'ভাগিদারি' আছে এবং শামশেরগঞ্জ আদতে এই রাজ্য থেকে নির্বাচিত একমাত্র কংগ্রেস সাংসদ, বরকত গনি খান চৌধুরীর ভ্রাতুষ্পুত্র ইশা খানের নির্বাচনি এলাকার মধ্যে পড়ে। বিজেপির মতো কংগ্রেসও যেহেতু একটি 'হাইকমান্ড' নির্ভরশীল দল, সেহেতু গান্ধি পরিবার বা সর্বভারতীয় নেতৃত্ব যা চাইবে, সেটাই হবে। অর্থাৎ মালদা-মুর্শিদাবাদের মোট ৩৮টি বিধানসভায় সংখ্যালঘু ভোট ভাগ হয়ে বিজেপির কোনওরকম সুবিধা হোক, এই রাজনৈতিক 'হারাকিরি' কংগ্রেস করার ঝুঁকি নাও নিতে পারে। অর্থাৎ ২০২৫-এ দিল্লি বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস নিজেদের ভোট শতাংশ বাড়ানোয় যেমন আপের ভরাডুবি হয়ে বিজেপির ক্ষমতা দখল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, সেই একই ভুল পশ্চিমবঙ্গের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যের ক্ষেত্রে গান্ধি পরিবার নাও করতে পারে। তাই কংগ্রেস তৃণমূলের সঙ্গে কী ধরনের সমীকরণ তৈরি করবে, বিজেপিকে আটকাতে কী কৌশল নিতে পারে সেটার একটা আন্দাজ সবসময়ই করা যেতে পারে এবং অবশ্যই কংগ্রেসের সেই 'রাজনৈতিক লাইন' নির্ধারণে মুর্শিদাবাদের লোকসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়া অধীর চৌধুরীর বক্তব্যই 'নির্ধারক' হবে না।

মালদা-মুর্শিদাবাদ তাহলে কোন বড় প্রেক্ষাপটের ইঙ্গিত দিচ্ছে? কীভাবে বিজেপির ন্যারেটিভের মোকাবিলা রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল করবে? অবশ্যই কালীঘাটের 'স্কাইওয়াক' কিংবা এরপরে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বার্তা দিয়ে চলেছেন এবং সেই বার্তার মূল লক্ষ্য হবে হিন্দু ভোটের মেরুকরণকে ঠেকানো। অর্থাৎ, 'হিন্দু খতরে মে হ্যায়' বা 'বাঙালি হিন্দুরা নিরাপদ নয়' বিজেপির এই প্রচার কৌশলকে ভোঁতা করে দেওয়া।

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ধুলিয়ান থেকে হিন্দুদের 'পালাতে হয়েছিল', প্রান্তিক হিন্দু মহিলাদের চোখের জল ফেলার দৃশ্য যে 'স্বস্তিদায়ক' নয় সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বোঝেন। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-কে দ্রুত ২০০০ টাকা করে দিয়ে হয়তো মহিলা ভোটকে আবারও কিছুটা সুসংহত করে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেটাই একমাত্র দাওয়াই হতে পারে না। তৃণমূল নেতৃত্ব ঘরোয়া আলোচনায় সেটা স্বীকারও করে নিচ্ছেন। তাই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদযাপন, রবীন্দ্র-নজরুলকে আশ্রয় করে সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে মেরুকরণকে ঠেকিয়ে দেওয়ার রাস্তায় হাঁটছে শাসকদল। শাসকদলের এই কৌশলে মালদা-মুর্শিদাবাদের স্মৃতিকে কতটা ফিকে করে দেওয়া সম্ভব হবে, তা ভবিষ্যৎই বলবে।

আবারও মনে করাচ্ছি, আজকের পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের কাছে তো নয়ই, কোনও দলেই এমন কোনও মুসলিম নেতা নেই, যাঁকে হিন্দু সম্প্রদায় শ্রদ্ধা করে, আবার তাঁর ওপর মুসলিম সম্প্রদায়েরও আস্থা রয়েছে, যিনি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের মুখে দাঁড়িয়ে এই বঙ্গের মুসলিমদের 'বাংলাদেশের স্রোতে গা ভাসানো'-র অর্থাৎ মাৎস্যন্যায় তৈরি করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবেন। অন্যদিকে বিজেপি এবং 'মেইনস্ট্রিম মিডিয়া'-র চাপ, সোশ্যাল মিডিয়ার 'ট্রোল বাহিনী'র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গোটা বাঙালি জাতিকে ঐক্যের সুরে গাঁথার মতো কোনও 'পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল' বা জনগণের পছন্দের মানুষও নেই। তাই এই সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে, বাঙালি হিন্দুরাও যাঁকে ভরসা করবেন, আবার মুসলিমরাও জানবেন যে তাঁরা কোনও পক্ষপাতের শিকার হবেন না, এমন 'সর্বজনগ্রহণযোগ্য' বুদ্ধিজীবীর অভাবও বাঙালি সমাজ টের পাচ্ছে। তথাকথিত 'প্রগতিশীল', 'অতি বিপ্লবী', 'অতি বাম'দের ব্যর্থতা বিজেপিকে যে সুবিধা করে দিয়েছে, শাসকদল হিসেবে তৃণমূলকেই তার 'প্রতিস্পর্ধী' উত্তরকে খুঁজে বের করতে হবে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৭৫

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের।

২০১৪

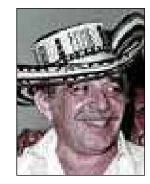

নোবেলজয়ী গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি নাম বলি না। আজ বলছি। এখানে অমিত শা-র কোম্পানি বেশি আছে। আপনি কোনওদিন প্রধানমন্ত্রী হবেন না। মোদিজির প্রধানমন্ত্রিত্ব গেলে আপনার কী হবে? আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে। আমি মোদিজিকে অনুরোধ করছি, ওই লোকটাকে নিয়ন্ত্রণ করুন। একটা লোকের কাছে সব এজেন্সি। যেমন পারছে, ব্যবহার করছে।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

নিজের হাতে ক্লাসরুমের দেওয়ালে গোবর লেপেছিলেন দিল্লি রানি লক্ষ্মীবাঈ কলেজের প্রিন্সিপাল। এবার প্রিন্সিপালের অফিস ঘরে গিয়ে দেওয়ালে গোবর লেপে দিলেন পড়ুয়ারা। পড়ুয়াদের প্রশ্ন, তাঁদের ক্লাসরুম ঠান্ডা রাখতে গোবর লেপা হলে প্রিন্সিপালের ঘরে এসি কেন?

ভাইরাল/২

রিলস বানানোর নেশায় জীবনটাই শেষ। উত্তর কাশীতে ভাগীরথী নদীতে নেমে রিলস বানাচ্ছিলেন মহিলা। ফোনটি দেন মেয়ের হাতে। ভিডিওতেই দেখা গেল, টাল সামলাতে না পেরে জলের স্রোতে ভেসে গেলেন মহিলা।

জনমন জনমত

কলঙ্কের ভার টানবে নয়া প্রজন্ম

পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গবিভূষণ চালু হল যে বছর থেকে, সেই সময় থেকেই বিভিন্ন চাকরির ক্ষেত্রে বঙ্গ রত্নাকরদের টাকা খাওয়ার চল শুরু হল। প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় ধরে নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি, অবাঙালিদের সোনার জাদুকাঠি হয়ে ওঠে অবৈধ উপায়ে সরকারি চাকরি। গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে মহানগর- দুর্নীতির কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ে।

চাকরি, খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসা- দুর্নীতির মায়াজাল ক্রমশ প্রকাশ্যে। মধ্যবিত্ত বাঙালি মেধা আর অক্লান্ত অসাধ্য সাধন করে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে স্টার কিংবা কলেজে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েও রাজ্যে সরকারি চাকরির সুযোগ ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সরকারি চাকরি বিশেষ করে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী নিয়োগে তখন 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল' ট্রেন্ড। সেই থেকেই হাজার হাজার দুর্নীতির অভিযোগ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম, পত্রিকায় ফলাও করে জনমানসে। দিনের পর দিন আজ লোকগাথায় পরিণত।

প্রশাসনিক স্তরের ডব্লিউবিসিএস, আবগারি দপ্তরের পুলিশ, পুরসভা, পঞ্চায়েত অফিস সহ বিভিন্ন দপ্তর- সর্বস্তরে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। আর দুর্নীতি হয়েছে। সেটা সমাজের অনেকেই মানেন। আর সেটা যেহেতু মানিয়ে নিয়েছে সমাজ, তাই হয়তো এই প্রজন্ম ও আগামী প্রজন্মকে সেই কলঙ্কের ভার টানতে হবে। শিক্ষকদের মার খেতে হচ্ছে। যে সমাজে মানুষ গড়ার কারিগররা বিপন্ন, সেই সমাজের ভবিষ্যৎ কী হবে? এই কথাগুলোই বড় চিন্তায় ফেলে দেয় বারবার।

পূর্ণেন্দু রায়
হলদিবাড়ি, উত্তরপাড়া।

রেলগেট যেন বিভীষিকা

শিবমন্দির বাজারের ২১৮ নম্বর রেলগেট যেন বিভীষিকা। সারাদিন রাত মিলিয়ে গড়ে প্রতি আধ ঘণ্টা পরে পরে দুই দিক থেকে ট্রেনের যাতায়াত চলতেই থাকে। প্রতিবারই ট্রেন আসার আগে ও পরে মিলিয়ে ১৫-২০ মিনিট দুই দিকের গাড়ির চাপে মানুষের চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন মহল থেকে আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ কিছুই কাজে আসেনি। উড়ালপুল বা আন্ডারপাসও হচ্ছে না কিছুতেই।

এ ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ সেই অর্থে আছে বলে জানা নেই। রেল ভীষণ উদাসীন। দ্রুত পদক্ষেপ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দয়া করে কিছু একটা করুন।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস: এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলাদেশে জঙ্গি হচ্ছে তরুণ-কিশোর প্রজন্ম

মৌলবাদীরা বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের মাঝে হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব বাড়িয়ে তাদের ভারতবিরোধী করে তুলেছে।

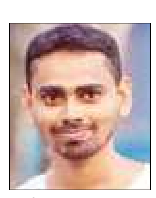

মীর রবি

ষড়যন্ত্রমূলক জুলাই অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নৈরাজ্যবাদের ভেতরে বাংলাদেশ। ইসলামি চরমপন্থীরা বিশ্বের অস্থির এই অঞ্চলটিতে অস্তিত্বের জানান দিয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসলামিক স্টেটের মতো সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক এই অঞ্চলে নিজেদের বিস্তৃত করেছে। শেখ হাসিনার পতনের প্রায় অর্ধশতক বছর আগে সংঘটিত গণহত্যা থেকে উদ্ভূত চরমপন্থা বাংলাদেশের রাজনীতিতে শক্ত জায়গা করে নিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে জামায়াতের সমর্থক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক হামলা বেড়েছে। এসব হামলার সঙ্গে সম্পৃক্তদের অধিকাংশই তরুণ। বিপুল সংখ্যক কিশোরও রয়েছে এই দলে। দেশের তরুণ প্রজন্মকে ধর্মের আবেগে ভাসিয়ে জঙ্গি কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করছে মৌলবাদী দলগুলো। মৌলবাদী শক্তিগুলো দেশের নতুন প্রজন্মের মাঝে হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব বাড়িয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভারতবিরোধী করে তুলেছে। এর মাঝেই জামায়াতে, হেফাজত সহ তাদের সমমনা চরমপন্থী ইসলামি গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে জনসমক্ষে কর্মসূচি পালন করছে নিষিদ্ধ ঘোষিত আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন হিজবুত তাহরীর। তারা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সমাবেশ করলেও প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। তাদের সভাসমাবেশে প্রতিনিয়ত তথাকথিত ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা পুনর্ব্যক্ত হচ্ছে। একই সঙ্গে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান সহ অন্যান্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলোও জনগণকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দিচ্ছে উসকানিমূলক বক্তব্য। এসব ঘটনা উপমহাদেশের নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের।

অসংখ্য হিন্দু সহ আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মী ও প্রগতিপন্থীরা এরই মধ্যে তিব্বত ও মায়ানমার সীমান্তবর্তী ভারতের স্পর্শকাতর এলাকায় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, ইসলামি চরমপন্থীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও বিভক্তি তৈরি করেছে। মুসলমানদের একাংশকে 'প্রকৃত মুসলিম নয়' আখ্যা দিয়ে ইসলাম থেকে খারিজ করে দিচ্ছে এবং তাদের উপর আক্রমণ করছে। কাদিয়ানী, আহলে হাদিস, আহলে সুন্নাত, মাজারপন্থী, সুফি, পির-ফকির ইত্যাদি মতের অনুসারীদের অমুসলিম ঘোষণা দিয়ে তাদের ওপর হামলার ঘটনা এখন দৈনন্দিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশে কয়েক শত মাজার ও আখড়া ভেঙে দিয়েছে উগ্রবাদী গোষ্ঠী এবং তাদের সমর্থকরা। ধ্বংস প্রায় দেড় হাজার ভাস্কর্য, ম্যুরাল ও শিল্পকর্ম। ভাঙচুর করা সহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সংস্কৃতিচর্চা করা হয় এমন বিভিন্ন জেলার শিল্পকলা অ্যাকাডেমি, শিশু অ্যাকাডেমি, স্বাধীনতা জাদুঘর, সাংস্কৃতিক সংগঠন, সিনেমা হল ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাঠাগার। হোলি আর্টিজানে জঙ্গিবিরোধী অভিযানে নিহত পুলিশ সদস্যদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধ ভেঙে ফেলে ইসলামি চরমপন্থী গোষ্ঠীর পোস্টার টাঙানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ধর্মনিরপেক্ষ মনীষীদের নিয়ে অপপ্রচার বৃদ্ধি পেয়েছে, আক্রান্ত হয়েছে লালন আখড়া। বৃদ্ধি পেয়েছে মুক্তিযুদ্ধপন্থী প্রগতিশীল মানুষদের 'ইসলাম বিরোধী' আখ্যা দেওয়ার প্রবণতা। ভিন্নমতাবলম্বীদের 'নাস্তিক, মুরতাদ, কাফের, শাহবাগী, আওয়ামি লিগের দোসর, ফ্যাসিবাদের দোসর, আফসোস লিগ, ছাত্র লিগ, ভারতের দালাল, ইসলাম বিরোধী' ইত্যাদি ট্যাগ দিয়ে মব জাস্টিসের মুখোমুখি হয়রানি করা হচ্ছে। এমনকি জবাই করে হচ্ছে হত্যাও।

ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী অধ্যাপকদের পর্দা করার নির্দেশ দিয়ে চিঠি প্রচারিত। দেশের নানা প্রান্তরে নারীদের হিজাব ও বোরখা পরিধান বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা। পর্দা না করার অভিযোগে কক্সবাজারে নারীকে হেনস্তা করা হয়েছে, আক্রান্ত নারী পর্বতারোহীও। বন্ধ নারী ফুটবল দলের টুর্নামেন্ট সহ বিভিন্ন কনসার্ট। নারী স্বাধীনতা চরমভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। নারী বিদ্বেষীদের প্রকাশ্যে ফুলের মালা পরিয়ে ইসলামি বীর ঘোষণা করা হচ্ছে। খুন, ছিনতাই, ডাকাতি সহ অন্যান্য ঘটনার মতো নারী হেনস্তা, হোমোফোবিয়া ও ধর্ম পুলিশিং, ধর্ষণ এখনকার প্রাত্যহিক ঘটনা। বাংলাদেশের প্রতিদিনকার ঘটনা মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষদের ভাবিয়ে তুলছে, তারা সংকট উত্তরণে বৈশ্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করছে।

(লেখক বাংলাদেশের কবি ও সমাজচিন্তক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪১১৭

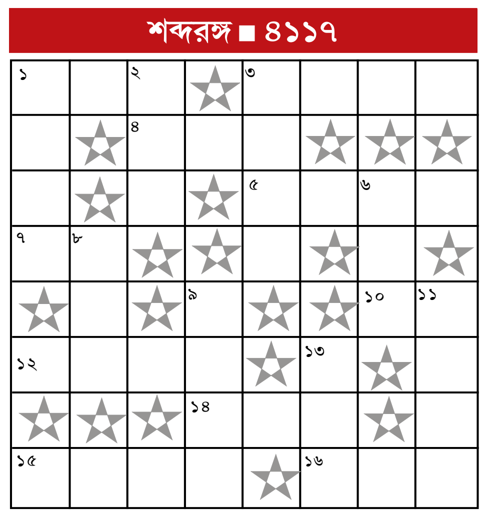

পাশাপাশি : ১। দই থেকে ঘোল তৈরির সরঞ্জাম ৩। না জানিয়ে গোপনে বা নিঃশব্দে ৪। পারদর্শী, নিপুণ ৫। যা চকচক করছে অথবা চকচকে আভাযুক্ত ৭। নদী বা সমুদ্রের ধার, উপকূল ১০। যে ফলের সঙ্গে চারু শিল্পের সম্পর্ক আছে ১২। সুরতাল সম্পর্কে যার ধারণা আছে ১৪। মহাভারতের কুন্তীর পুত্র ১৫। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ছেদ ১৬। আশির বেশি একশোর কম।

উপর-নীচ : ১। সবুজ রঙের মূল্যবান রত্ন ২। কাজের দফারফা ৩। কোনও বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক ৬। নৌকা নয়, জাহাজ চালক ৮। একটি সাদা রঙের ফুলের নাম ৯। জলচর পাখি ১১। উপযুক্ত যথাযথ বা মাপ অনুযায়ী ১৩। সূর্য যে গতিতে মহাকাশে ঘোরে।

সমাধান ■ ৪১১৬

পাশাপাশি : ২। পয়মাল ৫। বর্তুল ৬। হাড়হাভাতে ৮। জাল ৯। আম ১১। কুটকচাল ১৩। কদাপি ১৪। কলবিঙ্ক।

উপর-নীচ : ১। দেবসেনা ২। পল ৩। মাকড় ৪। সলতে ৬। হাল ৭। হারেম ৮। জারক ৯। আল ১০। পাদপিষ্ট ১১। কুচুটে ১২। চাতাল।

বিন্দুবিসর্গ

উর্দু লেখা মোছার আর্জি খারিজ

‘ধর্ম ভাষা নয়, সংস্কৃতির অংশ’

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : অনেকেই মনে করেন, উর্দু ভারতীয় ভাষা নয়। এই ভাষা বিদেশি মুসলিমদের। এই ভুল ধারণা ভেঙে দিল দেশের শীর্ষ আদালত।

মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলার পাতুর পৌর পরিষদ ভবনে উর্দু ভাষার সাইনবোর্ডে আপত্তি জানিয়ে এক আবেদন খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ‘ভাষা কোনও ধর্মের নয়। ভাষা একটি জনগোষ্ঠীর, একটি অঞ্চলের, মানুষের।’

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, উর্দু ব্যবহারে ‘মহারাষ্ট্র লোকাল অথরিটিজ (অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজেস) অ্যাক্ট, ২০২২’-এর কোনও লঙ্ঘন হয়নি। এই আইনে কোথাও উর্দু ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা নেই।

আদালত বলেছে, পৌর ভবনের সাইনবোর্ডে উর্দু যুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল কেবল ‘কার্যকর যোগাযোগ’। আর এই ধরনের ভাষাগত বৈচিত্র্যকে অবশ্যই সম্মান করা উচিত। বিচারপতিরা বলেন, ‘যদি ওই এলাকার মানুষ উর্দু ভাষা বোঝেন, তাহলে মারাঠির পাশাপাশি উর্দু লেখা নিয়ে কোনও আপত্তি থাকা উচিত নয়।’ আদালত আরও বলেছে, ‘উর্দু হল গঙ্গা-যমুনি তহজিব তথা হিন্দুস্তানি সংস্কৃতির সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন।’

পাতুর পৌর ভবনে উর্দু সাইনবোর্ড নিয়ে আপত্তি জানিয়ে বম্বে হাইকোর্টের রায়কে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এক প্রাক্তন কাউন্সিলার। সেই আবেদনের শুনানির পর রায়ে সুপ্রিম কোর্ট

বলেছে, ‘ভাষা কোনও ধর্ম নয়। ভাষা ধর্মের প্রতিনিধিত্বও করে না। ভাষা হল সংস্কৃতি। ভাষার মাধ্যমেই আমরা একটি জনগোষ্ঠী বা সমাজের সভ্যতার অগ্রগতি পরিমাপ করি।’

> **ভাষা কোনও ধর্মের নয়। ভাষা একটি জনগোষ্ঠীর, একটি অঞ্চলের, মানুষের। উর্দু হল এই উপমহাদেশের সংস্কৃতির এক মিলিত রূপ। এটি এক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ফসল। ভাষাশিক্ষার আগে মানুষের প্রথম প্রয়োজন ছিল যোগাযোগ—আজও তাই।**
>
> **বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রন**
> *সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি*

বিচারপতিরা বলেন, ‘উর্দু হল এই উপমহাদেশের সংস্কৃতির এক মিলিত রূপ। এটি এক ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের ফসল। ভাষাশিক্ষার আগে মানুষের প্রথম প্রয়োজন ছিল যোগাযোগ—আজও তা-ই।’

আদালত স্বীকার করেছে যে, উর্দুর মতো কিছু ভাষা আজও ভুল ধারণা ও বিদ্বেষের শিকার। আদালতের বার্তা : ‘আমাদের উচিত সেই ভুল ধারণা ও বিদ্বেষ মনোভাবকে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করানো এবং তাকে যাচাই করা যুক্তি ও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে। ভারত এক বৈচিত্র্যে ভরা দেশ—সেই বৈচিত্র্যই আমাদের শক্তি। উর্দু হোক বা অন্য যে কোনও ভাষা, আমাদের তা আপন করে নিতে হবে।’

উর্দু সম্পর্কে ভুল ধারণা ভেঙে দিয়ে আদালত আরও স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ‘মারাঠি ও হিন্দির মতো উর্দুও একটি ইন্দো-আর্য ভাষা। এদেশের মাটিতেই জন্ম উর্দু ভাষার। আরও পরিষ্কার করে বললে, উর্দু ভাষার জন্ম উত্তর ভারতের দিল্লি এলাকায়। অন্যান্য ভাষার মতোই এই ভাষার বিকাশের পিছনেও ছিল একে অপরের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ।’

রাজধানীতে ধর্নায় ‘যোগ্য’ শিক্ষকরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : ২০১৬’র স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগপত্র ছিল স্বপ্নের সিঁড়ি। আজ যা পরিণত হয়েছে দুঃস্বপ্নে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাতিল হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি। বাতিল প্যানেলে অযোগ্যদের পাশাপাশি বহু ‘যোগ্য’ প্রার্থীও রয়েছেন বলে চাকরিহারা শিক্ষকদের দাবি। প্রতিবাদে এবার রাজধানী দিল্লির যন্তরমন্তরে একদিনের ধর্নায় বসলেন ৬৭ জন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী।

ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেল থেকে রওনা দিয়ে বুধবার ভোরে দিল্লি পৌঁছোয় রাজ্যের চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রতিনিধিদল। দুপুর ১টা থেকে বিকেল ৫টা মাত্র চার ঘণ্টা। তার মধ্যেই দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও সাংসদদের কাছে নিজেদের যন্ত্রণার কাহিনী তুলে ধরার চেষ্টা করলেন তাঁরা।

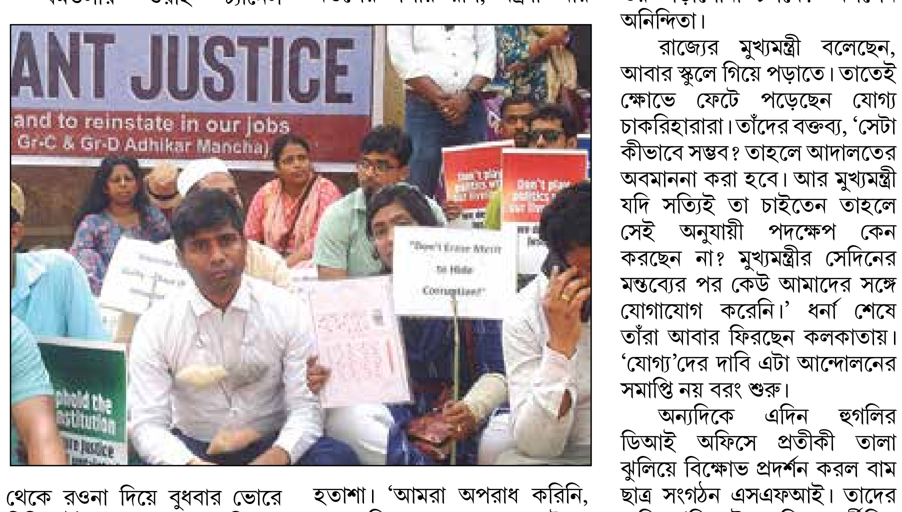

আন্দোলনকারীদের কথায়, ‘এই লড়াই কেবল নিজেদের চাকরির জন্য নয়, এটা সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর লড়াই।’ রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা।

হাতে ন্যায়বিচারের দাবির প্ল্যাকার্ড আর গলায় চাল, ডাল, ও কাঁকর মিশ্রিত চালের ছোটো প্রতীকী বস্তা ঝুলিয়ে রাজধানীর রাস্তায় আন্দোলনে নেমেছে রাজ্যের চাকরিহারাদের একাংশ। অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে চাকরি বণ্টন হয়েছে। কিন্তু সেই দোষীদের সঙ্গে সমান শাস্তি পেতে হচ্ছে তাঁদেরও।

চাকরিহারা শিক্ষক চিন্ময় মণ্ডলের গলায় রাগ, যন্ত্রণা আর হতাশা। ‘আমরা অপরাধ করিনি, তবু শাস্তি পেতে হচ্ছে। যারা টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছে, যারা নিয়মভঙ্গ করেছে, তাদের শাস্তি হোক, আমরা চাই। কিন্তু আমরা কেন ভোগ করব সেই অন্যায়ের খেসারত?’

দিল্লির পথে যাওয়ার সময় যেখানেই তাঁরা বিশ্রাম নিয়েছেন, সেখানেই বিলি করেছেন লিফলেট। এলাহাবাদ বাইপাস হোক বা উত্তরপ্রদেশের স্কুল। সর্বত্র তুলে ধরেছেন তাঁদের লড়াইয়ের কথা। আন্দোলনে শামিল হয়েছেন অনিন্দিতা চৌধুরী। কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা, সত্যনারায়ণ গার্লস হাই স্কুলের কেমিস্ট্রির শিক্ষিকা। শুধু তিনি নন, তাঁর স্বামীও চাকরি হারিয়েছেন।

নবদ্বীপের ভালুকা হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। ঘরে ছয় বছরের ছেলে। আজ তাঁরা দিশেহারা, সংসার চলবে কী করে, বুঝে উঠতে পারছেন না। ‘প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙে আতঙ্কে, কীভাবে খাবার জোগাব ছেলের জন্য? কীভাবে ওর পড়াশোনা চলবে?’ বললেন অনিন্দিতা।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আবার স্কুলে গিয়ে পড়াতে। তাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন যোগ্য চাকরিহারারা। তাঁদের বক্তব্য, ‘সেটা কীভাবে সম্ভব? তাহলে আদালতের অবমাননা করা হবে। আর মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যিই তা চাইতেন তাহলে সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ কেন করছেন না? মুখ্যমন্ত্রীর সেদিনের মন্তব্যের পর কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।’ ধর্না শেষে তাঁরা আবার ফিরছেন কলকাতায়। ‘যোগ্য’দের দাবি এটা আন্দোলনের সমাপ্তি নয় বরং শুরু।

অন্যদিকে এদিন হুগলির ডিআই অফিসে প্রতীকী তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। তাদের দাবি, ‘ডিআই অফিস দুর্নীতির আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। ডিআই এখানে এসে উত্তর দিন কেন যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি গিয়েছে। যতক্ষণ না যোগ্য চাকরিচ্যুতদের চাকরি ফেরানো হচ্ছে ততক্ষণ ডিআই অফিসে এই প্রতীকী তালা ঝুলবে।’

পাশে আছি...

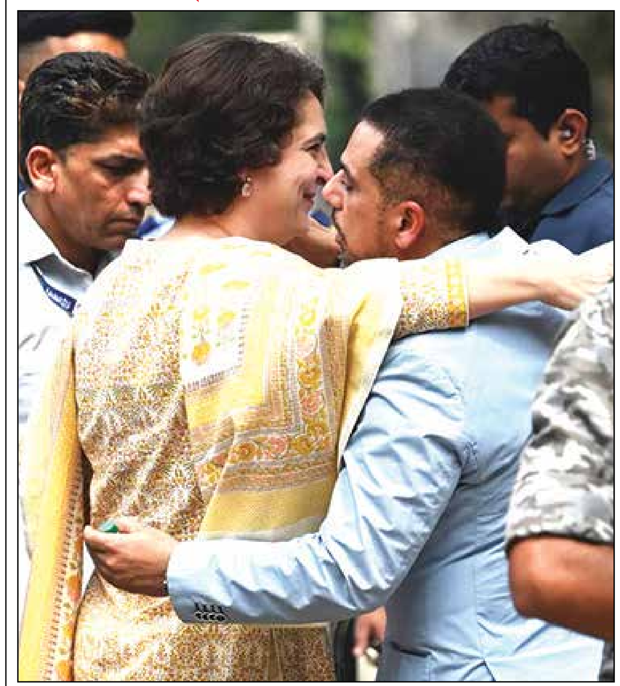

ইডির দপ্তরের সামনে রবার্ট ভদরা ও প্রিয়াংকা গান্ধি। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

হেরাল্ড রাজপথে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

বিজেপি-আরএসএসকে নিশানা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়ার ঘটনায় বুধবার মোদি সরকার এবং তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে রাজপথে নামল কংগ্রেস। বিভিন্ন রাজ্যে ইডি দপ্তরের বাইরে হাতশিবিরের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। দিল্লিতে বিক্ষোভরত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দেবেন্দর যাদব সহ দলের একাধিক নেতা-কর্মীকে পুলিশ আটক করে। ২৪, আকবর রোডে এআইসিসির পুরোনো সদর দপ্তরের বাইরে কর্মী-সমর্থকদের একাংশ অবস্থান বিক্ষোভ দেখান। অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি কলকাতাতেও বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা।

এদিন দেশজুড়ে কংগ্রেসের প্রতিবাদের মধ্যেই গুজরাটের মোডাসায় দলের এক সভায় রাহুল বলেন, ‘আমাদের দলের সূচনা হয়েছিল গুজরাট থেকে। যদি দেশে বিজেপি-আরএসএসকে হারাতে হয়, তাহলে তার রাস্তা গুজরাটের মধ্যে দিয়ে যায়। আমাদের দলও গুজরাট থেকে শুরু হয়েছিল। আমাদের সবথেকে বড় নেতা মহাত্মা গান্ধি, সর্দার প্যাটেল গুজরাটের ছিলেন।’ রাহুল এদিনও মনে করিয়ে দেন, বিজেপি-আরএসএসের সঙ্গে লড়াই শুধু রাজনৈতিক নয়, মতাদর্শগতও বটে। কংগ্রেসই যে এই দুটি শক্তিকে হারাতে পারে, সেটা গোটা দেশ জানে। যাঁরা কংগ্রেসে থেকে বিজেপির হয়ে কাজ করেন, তাঁদেরও বার্তা দেন রাহুল। তিনি বলেন, ‘যাঁরা কংগ্রেসে থেকে বিজেপির জন্য কাজ করেন, বিজেপির সঙ্গে মিলে রয়েছেন, এই নেতাদের শনাক্ত করে ভালোবেসে আলাদা করতে হবে, হিংসা-ঘৃণা দিয়ে নয়।’

মঙ্গলবার ইডি চার্জশিট জমা দেওয়ার পরই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি করার অভিযোগ তুলেছিলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। কংগ্রেসের দাবি, রাহুল গান্ধিকে হারাতে পারছেন না বলেই এই ১২ বছরের পুরোনো মামলায় চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। গুজরাট, বিহারের পাশাপাশি একাধিক রাজ্যে কংগ্রেস সক্রিয় হচ্ছে। তাই রাহুল গান্ধিকে ভয় দেখানো চলছে। এদিন রমেশ বলেন, ‘এটা প্রতিশোধ এবং উৎপীড়নের রাজনীতি। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অপরাধমূলক মানসিকতার কারণেই এই ধরনের রাজনীতি চলছে। কিন্তু এসব করে আমাদের চুপ করানো যাবে না।’ শচীন পাইলট বলেন, ‘সোনিয়া ও রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব থেকে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। এটা দেশের মানুষ বুঝতে পারছেন। কংগ্রেসের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক এবং আইনি লড়াই জারি রাখব।’

এদিকে সোনিয়া-রাহুলের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া নিয়ে হইচইয়ের মধ্যেই বুধবারও রবার্ট ভদরাকে জেরা করল ইডি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। মঙ্গলবারও ভদরাকে ৬ ঘণ্টা জেরা করে করে ইডি। বৃহস্পতিবারও তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এদিকে বিজেপি নেতা রবিশংকর প্রসাদ বলেন, ‘কে কী প্রতিবাদ দেখালেন তাতে ইডি ভয় পায় না। মোদি জমানায় আইন আইনের পথেই চলবে। দেশে কাউকে লুট করার লাইসেন্স দেওয়া হয়নি।’ অন্যদিকে সপা সভাপতি অখিলেশ যাদবের কটাক্ষ, ‘ইডি আইন তো কংগ্রেসের জমানাতেই তৈরি হয়েছিল। এখন তারা নিজেরাই এর মজা টের পাচ্ছে।’ ইডি-র মতো দপ্তর রেখে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই বলেও জানান তিনি।

জলের অপর নাম জীবন.... বুধবার আগ্রার তাজমহলের সামনে।

পরবর্তী প্রধান বিচারপতি গাভাই

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : আগামী ১৪ মে দেশের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেবেন ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই। বর্তমান প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ১৩ মে অবসর নেবেন। রীতি অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি পদে উত্তরসূরির নাম কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রককে পাঠাতে হয় বর্তমান প্রধান বিচারপতিকে। সেই প্রথা মেনে খান্না ইতিমধ্যেই গাভাইয়ের নাম প্রধান বিচারপতি পদে প্রস্তাব করেছেন।

গাভাই প্রায় ছয় মাস প্রধান বিচারপতি পদে থাকবেন। তাঁর অবসর নভেম্বরে। তিনি দ্বিতীয় দলিত বিচারপতি, যিনি ভারতের বিচারব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে বসতে চলেছেন। এর আগে ২০০৭ সালে বিচারপতি কেজি বালাকৃষ্ণন প্রথম দলিত হিসাবে ওই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর বাসিন্দা গাভাই ১৯৮৫ সালে আইন পেশায় যোগ দেন। ২০০৩ সালে

তিনি বম্বে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি ও ২০০৫ সালে স্থায়ী বিচারপতি হন। ২০১৯ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায়ে যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে ২০১৬ সালের নোটবন্দির সিদ্ধান্তকে বৈধ ঘোষণা এবং নির্বাচনি বন্ড প্রকল্পকে অসাংবিধানিক ঘোষণার মতো গুরুত্বপূর্ণ রায়।

হত ২ মাওবাদী

রায়পুর, ১৬ এপ্রিল : সমাজের মূল ধারায় ফিরতে নিষিদ্ধ মাওবাদীদের তরফে শান্তি আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে ছত্তিশগড় সরকারের বৈঠকের প্রস্তুতির মাঝেও দু’তরফের সংঘর্ষ চলছে। বুধবার মাওবাদীদের সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড (ডিআরজি) ও বস্তার ফাইটার ফোর্স-এর লড়াইয়ে মৃত্যু হল দুই মাওবাদীর।

রায়পুর থেকে ২৫০ কিলোমিটার দূরে কোন্দাগাঁও জেলার কিলম-বরগুম জঙ্গলে মাওবাদীদের সন্ধানে তল্লাশিতে নেমেছিল যৌথ বাহিনী। দু’পক্ষের তুমুল লড়াইয়ে শেষমেশ দুই মাওবাদী নিহত হয়। পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, নিহতদের একজন হল হালদার কাশ্যপ। সে মাওবাদীদের ডিভিশনাল কমিটির সদস্য। দ্বিতীয়জন রামে সোরি। সে পূর্ব বস্তারের এরিয়া কমিটির সদস্য। দু’জনেই কট্টরপন্থী মাওবাদী। নিহতদের মাথার দাম সমষ্টিগতভাবে ১৩ লক্ষ টাকা। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি একে ৪৭, বেশ কিছু বিস্ফোরক ও কিছু অস্ত্র।

‘১০০ একরে সবুজ ফেরান’

নয়াদিল্লি ও হায়দরাবাদ ১৬ এপ্রিল : শুধু পরিবেশের জন্যই নয়, প্রাণীদের পক্ষে ব্যাট ধরলেন সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি বিআর গাভাই ও এজি মসিহ।

কাঞ্চা গাচিবাউলিতে একটি তথ্যপ্রযুক্তি পার্ক গড়ার জন্য হায়দরাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস সংলগ্ন অঞ্চলে ৪০০ একর বনাঞ্চলের ১০০ একর জমিতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে। তাতে বিপন্ন বহু পশুপাখি। নির্বিচারে গাছকাটা নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। সেই মামলাতে তেলেঙ্গানা সরকারকে তিরস্কার করে বিচারপতি বিআর গাভাই ও এজি মসিহর বেঞ্চ উন্নয়নের চেয়ে সবুজ রক্ষায় জোর দিয়েছে।

দুই বিচারপতি বলেছেন, ‘১০০ একর জমি পুনরুদ্ধার করুন। কিছু নির্মাণ করতে চাইলে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে হবে।’ ওই জমিতে বিস্তৃত বন ছিল। তা উজাড় হয়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন বিচারপতিদের বক্তব্য, এর ফলে প্রাণীদের আবাসস্থল বিঘ্নিত হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের ধমক তেলেঙ্গানাকে

ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, তৃণভোজী প্রাণীরা আশ্রয়ের জন্য ছুটছে। তেলেঙ্গানা সরকারের বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেনকে প্রাণীদের সুরক্ষার জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁরা। রাজ্য সরকারকেও সতর্ক করা হয়েছে। যে বনভূমি উজাড় করা হয়েছে তা পুনরুদ্ধারের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা উপস্থাপন করা না হলে মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে ঊর্ধ্বতন কর্তাদের জেল জরিমানা করার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি গাভাই উষ্মা প্রকাশ করে রাজ্য সরকারকে বলেছেন, ‘মুখ্যসচিবকে বাঁচাতে চাইলে কীভাবে ওই ১০০ একর জমি পুনরুদ্ধার করবেন, তার পরিকল্পনা করুন।’

চলন্ত ট্রেনেও এবার এটিএম

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল : যাত্রীদের সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বারেবারেই বলে ভারতীয় রেলমন্ত্রক। এবার যাত্রীদের কথা ভেবে চলন্ত ট্রেনে আস্ত এটিএমও বসিয়ে দিল তারা। পরীক্ষামূলকভাবে এটিএম বসেছে মুম্বই থেকে মানমাড়গামী পঞ্চবটী এক্সপ্রেসে। এটিই দেশের প্রথম ট্রেন যেখানে বসানো হল চলন্ত এটিএম! ভারতীয় রেলের ‘ইনভেটিভ অ্যান্ড নন-ফেয়ার রেভেনিউ আইডিয়াজ স্কিম’ (ইনফ্রিস) প্রকল্পের অধীনে চালু হয়েছে এই অভিনব পরিষেবা।

রেলমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, ভূসাওয়াল ডিভিশনের সঙ্গে ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের যৌথ উদ্যোগে এই এটিএমটি পঞ্চবটী এক্সপ্রেসে বসানো হয়েছে। মহড়ার সময় প্রায় পুরো যাত্রাপথেই এটিএমটি নিখুঁতভাবে কাজ করেছে। তবে ইগাতপুরি থেকে কসারা পর্যন্ত কিছু সুড়ঙ্গে ট্রেন ঢোকার পর কিছু গোলমাল হয়েছিল। যা-ই হোক, সেটুকু বাদ দিলে পরীক্ষামূলক যাত্রায় উতরে গিয়েছে পঞ্চবটী এক্সপ্রেস। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার ইতি পান্ডে জানিয়েছেন, ‘মানুষ এখন রেলযাত্রার মধ্যেই নগদ টাকা হাতে পেয়ে যাবেন। সঙ্গে অনেক টাকা নিয়ে তাঁদের ঘুরতে হবে না। শুধু তা-ই নয়, এই এটিএম থেকে চেকবই অর্ডার

করা, অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট নেওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে।’ তিনি বলেন, যদিও এটি একটি এসি কামরায় বসানো হয়েছে, তবে যেহেতু ২২টি কামরা পরস্পর সংযুক্ত, তাই যে কেউ ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়া এই সুবিধা আপাতত মিলবে মুম্বই-হিঙ্গোলি জনশতাব্দী এক্সপ্রেসেও।

ট্রাম্প প্রশাসন তিরস্কৃত

নিউ ইয়র্ক, ১৬ এপ্রিল : পড়াশোনা শেষ হওয়ার আগে এক ভারতীয় শিক্ষার্থীর ভিসা মার্কিন সরকার বাতিল করে দেওয়ায় ট্রাম্প প্রশাসনকে তিরস্কার করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক ফেডারেল আদালতের বিচারক। ২১ বছরের পড়ুয়ার স্বদেশে চলে যাওয়া বিরত রাখতে স্থগিতাদেশ দিয়েছেন বিচারক।

কৃষলাল ইসেরদাসানি নামে ওই ছাত্র উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করছেন। তাঁর বিষয় কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং। মে মাসের গোড়ার দিকে তিনি স্নাতক হবেন। ছাত্র ভিসা এফ-১ ভিসা তাঁর থাকলেও মার্কিন সরকার বাতিল করেছে। ফলে ডিগ্রি পাওয়ার আগেই তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়। কৃষের অভিযোগ, স্টুডেন্টস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর প্রোগ্রাম-এর ডেটাবেস থেকে তাঁর সমস্ত তথ্য উড়িয়ে দিয়েছে ট্রাম্প সরকারের প্রশাসন। এই ঘটনার মামলা ওঠে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওই ভারতীয় ছাত্রের অপসারণে আদালত মার্কিন সরকারের ভর্ৎসনা করে স্থগিতাদেশ দিয়েছে।

পাককে কড়া বার্তা ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা চলছে। এদিকে ওয়াকফ নিয়ে পাকিস্তানের বক্তব্যকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করল কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক। একইসঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর অধিকার নেই বলেও কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে পাকিস্তানকে।

সম্প্রতি পাকিস্তান বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বলেছিলেন, ‘এই আইন ভারতীয় মুসলিমদের আরও পিছনে ফেলে দেবে। এই আইনের মাধ্যমে তাঁদের মসজিদ, মাজার সহ সমস্ত সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলছে।’

বুধবার কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, ‘পাকিস্তানের বক্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করছে ভারত। এই দেশের

ওয়াকফ

অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্য করার কোনও অধিকার নেই পাকিস্তনের।’ তাঁর আরও সংযোজন, ‘তাঁদের উচিত অন্যদের দিকে নজর না দিয়ে নিজেদের দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা করা।’

দেড়ঘণ্টায় ৪ ভূমিকম্প

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : দিনকয়েক আগে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছে মায়ানমার। তারপরেও এশিয়ার দেশগুলিতে একের পর এক কম্পন অনুভূত হচ্ছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে মাত্র দেড়ঘণ্টার মধ্যে ৪ বার ভূমিকম্প হয়েছে। স্বল্প ও মধ্যম মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়েছে ভারত, চিন ও আফগানিস্তানে। তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতির কথা জানা যায়নি। জারি হয়নি সুনামি সতর্কতাও।

ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস)-র রিপোর্ট অনুযায়ী এদিন ভোর ৩টে ৫০ মিনিটে কেঁপে ওঠে তিব্বত। ৪.২ মাত্রার ভূমিকম্পটির উৎস মাটি থেকে ২৬ কিলোমিটার গভীরে। এরপর ৪টে ৪০-এ আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতে ৫.৯ মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়। বাঘনালের ১৬৪ কিলোমিটার পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎস। আফগানিস্তানে হওয়া ভূমিকম্পের প্রভাবে ভারতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে। কেঁপেছে দিল্লি সহ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ। ভোররাতে ভূমিকম্প হলেও আতঙ্কিত মানুষজন রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। ভোর ৫টা ৭-এ কেঁপে ওঠে বাংলাদেশ। কম্পনের মাত্রা ছিল ২.৯। চতুর্থ কম্পনটি হয় সকাল ৭টা ১২ মিনিটে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ভারত মহাসাগরের গভীরে। কম্পনের মাত্রা ৬.৬।

ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল থেকে ২,০৬৯ কিমি দূরে সমুদ্রতলের ১০ কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎপত্তি ঘটেছে। এত কম সময়ের মধ্যে স্থল ও জলভাগে পরপর ভূমিকম্প ভূ-বিজ্ঞানিদের চিন্তা বাড়িয়েছে।

চিনা পণ্যে মার্কিন শুল্ক বেড়ে ২৪৫%

সংকটে ভারতীয় ‘বন্ধু’দের ভিসা বেজিংয়ের

ওয়াশিংটন ও বেজিং, ১৬ এপ্রিল : চিনের সঙ্গে শুল্ক-যুদ্ধকে বেনজির পর্যায়ে নিয়ে গেল আমেরিকা। বুধবার মার্কিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানানো হয়েছে, চিনা পণ্যের ওপর শুল্কের হার ২৪৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে ট্রাম্প সরকার। ‘আমেরিকা প্রথম’ নীতি মেনে চিনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

এর আগে চিনা পণ্যের ওপর ১৪৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প। চিনও মার্কিন পণ্যের ওপর ১২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে। শুল্কের হার আর না বাড়ানোর কথা জানিয়েছে তারা। তবে শুল্ক বৃদ্ধিতে রাশ টানার কোনও ইঙ্গিত দিচ্ছে না আমেরিকা। হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা একটি তথ্যপত্রের উল্লেখ করে সেদেশের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, চিনের সব পণ্যের ওপরেই ২৪৫ শতাংশ হারে শুল্ক বসানো হয়নি। গুরুত্ব ও চাহিদার ভিত্তিতে চিনা পণ্যের শ্রেণি বিভাগ করে কয়েকটিকে শুল্কের সর্বোচ্চ হারের আওতায় আনা হয়েছে। শুল্কের হার বাড়ানো নিয়ে মন্তব্য না করলেও এদিন চিনের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ এনেছে আমেরিকা।

হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘কয়েক মাস আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্যালিয়াম, জার্মেনিয়াম, অ্যান্টিমনি এবং বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ প্রযুক্তির উপকরণ রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে চিন। চলতি সপ্তাহে তারা ছয়টি বিরল ধাতুর রপ্তানিও বন্ধ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে বন্ধ রেখেছে গাড়ি নির্মাণ, মহাকাশ গবেষণা, সেমিকন্ডাক্টর

এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কাঁচামালের জোগান।’

এদিকে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধে পিছু না হটার কথা জানিয়েছে চিন। আমেরিকার শুল্ক প্রাচীর ভাঙতে বিশ্বের বড় অর্থনীতিগুলিকে একজোট করার চেষ্টা করছে শি জিনপিংয়ের সরকার। ইতিমধ্যে কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এ ব্যাপারে চিনা কর্তাদের আলোচনা হয়েছে। আমেরিকার বিরুদ্ধে বাণিজ্য যুদ্ধে ভারতকে পাশে পেতে মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছে চিন। প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং থেকে শুরু করে সেদেশের একাধিক মন্ত্রী ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এবার একধাপ এগিয়ে ভারতীয়দের জন্য ভিসা নীতি শিথিল করার ইঙ্গিত দিল চিন।

বুধবার ভারতে চিনের রাষ্ট্রদূত জু ফেইহং জানান, চলতি বছর ৮৫ হাজারের বেশি ভারতীয়কে চিনের ভিসা দিয়েছে তাঁদের দিল্লি দূতাবাস। ভারতীয়দের ‘খোলামেলা’, ‘নিরাপদ’ ও ‘বন্ধুত্বপূর্ণ’ চিনে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জু। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘চলতি বছর ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ভারতের চিনা দূতাবাস ৮৫ হাজারের বেশি ভারতীয়ের ভিসা মঞ্জুর করেছে। খোলামেলা, নিরাপদ ও বন্ধুত্বপূর্ণ চিনে আমরা আরও বেশি ভারতীয়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।’ আমেরিকার সঙ্গে সাম্প্রতিক বাণিজ্য যুদ্ধের সময় চিনের এই ভারত প্রীতি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে

ক্রোমোজোম, ডিএনএ ও জিনের খুঁটিনাটি

মৌমিতা বিশ্বাস, *শিক্ষক*
শিলিগুড়ি জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠ

মাধ্যমিক
জীবন বিজ্ঞান

❑ ক্রোমোজোম কীভাবে গঠিত হয়?

কোষের নিউক্লিয়াসস্থিত ক্রোমোটিন সূত্র, যা প্রকৃতপক্ষে DNA, যা চার প্রকার হিস্টোন প্রোটিন প্রতিটি ২ অনু একত্রিত হয়ে হিস্টোন অক্টামার গঠন করে, যা কুণ্ডলীকৃত হয়ে প্রথমে নিউক্লিওজোম তারপর আরও পেঁচিয়ে ক্রোমাটিড ও পরে ক্রোমোজোম গঠন করে।

❑ ক্রোমোজোম, DNA ও জিনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে জালকের মতো গঠন একে অপরকে পেঁচিয়ে থাকে যা ক্রোমোটিন সূত্র। ক্রোমোটিন সূত্রগুলি যখন কোষ বিভাজন হয় না, তখন আংশিক উন্মুক্ত অবস্থায় থাক। কোষ বিভাজনের সময় দৃঢ়ভাবে পাকিয়ে লুপ তৈরি করে। তখন কুণ্ডলী গঠন করে। এইগুলোকে বলে ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমের যে অংশে DNA থাকে তার নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষের সংকেত বহন করে। এই DNA-র এক একটি অংশ হল জিন যা জীবের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বহন করে।

❑ লোকাস কী?

একটি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট জিন অবস্থান করে, এই অবস্থান বিন্দুকে লোকাস বলে।

❑ হ্যাপ্লয়েড কোষ কী?

যে কোষে প্রজাতি নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম প্রতিটি একটি করে থাকে, তাকে হ্যাপ্লয়েড কোষ বলে।

যেমন- যৌন জননকারী প্রাণীদের জননকোষ হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোজোম যুক্ত।

❑ ডিপ্লয়েড কোষ কী?

যে সমস্ত জীবকোষে বিভিন্ন রকমের ক্রোমোজোম, আবার জোড়ায় অবস্থান করে। তাকে ডিপ্লয়েড কোষ বলে। যেমন- কোনও জীবের দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক (2n)

❑ জিনোম কী ?

হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনের সমষ্টিকে জিনোম বলে। মানুষের দেহকোষে দুটি হ্যাপ্লয়েড সেট থাকায় একে

> কোষে উপস্থিত বংশগত বস্তু DNA কোষ থেকে কোষে প্রবহমান হয়, জীবের অস্তিত্ব রক্ষা ও জীবের বৈশিষ্ট্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য একেই জীবন প্রবাহ বলে।

ডিপ্লয়েড সেট বলে। (diplod set-2n)

❑ প্রোক্যারিওটিক কোষের DNA যুক্ত গঠনকে কী বলে?

প্রোক্যারিওটিক কোষের DNA যুক্ত গঠনকে নিউক্লিওয়েড বলে।

❑ 44xy অথবা 44xx বলতে কী বোঝো?

মানবদেহে মোট 46টি ক্রোমোজোম থাকে। 44xy বলতে বোঝায় 44টি অটোজোম এবং xy দুটি যৌন ক্রোমোজোম যা পুরুষের দেহে পাওয়া যায়। আর 44xx হল মহিলার দেহে 44 অটোজোম এবং xx দুটি যৌন ক্রোমোজোম।

উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি
নতুন সিলেবাসে প্রস্তুতি

সিমেস্টার পদ্ধতিতে কীভাবে পরীক্ষা হয় তা শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়ে ইতিমধ্যেই জেনেছ। একাদশে তোমরা সবাই নিজের স্কুলেই পরীক্ষা দিয়েছ। দ্বাদশ শ্রেণিতে WBCHSE-এর তৈরি করা প্রশ্নে তোমাদের বাইরের স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তাই এখন থেকেই তোমাদের পড়াশোনার সঙ্গে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে।

প্রবীর মিত্র, *প্রধান শিক্ষক*
পাতলাখাওয়া উচ্চবিদ্যালয়
কোচবিহার

সিমেস্টার পদ্ধতিতে কীভাবে পরীক্ষা হয় তা শিক্ষার্থীরা একাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দিয়ে ইতিমধ্যেই জেনেছ। একাদশে তোমরা সবাই নিজের স্কুলেই পরীক্ষা দিয়েছ। দ্বাদশ শ্রেণিতে WBCHSE-এর তৈরি করা প্রশ্নে তোমাদের বাইরের স্কুলে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তাই এখন থেকেই তোমাদের পড়াশোনার সঙ্গে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। পরীক্ষার সময় যেসব নিয়মকানুন এবং নির্দেশাবলি শিক্ষা দপ্তর নোটিফিকেশনের মাধ্যমে দেবে সেটা তখন তোমাদের বলব। আজ ইংরেজি বিষয়ে তৃতীয় সিমেস্টারের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করছি।

MCQ প্রশ্নপত্র OMR উত্তরপত্রে পূরণ করা যেহেতু আবশ্যিক তাই তোমাদের অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। প্রদত্ত বিকল্প উত্তরগুলোর জন্য যে বৃত্তগুলি দেওয়া থাকে সঠিক উত্তর লেখার জন্য তার একটিমাত্র বৃত্ত নীল অথবা কালো কলম দিয়ে তোমাদের স্পষ্টভাবে ভরাট করতে হবে। কলমের কালি বৃত্তের বাইরে যেন না যায়। একবার উত্তরের জন্য একটি বৃত্ত ভরাট হয়ে গেলে আর কোনওরকম পরিবর্তন অর্থাৎ কাটাকাটি মোছা, ওভাররাইটিং করা যাবে না।

OMR উত্তরপত্রটি সব বিষয়ে সকলের জন্যই সাধারণ। প্রশ্নপত্রের 1 নম্বর প্রশ্ন থেকে শেষ প্রশ্ন পর্যন্ত সিরিয়াল নম্বর দেখে OMR Sheet-এ বৃত্ত পূরণ করতে হবে।

কোনও বিষয়ে rough work করার দরকার হলে Question Booklet-এ দেওয়া নির্দিষ্ট জায়গায় করতে হবে। পরীক্ষা শেষ হলে OMR উত্তরপত্র ইনভিজিলেটরের কাছে জমা করে প্রশ্নপত্র সঙ্গে নিয়ে আসতে পারবে।

এবারে WBCHSE-এর New syllabus তথা Latest Modified Syllabus অনুযায়ী English বিষয়ের কথা বলছি।

MCQ মানে সহজেই উত্তর করে আসব এই ভাবনা মনের ভেতরে থাকলে তা ভুলে যাও। কারণ সব MCQ একরকমের হলে চিন্তা ছিল না। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের MCQ থাকে পরীক্ষায়। WBCHSE যা Syllabus দিয়েছে তাতে বলা আছে 1) MCQ Zone - Basic and Simple MCQ, Fill in the blanks. 2) HOTS - Case based MCQ, Conceptual MCQ, True and False, Assertion - Reasoning, Statement - Reason, Relationship between statements,

Rearrangement of Sentences / Events, Column Matching and Diagram / Chart MCQs.

তৃতীয় সিমেস্টারের নম্বর বণ্টন এমনটা থাকবে। Prose - 10, Verse - 10, Drama - 05, Textual Grammar - 05, Reading Comprehension - 10

এই Marks গুলোকে আবার Unit এবং Text Topic অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া থাকবে।

Unit - 1 Prose (গদ্য)

1) 'The Night Train at Deoli' - Ruskin Bond Marks : 04

2) 'Strong Roots' - APJ Abdul Kalam Marks : 03

3) 'The Bet' - Anton Chekhov Marks : 03

Unit - 2 Verse (কবিতা)

1) 'Our Casuarina Tree' - Toru Dutt Marks : 05

2) 'Ulysses' - Alfred Lord Tennyson Marks : 05

> MCQ প্রশ্নপত্র OMR উত্তরপত্রে পূরণ করা যেহেতু আবশ্যিক তাই তোমাদের অনেক বেশি সতর্ক থাকতে হবে। কলমের কালি বৃত্তের বাইরে যেন না যায়।

Unit - 3 Drama (নাটক)

'Riders to the Sea' - J. M. Synge Marks - 05

Unit - 4 Textual Grammar (ব্যাকরণ) from Unit 1& Unit 2, Marks : 05, যাতে থাকবে Synthesis and Splitting of sentences ; Change of Narration ; Correction of errors

Unit - 5 Reading Comprehension (unseen)

Marks - 05 # Questions based on understanding and inference of the Unseen Passage (Text বোধগম্যতা এবং ধারণা তৈরি বা অনুমান করা)

Marks - 05 # Questions based on Grammar and Vocabulary items. সব মিলে Total Marks থাকছে 40 (চল্লিশ)।

শেষে বলব তোমরা পাঠ্যবই খুব মনোযোগ সহকারে পড়বে। যেহেতু MCQ পদ্ধতি তাই টেক্সটগুলোর নাম, লেখকের নাম মনে রাখতেই হবে। তারপর প্রতিটি কঠিন শব্দের অর্থ বাংলা ভাষায় জানতে হবে এবং nearest meaning পড়ে মনে রাখতে হবে। যখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় পড়াবেন তখন খুব মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং তাঁর বলা গুরুত্বপূর্ণ সবকিছু খাতায় লিখে নেবে। তারপর বাড়িতে এসে সময় ধরে কয়েকবার পড়বে এবং কঠিন বিষয়গুলি না দেখে লিখবে।

Textual Grammar তো বিদ্যালয়ে শেখাবেনই শিক্ষক, শিক্ষিকারা। তারপরও নতুন সিলেবাস অনুযায়ী কোনও মডেল কোয়েসচন ব্যাংক সংগ্রহ করে সেখান থেকে চর্চা করবে এবং বিষয় শিক্ষকদের দেখিয়ে নেবে। সেইসঙ্গে Unseen Passage-এর 10 নম্বর পাওয়ার জন্যও ওই কোয়েসচন ব্যাংক থেকে ধারাবাহিকভাবে চর্চা করে যাবে। তাহলে পরীক্ষা ভালো হবেই এই বিশ্বাস তোমাদের মনে জন্মাবে। সকলের জন্য শুভকামনা রইল।

দ্বাদশ শ্রেণির পর বিষয় নির্বাচন

দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়ার পর একজন শিক্ষার্থীর সামনে ভবিষ্যতের অনেক দরজা খুলে যায়। এই সময়ে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি হল- শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষায় মনোযোগ দেওয়া উচিত, নাকি এর সঙ্গে দক্ষতা বিকাশের উপরও জোর দেওয়া উচিত? এই দুটি বিকল্পের নিজস্ব গুরুত্ব এবং সুবিধা রয়েছে এবং কোনটি শিক্ষার্থীর জন্য সঠিক তা নির্ভর করে তার আগ্রহ, লক্ষ্য এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষার উপর।

সব্যসাচী বোস
সহকারী অধ্যাপক
আনন্দচন্দ্র কলেজ অফ কমার্স
জলপাইগুড়ি

শুধুমাত্র প্রথাগত শিক্ষাকে বেছে নেওয়া মানে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরের পড়াশোনার দিকে অগ্রসর হওয়া। এর প্রধান সুবিধা হল একটি বিশেষ বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করা যায়। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য বা অর্থনীতির মতো বিষয়গুলিতে তাত্ত্বিক জ্ঞান ভবিষ্যতের গবেষণা, অধ্যাপনা বা বিশেষায়িত পেশায় সুযোগ তৈরি করতে পারে। একটি শক্তিশালী অ্যাকাডেমিক ভিত্তি শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটায় এবং জ্ঞানার্জনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে।

তবে, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক কর্মজীবনে শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন করাই যথেষ্ট নয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, স্নাতক হওয়ার পরেও চাকরির বাজারে প্রবেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে যদি না শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট কিছু ব্যবহারিক দক্ষতা থাকে। এইখানেই দক্ষতা বিকাশের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

দ্বাদশ শ্রেণির পর দক্ষতা বিকাশের উপর মনোযোগ দেওয়া মানে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বা কারিগরি কোর্সে অংশগ্রহণ করা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট কিছু পেশার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারে। যেমন- কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, গ্রাফিকস ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, জিএসটি এবং আয়কর রিটার্ন ফাইলিং, বা হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করা যেতে পারে। এই ধরনের দক্ষতা শিক্ষার্থীদের দ্রুত কর্মসংস্থান পেতে সাহায্য করে এবং তাদের আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করে।

তবে, শুধুমাত্র দক্ষতা বিকাশের উপর জোর দেওয়াও কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা তৈরি করতে পারে। হয়তো একজন শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট পেশায় দক্ষ হয়ে উঠবে, কিন্তু তার জ্ঞানের পরিধি সীমিত থাকতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির পরিবর্তন এবং কর্মক্ষেত্রের নতুন চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া তার জন্য কঠিন হতে পারে।

অতএব, সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হল শিক্ষা এবং দক্ষতা বিকাশের একটি সমন্বয় ঘটানো। দ্বাদশ শ্রেণির পর প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি যদি শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে, তবে তা তাদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করবে। উদাহরণস্বরূপ, একজন বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র যদি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বা ডেটা অ্যানালাইসিসের দক্ষতা অর্জন করে, তবে তার কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক বেড়ে যায়। একইভাবে, কলা বিভাগের ছাত্ররা যদি ডিজিটাল মার্কেটিং বা কনটেন্ট রাইটিং-এর মতো দক্ষতা অর্জন করে, তবে তারা বিভিন্ন নতুন পেশায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও এই ধারণার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। স্নাতক স্তরের কোর্সের পাশাপাশি বিভিন্ন শর্ট-টার্ম স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স বা সার্টিফিকেট প্রোগ্রামের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের উচিত তাদের আগ্রহ এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে এই ধরনের কোর্সগুলি বেছে নেওয়া।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বাদশ শ্রেণির পর শুধুমাত্র শিক্ষা অথবা শুধুমাত্র দক্ষতা বিকাশ- কোনওটিই এককভাবে যথেষ্ট নয়। শিক্ষা আমাদের জ্ঞান এবং চিন্তাভাবনার দিগন্ত প্রসারিত করে, আর দক্ষতা আমাদের সেই জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার ক্ষমতা দেয়। তাই, একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষার্থীদের উচিত শিক্ষা এবং দক্ষতা বিকাশের একটি ভারসাম্যপূর্ণ পথ বেছে নেওয়া।

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

দেশ এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যা তোমাকে যন্ত্রণা বা পীড়া দেয়? সমস্যার সমাধানে নতুন ভাবনা এলেও প্রকাশের উপযুক্ত মঞ্চ না থাকায় সেগুলি হারিয়ে যায়? তোমার প্রিয় গ্রাম বা শহরের পরিবেশ ও অন্যান্য সমস্যা তোমাকে দগ্ধ করছে? তোমাদের যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল ভাবনা আমাদের লিখে পাঠাও। বিষয় আমরা জানাব। লেখা মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে পড়াশোনা বিভাগে।

আজকের বিষয়

বিশ্ব উষ্ণায়নের গ্রাসে প্রশ্ন চিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আগামী প্রজন্মের অস্তিত্ব। রক্ষা পাওয়ার একটি অন্যতম উপায় বৃক্ষরোপণ। তোমার এলাকায় আগামী দিনে তুমি কীভাবে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করতে চাও লিখে জানাও।

লেখা পাঠাও হোয়াটসঅ্যাপে, বাংলা টাইপ করে। ৮১১৬৪১৭৫৬৫ নম্বরে।

৫ মে, ২০২৫ তারিখের মধ্যে।

অনধিক ২৫০ শব্দের মধ্যে লিখবে।

সঙ্গে নাম, কলেজ/ইউনিভার্সিটির নাম, ঠিকানা অবশ্যই লিখবে এবং তোমার ফোটো পাঠাবে।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আমার শহর

ছোট্ট তারা

দক্ষিণ শান্তিনগর প্রাইমারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া তমালিকা দে সরকার। ছোট থেকেই ছবি আঁকতে ভালোবাসে তমালিকা।

শহরে বেড়েছে চোরের উৎপাত। বাড়ি, স্কুল - কোনও কিছুই বাদ যাচ্ছে না। ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভক্তিনগরে গৃহস্থকে অজ্ঞান করে টাকা, গয়না চুরির অভিযোগ উঠেছে। আবার শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া জিএসএফপি বিদ্যালয়ে বিদ্যুতের তার চুরি গিয়েছে। দুটি ঘটনারই তদন্ত শুরু হয়েছে।

আলমারি ভেঙে গয়না লুট

ঘুমিয়ে বেহুঁশ পরিবার

হয়তো এমন কিছু স্প্রে করা হয়েছিল, যাতে আমাদের কয়েক ঘণ্টার জন্য অচেতন করে দেওয়া যায়। না হলে ঘরে লুটপাট চলল, আর আমরা বুঝতে পারব না তা হয় নাকি।

– অসিত মালাকার

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : রাতে খাবার খেয়ে শুয়ে পড়েন পরিবারের সবাই। সকালে ঘুম ভাঙতেই মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ল গোটা পরিবারের। নগদ টাকা, মোবাইল, গয়না সব উধাও। পরিবারের দাবি, ঘরে ঢুকে আলমারি ভেঙে সমস্তকিছু লুট করেছে দুষ্কৃতীরা। প্রশ্ন ওঠে, বিন্দুমাত্র টের পেলেন না পরিবারের কেউ? এক মুহূর্তের জন্যও কারও ঘুম ভাঙল না? হতবাক পরিবারও। তাদের মতে, হয়তো কিছু স্প্রে করে অজ্ঞান করা হয়েছিল সকলকে।

ঘটনাটি ঘটেছে ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের ভক্তিনগরে দেশপ্রিয় সরণিতে থাকা অসিত মালাকারের বাড়িতে। বুধবার সকালে ঘুম ভাঙতেই বিষয়টি নজরে আসে অসিতের। তাঁর কথায়, 'হয়তো এমন কিছু স্প্রে করা হয়েছিল, যাতে আমাদের কয়েক ঘণ্টার জন্য অচেতন করে দেওয়া যায়। না হলে ঘরে লুটপাট চলল, আর আমরা বুঝতে পারব না তা হয় নাকি।'

এদিনই এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন অসিত। তিনি জানান, গরম পড়েছে বলে ঘরের জানলা খোলা ছিল। দেওয়াল টপকে বাড়ির ভেতরে ঢুকে জানলা দিয়ে শিক ঢুকিয়ে গ্যারাজের দরজা খোলা হয়। গ্যারাজের ভেতর দিয়ে ঘরে ঢোকার রাস্তা রয়েছে। দুষ্কৃতকারী সেইদিক দিয়েই এসেছে বলে মনে করছেন অসিত। ঘটনার খবর পেয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার বিমানচন্দ্র তপাদার, পুলিশ ওই বাড়িতে পৌঁছান।

পাশের বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, রাত ১টার পর ওই বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে কয়েকজন জটলা করেছিল। ১.৩০টা নাগাদ একজনকে অসিতের বাড়ির দিকে হেঁটে আসতে দেখা যায়। পরে বাকিরা বাড়ির পেছনের দিকে সরে যায়। যদিও এরপরে আর কিছু ধরা পড়েনি সিসিটিভিতে। পুলিশ ফুটেজ দেখে তদন্ত শুরু করেছে।

ভক্তিনগরে দেশপ্রিয় সরণিতে অসিত মালাকারের বাড়িতে চুরি।

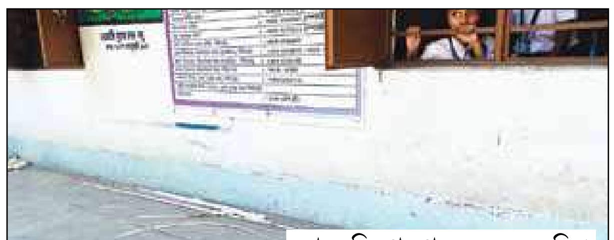

তার চুরির পর পড়ে রয়েছে কেসিং।

তার চুরিতে লাটে পঠনপাঠন

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : স্কুল থেকে চুরি গেল বিদ্যুতের তার। যার জেরে ঘুরছে না পাখা। জ্বলছে না আলো। এমন পরিস্থিতিতে বন্ধ থাকল পঠনপাঠন। ঘটনাটি শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া জিএসএফপি বিদ্যালয়ের। শনিবার পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। সেদিনের পর রবি, সোম এবং মঙ্গলবার বন্ধ ছিল স্কুল। বুধবার সকালে স্কুল খুলতেই দেখা যায়, বিদ্যুতের তামার তার চুরি গিয়েছে। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসেছেন। কাউন্সিলার মিলি সিনহাও আসেন স্কুলে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। চুরির ঘটনাটি ঠিক কবে ঘটেছে, তা এখনও জানা যায়নি।

এদিন স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, শ্রেণিকক্ষের দরজা ভাঙা হয়নি। বাইরের প্রায় সমস্ত তার চুরি গিয়েছে। এর ফলে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে গোটা স্কুল। পাখা ঘুরছে না। তোলা যায়নি জল। যে কারণে বন্ধ থাকে মিড-ডে মিলও। বৈশাখের গরমে বাচ্চাদের হাঁসফাঁস করতে দেখে চিন্তায় পড়ে যান স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে তাঁদের তরফে অভিভাবকদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়ার আর্জি জানানো হয়। কেউ কেউ এসে বাচ্চাকে নিয়ে যান, আবার কেউ রেখে যান, যদি ক্লাস হয় সেটা ভেবে। যদিও এদিন আর ক্লাস করানো সম্ভব হয়নি।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা কৃষ্ণা দাস বলেন, 'স্কুলের প্রধান দরজার তালা ভাঙা হয়নি। নিশ্চয়ই কেউ প্রাচীর টপকে ঢুকেছিল। বছর দুয়েক আগেও একবার স্কুলে চুরি হয়েছিল।' তাঁর সংযোজন, 'এদিন সকাল থেকে বিদ্যুৎ নেই, গরমে বাচ্চারা ক্লাস করতে পারছে না। আলো, পাখা কিছুই চলছে না। জল নেই বলে মিড-ডে-মিলও তৈরি করা যায়নি। অভিভাবকরা এসে বাচ্চাদের নিয়ে গিয়েছেন। হাইস্কুলের সিসিটিভিতে কিছু ধরা পড়েছে কি না সেটা দেখতে হবে।'

স্থানীয়দের অনেকেই মনে করছেন, নেশার সামগ্রীর জন্য অর্থ জোগাড়ে তামার তার চুরি করে বিক্রি করেছে কেউ। এই অনুমান ওয়ার্ড কাউন্সিলার মিলি সিনহারও। পুলিশ বিষয়টি দেখছে।

গৃহবধূর শ্লীলতাহানি

অভিযুক্ত জমির কারবারি

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৬ এপ্রিল : জমির কারবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন এক গৃহবধূ। ঘটনাটি চলতি মাসের ১০ তারিখ হলেও, তা প্রকাশ্যে এসেছে বুধবার। যদিও অভিযুক্তের নাম বরুণ যাদব হলেও লিখিত অভিযোগপত্রে তাঁর নাম বরুণ ঝা উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ইসলামপুরে। তবে অভিযুক্তকে পুলিশ শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছে। অভিযোগ উড়িয়ে নিজেকে নির্দোষ হিসেবে দাবি করেছে অভিযুক্ত। পুলিশের বক্তব্য, অভিযুক্তকে নোটিশ ধরিয়ে প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পরবর্তীতে আদালত যা নির্দেশ দেবে, সেইমতো পদক্ষেপ করা হবে।

টাকা নিয়ে জমি তো দেয়নি, উপরন্তু এক গৃহবধূর সঙ্গে শ্লীলতাহানি করেছে এক জমির কারবারি, এমন অভিযোগ এখন চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ইসলামপুর শহরে। ইসলামপুর থানায় দায়ের করা গৃহবধূর লিখিত অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্ত তাঁর পূর্ব পরিচিত হওয়ায় তিনি ওই ব্যক্তিকে জমি কিনে দেওয়ার জন্য তিন লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। অনেকদিন কেটে যাওয়ার পরেও জমি না মেলায় তিনি ওই ব্যক্তির কাছে টাকা দাবি করেন। নানা অছিলায় দিনের পর দিন ঘোরাতে থাকে বরুণ। সম্প্রতি বেশি চাপ সৃষ্টি করলে টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জমির কারবারি বরুণ ১০ এপ্রিল শহরের নবাব চকে দেখা করতে বলে। ওই গৃহবধূর বক্তব্য, 'নির্দিষ্ট সময়ে ওই জায়গায় গিয়ে বরুণকে একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। তার কথামতো গাড়ির পিছনের সিটে বসার পরই সেখানে এসে বসে বরুণ। মুখ চেপে ধরে শ্লীলতাহানি করে।' কোনওরকমে পালিয়ে তিনি বাড়ি চলে আসেন বলে ওই গৃহবধূর দাবি। পুলিশকে জানালে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দিয়েছে ওই জমির কারবারি বলে অভিযোগ গৃহবধূর। যা তিনি নিজের লিখিত অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন। ওই গৃহবধূ বলেন, 'জমির দালাল ওই ব্যক্তি আমার বাড়িতে যাওয়া-আসা করত। জমি কিনে দেওয়ার নাম করে সে আমার থেকে টাকা চেয়েছিল। পরিচয়ের সুবাদে আমি তাকে টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু টাকা চাইতে গেলে আমাকে এইভাবে শ্লীলতাহানি করবে, স্বপ্নেও ভাবিনি।' পুলিশ তাঁকে বৃহস্পতিবার আদালতে যেতে বলেছে বলে তিনি জানান। এদিকে, ওই গৃহবধূর তোলা সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়ে বরুণ বলে, 'থানা থেকে নোটিশ পাঠিয়ে অভিযোগের কথা জানিয়েছিল। সেইমতো থানায় গিয়েছিলাম। সেখানে পুলিশ আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছে।' ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। সে এসে থানায় দেখা করে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ইসলামপুর আদালতে ওই গৃহবধূর জবানবন্দি রেকর্ড করে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কী ঘটনা

- গৃহবধূর অভিযোগ, তিনি ওই ব্যক্তিকে জমি কিনে দেওয়ার জন্য তিন লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন
- অনেকদিন কেটে যাওয়ার পরও জমি না মেলায় বধূ ওই ব্যক্তির কাছে টাকা দাবি করেন
- নানা অছিলায় দিনের পর দিন ঘোরাতে থাকে বরুণ
- টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জমির কারবারি বরুণ ১০ এপ্রিল শহরের নবাব চকে দেখা করতে বলে

জমাটি আড্ডায় খুদেরা

হাতে ব্যাট-বল। মাঠে নামার অপেক্ষা। তার আগে চলছে আড্ডা। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন শমিদীপ দত্ত।

এবিটিএ'র পথসভা

বাগডোগরা ও শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার কলকাতার এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছে এবিটিএ। তার আগে স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দাবিতে বুধবার বাগডোগরায় সভা করল সিপিএমের এই শিক্ষক সংগঠন। সভায় নিয়োগ দুর্নীতিতে যুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলা হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের শিলিগুড়ি মহকুমা সম্পাদক দীনেশ মণ্ডল ছাড়াও প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, কাজল দাস, অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতা।

অন্যদিকে, স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্রুত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দাবি জানাল এবিটিএ'র দার্জিলিং জেলা কমিটি। বুধবার বাগডোগরার বিহার মোড়ে এবিটিএ'র তরফে একটি প্রতিবাদ সভা করা হয়। সেখানে নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান এবিটিএ'র শিলিগুড়ি মহকুমার সম্পাদক দীনেশ মণ্ডল। এবিটিএ'র ডাকে আগামী ১৭ এপ্রিল কলকাতায় এসএসসি ভবন অভিযানের প্রচারও করা হয় এদিন।

জটিল অস্ত্রোপচার

ইসলামপুর, ১৬ এপ্রিল : জটিল অস্ত্রোপচার করে ফের একবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে ইসলামপুরের আলম নার্সিংহোম। ইসলামপুর মহকুমার বাসিন্দা এক তরুণীর গোপনাঙ্গ জন্ম থেকেই ছিল না বলে চিকিৎসক মজহর আলম জানিয়েছেন। ফলে ওই তরুণীর শারীরিক সমস্যা দিন-দিন বাড়ছিল। বাইরের এক চিকিৎসক তাঁর জরায়ু কেটে বাদ দেওয়ার নিদান দিয়েছিলেন। মজহর বলেন, 'আমার নার্সিংহোমে ওই তরুণীর গোপনাঙ্গ তৈরির চিকিৎসা চলছে। প্রথম ধাপের সফল অপারেশন আট মাস আগে করেছি। শেষ ধাপ বুধবার থেকে শুরু হয়েছে। এরফলে ওই তরুণী স্বাভাবিক বিবাহিত জীবন যেমন কাটাতে পারবেন তেমনি মা-ও হতে পারবেন।'

উল্লেখ্য, চোপড়ার বাসিন্দা রসিয়া খাতুনের ওভারিতে জটিল টিউমার ছিল। তাঁরও জরায়ু ও ওভারি বাদ না দিয়েই সফল অস্ত্রোপচার হয়েছে বলে মজহর জানিয়েছেন। কোচবিহারের বাসিন্দা সুফিয়া বিবি বেঙ্গালুরু থেকে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। তাঁর পিত্তনালিতে বড় আকারের পাথর আটকে ছিল। গত সোমবার ওই জটিল অপারেশনও সফলভাবে হয়েছে।

সৌন্দর্যায়নের ঘেরা জায়গায় গাড়ি

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : সৌন্দর্যায়নের জন্য লাগানো হয়েছে চারা। সেই গাছ যাতে কোনও গবাদিপশু না খেয়ে ফেলে সেই কারণে দেওয়া হয়েছে ঘেরা। অথচ সেই ঘেরা জায়গার মধ্যে বেশকিছু পুরোনো গাড়ি থাকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, স্থানীয় একটি চক্র সৌন্দর্যায়নের ওই জায়গায় পুরোনো গাড়ি রেখে দিয়েছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দাদের বড় অংশ।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুরনিগমের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মহাকালপল্লি হয়ে সূর্য সেন পার্কে যাওয়ার রাস্তার ধারে ভাড়া গাড়ি রেখে দিয়ে দখলের চেষ্টা চলছিল। সেই দখল যাতে না হয়, সেজন্য সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি জায়গাটি ঘেরা দেওয়া হয়। অথচ সেই ঘেরা জায়গার মধ্যেই এখন পুরোনো গাড়ি রাখা হচ্ছে।

দখলদারির চক্রান্তের বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়াল বলছেন, 'এর আগেও ওখানে রীতিমতো গাড়ির স্ট্যান্ড বসানো হয়েছিল। তখন আমরা নোটিশ দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি। ফের গাড়ি রাখার ব্যাপারটা শুনেছি, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সময়ের সঙ্গে বদলে গিয়েছে লালমোহন মৌলিক ঘাট সহ সংলগ্ন মহানন্দা নদীর চর এলাকার পরিবেশ। পুরনিগমের তরফেও গোটা এলাকার সৌন্দর্যায়নের জন্যও জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কেউ যাতে ওই চর এলাকা দখল করতে না পারে, সেকারণে জোর দেওয়া হয়েছে সবুজায়নের ওপরেও। যদিও ঘেরা জায়গার মধ্যেই যেভাবে একের পর এক পুরোনো গাড়ি রাখা হয়েছে, তাতে রীতিমতো অবাক ওই এলাকায় ঘুরতে আসা সাধারণ মানুষের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দারা। এদিন মহাকালপল্লির ওই এলাকায় ঘুরতে এসেছিলেন শহরের বাসিন্দা প্রদীপ দাস। তিনি বলছিলেন, 'ঘেরা জায়গার মধ্যে গাছের চারা লাগানো হয়েছে। অথচ সেই ঘেরা দেওয়া জায়গার মধ্যে গাড়ি রাখা হয়েছে। ব্যাপারটা যেমন অবাক লাগছে, সেইরকম দৃষ্টিকটুও লাগছে।' যদিও শুধু ঘেরা দেওয়াই নয়, জায়গাটির প্রতি যাতে নজরদারি থাকে, সেই ব্যাপারেই উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলছেন এলাকার মানুষজন। এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস বলছেন, 'স্থানীয় প্রশাসনের উচিত এ ব্যাপারে নজর দেওয়া। নইলে দেখা যাবে কোনও একদিন এই জায়গায় স্ট্যান্ড হয়ে গিয়েছে।'

ঘেরা জায়গার মধ্যেই এখন পুরোনো গাড়ি রাখা হচ্ছে। ১০ নম্বর ওয়ার্ডে।

পুরনিগমপাড়া

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : রাস্তার নাম না বদলেই শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং সংলগ্ন এলাকাকে নিয়ে তৈরি হবে পুরনিগমপাড়া। কোর্ট মোড় থেকে পুরনিগম, দীনবন্ধু মঞ্চ, আদালত লাগোয়া এলাকাকে নিয়ে এই পাড়া তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে সব রাস্তার নাম একই থাকবে। বুধবার এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছে পুরনিগমের স্ট্রিট অ্যাডভাইজারি কমিটি। শীঘ্রই তা বোর্ড মিটিংয়ে পেশ করা হবে। অন্যদিকে, নৌকাঘাট মোড়ের নাম বদলে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা চক করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা তথা শিক্ষাবিদ অমিয়া সেনগুপ্তর নামে পুরনিগমের পাশের রাস্তার নামকরণের সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব।

শান্তি ফিরেছে

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা রয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছে। ভুল কারণে এধরনের ঘটনা ঘটে গিয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় এভাবেই জ্যোতিনগরে এলাকার তৃণমূল নেতা পরিমল মিত্র সহ অন্যদের সঙ্গে বসে মতপ্রকাশ করলেন স্থানীয় ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার বিবেক সিং। তিনি বলেন, 'যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে। আসলে সেটা কোনও ঘটনাই নয়। এক কথা-দু'কথা থেকে অন্য কথা হয়ে গিয়েছে।' তৃণমূল নেতা পরিমল বলেন, 'যারা এধরনের কাণ্ড ঘটিয়েছে, প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য।'

তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : আঠেরো বছরের এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। অভীক পাল নামে ওই তরুণ চয়নপাড়ার সৎসঙ্গ আশ্রম রোডের বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে অভিকের মা বাজারে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে দেখেন, বাড়ির দরজা বন্ধ। জানলা দিয়ে দেখতে পান, ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন অভীক। তারপর স্থানীয় বাসিন্দারা দরজা ভেঙে অভীককে বের করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। মৃতের জামাইবাবু বলেন, 'মৃত্যুর কারণ ঠিক বুঝতে পারছি না। টাকাপয়সার কোনও বিষয় রয়েছে কি না, সেটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক করে বুঝতে পারব। বৃহস্পতিবার পুলিশের কাছে যাব।' আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশকর্তাদের প্রাথমিক অনুমান, ওই তরুণ নেশায় আসক্ত ছিলেন। মৃত্যুর পিছনে এই বিষয়টিও থাকতে পারে।

বিদ্যালয়ে দান

বাগডোগরা, ১৬ এপ্রিল : দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাসমূহের নিয়ামক ডঃ দেবাশিস দত্ত চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলে ২৬ হাজার টাকা দান করলেন। দেবাশিস বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের প্রাক্তনী। বুধবার এই টাকায় স্কুলের জন্য সাউন্ড সিস্টেম কেনা হয়। স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি প্রশান্ত দত্ত ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বাসুদেব তিওয়ারির হাতে এই টাকা তুলে দেওয়া হয়। এদিকে, এদিন তমলুকের অতিরিক্ত সেশন জজ হেমন্ত সিনহা ওই স্কুলের পড়ুয়াদের আইনি সচেতনতা বিষয়ে অবগত করেন। পাশাপাশি তিনি মোবাইলের ক্ষতিকর দিক নিয়েও আলোচনা করেন।

দখলদারির জন্য সার্ভিস রোডে হোঁচট

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : সার্ভিস রোড তৈরির জন্য জায়গা ছাড়া রয়েছে। কিন্তু সেই জায়গা দখল করে নানান দোকানের পাশাপাশি পার্কিং, গুমটি গজিয়ে উঠেছে। ফুলবাড়ি বাজার থেকে উত্তরকন্যা মোড় পর্যন্ত এশিয়ান হাইওয়ের বাঁদিকের অংশের বিভিন্ন জায়গা এভাবেই দখল হয়ে গিয়েছে। সার্ভিস রোড তৈরির জন্য এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ জমি অধিগ্রহণের পরেও এখানে পাকাপোক্ত রাস্তা তৈরি করেনি। এর জেরেই এমন সমস্যা বলে বক্তব্য স্থানীয়দের। যে কাঁচা রাস্তা রয়েছে, সেখান দিয়ে চলতে গিয়ে দখলদারির জন্য সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচলতিদের।

সার্ভিস রোডের জন্য চিহ্নিত জমিতে শুধু সাধারণ দোকান গজিয়ে ওঠেনি, একটি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ কিছুটা অংশ বাঁশের বেড়া লাগিয়ে ঘিরে সেখানে গাড়ি পার্ক করার ব্যবস্থা করেছে। রীতিমতো পেভার্স ব্লক বসানো হয়েছে এখানে। দিনের প্রতিটি ঘণ্টাতেই এখানে দাঁড়িয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের গাড়ি। চারদিকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে গাছ। যাতে জায়গা দখলের বিষয়টি সহজে ধরা না পড়ে। এশিয়ান হাইওয়ের ধার দিয়ে সাইকেলে যাচ্ছিলেন পশ্চিম ধনতলার বছর ৬৫-র বাসিন্দা হরিসাধন রায়। তাঁর বক্তব্য, 'এশিয়ান হাইওয়ের ওপর দিয়ে সর্বক্ষণ দ্রুতগতিতে যান চলাচল করে। যেহেতু সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করি, তাই ভয়ে ভয়ে থাকি। সার্ভিস রোডটি যদি থাকত, তবে চলাচল করতে সুবিধে হত।'

সার্ভিস রোডের জন্য অধিগৃহীত জমিতে একের পর এক দোকান থাকায় মূলত বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পশ্চিম ধনতলা এলাকার মানুষদের। এখানকার বাসিন্দা শিখা রায়, মণিকা বর্মনদের কথায়, 'একটা সময় গোটা রাস্তা দিয়ে স্কুটি, সাইকেল নিয়ে চলাচল করতে পারতাম। কিন্তু যেখানে-সেখানে রাস্তা দখল হওয়ায় এখন আমরা হাইওয়ে দিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছি। প্রশাসনের তরফে বিষয়টি দেখা উচিত। নতুন করে অনেক ব্যবসায়িক ভবন তৈরি হচ্ছে। এখনই পদক্ষেপ না করলে দখলদারি আরও বাড়বে।' শুধু কি অস্থায়ী দোকান? রাস্তার ওপর সারি সারি ইট রেখে ব্যবসা চলছে। একাধিক জায়গায় রয়েছে গ্যারাজ। এমন পরিস্থিতিতে দোকান, পার্কিং তুলে দেওয়ায় দাবি উঠেছে। যদিও ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলাম বলছেন, 'সমস্যার কথা সেভাবে কেউ জানাননি। তবে যেসব দোকান রয়েছে, তা সবই অস্থায়ী। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিষয়টি নিশ্চিতভাবে এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের নজরে নিয়ে আসব।'

ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড়ের কাছে রাস্তা দখল করে পার্কিং।

সিনেমায় মস্কোর সঙ্গে ফালাকাটার যোগ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৬ এপ্রিল : রাজ কাপুর অভিনীত হিন্দি সিনেমা মেরা নাম জোকারের কথা মনে আছে? এক জোকারের ব্যর্থ প্রেম কাহিনী আজও দর্শকদের কাছে অমর। মস্কোয় বিভিন্ন সিনেমা হলে জোকার সিনেমাটি দেখানো হয়েছিল।

রাশিয়ায় যাকে বলে সুপারহিট। এবার ৫৩ বছর পর ফের জোকার নিয়ে সিনেমা দেখানো হবে মস্কোয়। তবে মেরা নাম জোকার নয়, এটা পরিচালক সৌরিশ দে'র বানানো জোকার। তা দেখানো হবে আন্তর্জাতিক মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভালে। আর এই সিনেমার সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের নাম। এখানে সহকারী

সিনেমার শুটিংয়ে ক্যামেরায় চোখ ফালাকাটার পাবেল দাসের।

ফোটোগ্রাফার হিসেবে কাজ করেছেন ফালাকাটার পাবেল দাস। এর আগে পাবেলের কাজ করা 'ইতি মা' গানটি জনপ্রিয় হওয়ার পাশাপাশি অস্কারের দৌড়েও জায়গা করে নিয়েছিল।

তবে সিনেমার ক্ষেত্রে তো সিনেমাটোগ্রাফার বলা হয়। এই সিনেমার ক্ষেত্রে ফোটোগ্রাফার বলা হচ্ছে কেন? কারণ অন্যান্য সিনেমা থেকে জোকার সিনেমাটি আলাদা। ৭৪ মিনিটের এই ছবিটি প্রায় ৬০ হাজার স্টিল ছবি দিয়ে তৈরি করা। এক জোকারের বাস্তব জীবনের গল্প নিয়েই ছবিটি বানানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে, জোকার হচ্ছে ভারতের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সিনেমা, যা স্টিল ছবি দিয়ে বানানো। এই ছবিতে কোনও ভিডিও ব্যবহার করা হয়নি।

মস্কো আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভালে এবার মোট ৩টি ভারতীয় সিনেমা নমিনেশন পেয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলার জোকার। ৪৭তম মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রথম দিনই প্রদর্শিত হবে এই সিনেমা। আগামী ২২ এপ্রিল ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার অনুষ্ঠিত হবে। ফালাকাটার পাবেল দাসের কথায়, 'প্রথম স্থির চিত্রের ভারতীয় সিনেমা জোকার আন্তর্জাতিক মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভালে নমিনেশন পেয়েছে। আমি ভাগ্যবান যে এই সিনেমার পরিচালক সৌরিশ দে এবং ফোটোগ্রাফার প্রমিত দাসের সঙ্গে কাজ করতে পেরেছি। সিনেমায় কিছুটা অভিনয় করার সুযোগও হয়েছে আমার।'

বিয়ে এবং জন্মদিনের পার্টিতে একজন জোকারের উপর একটি তথ্যচিত্র তৈরির পরিকল্পনা করছিলেন পরিচালক সৌরিশ। আর এমন সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হয় বাগস্বর বেরার। ব্যাস, সিনেমা তৈরির প্লট পেয়ে যান পরিচালক। ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার বাগস্বরের জীবন সংগ্রাম নিয়েই এই সিনেমা। জন্মদিন বা বিয়েবাড়িতে জোকার সেজে মানুষকে হাসানোই কাজ বাগস্বরের। তিনি নিজেই এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন দেবজ্যোতি বটব্যাল, ফায়েজ খান এবং ফালাকাটার পাবেল। সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন রেজমান খান।

পুতুল সিনেমার 'ইতি মা' গানটি এর আগে অস্কারের বাছাই পর্বে জায়গা করে নিয়েছিল। সেই গানের দৃশ্যায়নের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন পাবেল। এবার মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে অন্যদের সঙ্গে পাবেলের হাতের কাজও প্রদর্শিত হবে। জোকার সিনেমার সঙ্গে পাবেলের মাধ্যমে ফালাকাটার জড়িত হয়ে পড়ায় স্বভাবতই উচ্ছ্বসিত নাগরিকরা।

পাইপলাইনে পাতকাটার বাড়িতে গ্যাস

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন থেকে জলপাইগুড়ি শহরতলির এলাকায় বাড়ি বাড়ি পাইপে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়ার কাজ শুরু করল হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (এইচপিসিএল)। জলপাইগুড়ি শহর এবং শহরতলির কয়েকটি পঞ্চায়েত এলাকা মিলিয়ে ৩০ হাজার সংযোগ দেওয়া হবে। প্রথম দু'দিনে কোতোয়ালি থানার পাতকাটা পঞ্চায়েত এলাকায় ১০টি বাড়িতে পাইপলাইনে গ্যাস পৌঁছে দিয়েছে ওই সংস্থা। এলপিজির ব্যবহারের চেয়ে পাইপ ন্যাচারাল গ্যাস ব্যবহারে গৃহস্থের খরচ অনেক কমবে। এইচপিসিএল সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ির পাতকাটা এলাকায় বাড়ি বাড়ি সংযোগ দিয়েই প্রকল্পের কাজ শুরু হল।

পাতকাটা ও পাহাড়পুর পঞ্চায়েত ছাড়াও জলপাইগুড়ি পুর এলাকা এবং খড়িয়া পঞ্চায়েতের কিছু এলাকায় বাড়ি বাড়ি পাইপড ন্যাচারাল গ্যাস (পিএনজি)-র সংযোগ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে শেষ করবে সংস্থাটি।

এইচপিসিএল সূত্রে জানা গিয়েছে, এলপিজি সিলিন্ডারে যে রান্নার গ্যাস থাকে সেটি তরল আকারে থাকে। তার মধ্যে বিউটেন ও প্রোপেন থাকে। কিন্তু পাইপড ন্যাচারাল গ্যাসে থাকে মিথেন। এটা প্রাকৃতিক গ্যাস। এলপিজির থেকে অনেক বেশি নিরাপদ ও সুরক্ষিত পিএনজি।

পিএনজি গ্যাসে চাপ কম থাকে। বাতাসের থেকেও হালকা। ফলে পাইপলাইনে কোথাও লিকেজ হলেও পিএনজি বাতাসে দ্রুত মিশে যায়। ফলে বিপদ থাকে না। অন্যদিকে, এলপিজিতে চাপ বেশি থাকে এবং লিক করলে বিপজ্জনক অবস্থা তৈরি হতে পারে। তাছাড়া পিএনজি ব্যবহারে কার্বন কম বের হয়।

পাতকাটা এলাকার বাসিন্দা জাহিরুন্নেসা বলেন, 'রান্নাঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাসের সংযোগ এসেছে। অনেক সুরক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। নিজের চাহিদামতো গ্যাস ব্যবহার করতে পারব। ইলেকট্রিকের মতো মিটার বসানো হয়েছে। ইউনিট পিছু গ্যাস ব্যবহারের উপর দাম দিতে হবে।'

পাতকাটার আর এক বাসিন্দা শাহির আলি বলেন, 'এলপিজি সিলিন্ডার নিয়ে আসার পর অনেক সময় রেগুলেটর ঠিকমতো লাগে না। অনেক সময় রেগুলেটর দিয়ে গ্যাস লিক করে। নতুন ন্যাচারাল গ্যাসে সেইসব সমস্যা নেই। তবে এক মাস ব্যবহার করার পর খরচ কতটা কম হচ্ছে, সেটা দেখার বিষয়।'

এইচপিসিএলের উত্তরবঙ্গের চিফ ম্যানেজার চারণ্য কুমার জানান, জলপাইগুড়ি শহর ও শহরতলির মোট ৩০ হাজার বাড়িতে পিএনজি সংযোগ দেওয়া হবে। এরপর ময়নাগুড়ি ও মালবাজারেও পাইপলাইন মাটির নীচে বসিয়ে গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হবে। পুরো জেলাতেই এইচপিসিএল বাড়ি বাড়ি পিএনজি সংযোগ দেবে। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও পাইপলাইন পাতার কাজ এলাকাভিত্তিক শেষ পর্যায়ে।

চরে সমীক্ষা

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় তিস্তা চরের বাসিন্দাদের জীবন-জীবিকা নিয়ে এক সপ্তাহ ধরে সমীক্ষা চালালেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল এবং ফলিত ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষকরা। বর্ষায় চরের মানুষদের জীবন ও জীবিকায় ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন তাঁরা। সমীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে সমস্যা সমাধানে ম্যাঞ্চেস্টারের অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা।

সাড়ে ৩ কোটির অনুদান

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : আরজি কর আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সাড়ে তিন কোটি টাকারও বেশি অনুদান পেয়েছিল জুনিয়ার চিকিৎসকদের তিনটি সংগঠন। বুধবার এমনই হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে সংগঠনগুলির তরফে। তবে অনুদানে পাওয়া সব টাকা যে খরচ হয়নি, তা জানিয়েছেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। এখনও ২ কোটি টাকার বেশি পড়ে আছে তাঁদের কাছে।

আরজি করে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের পর রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল। তারপরই আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। সেই আন্দোলন চালাতেই সাড়ে তিন কোটি টাকার বেশি অনুদান পেয়েছে জুনিয়ার চিকিৎসকদের তিনটি সংগঠন। তার মধ্যে এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। বুধবার জুনিয়ার চিকিৎসকদের তরফে আরজি কর হাসপাতালে গণকনভেনশনের আয়োজন করা হয়। সেখানেই অনুদান ও তার খরচের হিসাব তুলে ধরেন জুনিয়ার চিকিৎসকরা। এই হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে জুনিয়ার চিকিৎসকদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস ফ্রন্টের পক্ষ থেকে। আরজি কর রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন ও কলকাতা মেডিকেল কলেজ রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন ডব্লিউবিজেডিএফ-এর অধীনে রয়েছে।

খেলনা বিক্রি। বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

ফের সীমান্তে উত্তেজনা

মনোজ বর্মন ও অমিতকুমার রায়

শীতলকুচি ও হলদিবাড়ি, ১৬ এপ্রিল : কোথাও অপহরণ, কোথাও গোরু পাচারের অভিযোগে কোচবিহার জেলার দুই জায়গায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা উত্তপ্ত হয়ে উঠল। বুধবার পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামের এক বাসিন্দাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। সমস্যার সমাধানে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ফ্ল্যাগ মিটিং হলেও তাতে কোনও সমাধান বের হয়নি। সেই ব্যক্তি রাত অবধি বাড়ি ফেরেননি। আর বাংলাদেশে গোরু পাচারে বাধা পেয়ে হলদিবাড়িতে হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কৃষ্ণা বিওপি'র অধীন ১ নম্বর গেটে বিএসএফ জওয়ানের ওপর গ্রামবাসীরা চড়াও হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। সেই ঘটনাটি মঙ্গলবার ঘটলেও পুলিশে অভিযোগ জানানো হয়েছে বুধবার।

পশ্চিম শীতলকুচিতে ওই অপহরণের ঘটনার আধ ঘণ্টা আগে পাশের নগর সিংমারি গ্রামে একটি ঘটনা ঘটে। সেখানে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানের গুলিতে মৃত্যু হয় এক বাংলাদেশির। সে সীমান্ত দিয়ে মাদক পাচার করছিল বলে অভিযোগ। হাসিনুর মিয়াঁ নামে সেই তরুণের বাড়ি বাংলাদেশের হাতিবান্ধা থানার মধ্য সিংমারি গ্রামে। পশ্চিম শীতলকুচির বাসিন্দাদের দাবি, বিএসএফ গুলিচালনার জেরেই বাংলাদেশি চোরাকারবারিরা উকিল বর্মন নামে ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করে নিয়ে যায়। যদিও এই দাবি মানতে নারাজ রাজ্য পুলিশ। মাথাভাঙ্গার অ্যাডিশনাল এসপি সন্দীপ গড়াই বলেন, 'দুটি আলাদা ঘটনা।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামে জটলা বাসিন্দাদের।

এক চোরাকারবারিকে গুলি করেছে বিএসএফ। অপরদিকে পাশের গ্রামে এক কৃষক জমিতে কাজ করছিলেন। তাঁকে বাংলাদেশিরা জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছে। পুলিশ দুটি ঘটনার ওপর নজর রাখছে।'

এদিন ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে কী আলোচনা হয়েছে তা জানা যায়নি। তবে বিএসএফ সূত্রে খবর, বাংলাদেশি অপহরণকারীদের হাত থেকে ভারতীয় কৃষককে উদ্ধার করে নিজেদের হেপাজতে রেখেছে বিজিবি। কীভাবে ভারতীয় কৃষককে ফেরানো হবে তা স্পষ্ট হয়নি। বৃহস্পতিবার ফের ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে।

হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ওপারে গোরু পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিএসএফ। বিষয়টি নিয়ে এদিন স্থানীয় বাসিন্দা ও বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে হাতাহাতি বাধে। পরে অন্য জওয়ানরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বুধবার এলাকার পাঁচজন কৃষকের বিরুদ্ধে হলদিবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে বিএসএফ। যদিও অভিযুক্তদের দাবি, ওই জওয়ান এক মহিলা কৃষকের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেছিল। তার প্রতিবাদ করতেই সমস্যা তৈরি হয়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুরুষ ও মহিলা সহ ৩৭ জন কৃষক সীমান্তের গেট দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেসময় কর্তব্যরত জওয়ান লক্ষ্য করেন, কৃষকদের সঙ্গে থাকা দুটি গোরু নেই। অভিযোগ, এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই কৃষকরা ঝামেলা শুরু করে দেন। বিএসএফের নির্দেশ অমান্য করে কৃষকরা জোর করে গোরু নিয়ে গেট পার হয়ে বেরিয়ে আসেন। কাঁটাতারের এপারে থাকা দুটি গোরুকে মিশিয়ে নিয়ে গোরুর হিসেব মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তারপরেই জওয়ানের ওপর হামলা করা হয়। যদিও অভিযুক্ত কৃষকদের অভিযোগ, বিএসএফের তরফে তাঁদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মেলায় হাতির হানা

কিশনগঞ্জ, ১৬ এপ্রিল : নববর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলায় হাতির হানাদারিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল ইন্দো-নেপাল সীমান্তের ধনটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দোরিয়া গ্রামে। বুধবার সকালে সিরুয়ামেলার প্রস্তুতি যখন চলছিল, তখনই নেপালের ঝাপার জঙ্গল থেকে হাতির একটি দল চলে আসে। প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেন মেলায় উপস্থিত ক্রেতা-বিক্রেতারা। তবে মেলার তেমন ক্ষতি করেনি হাতির দল। তবে দলছুট হয়ে দুটি হাতি সংলগ্ন গ্রামে ঢুকে পড়ে তছনছ করে ভুট্টাখেত। এরপরেই বাকিদের মতো দলছুট দুটি নেপালের জঙ্গলে ফিরে যায়। ধনটোলা গ্রামের বাসিন্দা ঘনশ্যাম সিংহ বলেন, 'নেপাল থেকে এই অঞ্চলে হাতির ঢুকে পড়া নতুন নয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাতের অন্ধকারে হাতির আক্রমণ ঘটে। এবার প্রথম দিনেরবেলা হাতি এল। যার জন্য বন্যপ্রাণীটির রাজকীয় চালের সাক্ষী থাকতে পেরেছি।' এই গ্রামে বাংলা নতুন বছরকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই সিরুয়ামেলার আয়োজন করা হয়। নববর্ষের দিন মঙ্গলবার রাতে গ্রামের মন্দিরে মা দুর্গার পুজোর পরে মেলার সূচনা হয়। বুধবার থেকে শুরু হয়েছে তিনদিনের মেলা। স্থানীয়রা তো বটেই, নেপালের থেকেও প্রচুর মানুষ মেলায় ভিড় জমান। নতুন করে যাতে হাতির দল না ঢুকতে পারে, তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে।

বিকাশ ভবন অভিযানের প্রস্তুতি

শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে এখন সরগরম রাজ্য রাজনীতি। গত কয়েকদিনের মধ্যে এসএসসি দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যের একাধিক জায়গায় আন্দোলনের জেরে কোথাও কোথাও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই এবার পথে নামতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা। আগামী ২৩ এপ্রিল রাজ্যের সব জেলা থেকে কলকাতার বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। অভিযানের ডাক দিয়েছে সমগ্র শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন নামে একটি সংগঠন। বেশ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একাধিক সংগঠন রয়েছে। এবারে নিখিলবঙ্গ পার্শ্বশিক্ষক সমিতি সহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের যৌথ মঞ্চ হিসেবে এই অভিযান করতে চলেছে সমগ্র শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন।

যৌথ মঞ্চের রাজ্য আহ্বায়ক মনোরঞ্জন মণ্ডল বলেন, 'বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকার পার্শ্বশিক্ষক, শিক্ষাবন্ধু, শিক্ষাকর্মী সহ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সব কর্মচারীদের সঙ্গে বঞ্চনা করছে। বছর বছর সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করেও আমাদের সমস্যা মেটেনি। সেকারণে বর্তমানে কলকাতার রাজপথে নেমে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।'

সেই মোতাবেক বর্তমানে জেলায় জেলায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা কলকাতা যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। আগামী ২৩ এপ্রিলের অভিযানের আগে থেকেই উত্তরবঙ্গের সব জেলা থেকে হাজার হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন বলে জানিয়েছেন পার্শ্বশিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমল বাড়ুই। তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রয়েছে, সম কাজে সম বেতন দিতে হবে। অথচ আমাদের রাজ্যের সরকার একই কাজের জন্য বেতন বৈষম্য কায়েম রেখেছে।' সংগঠনগুলির তরফে জানানো হয়েছে, ২০১৮ সালের পর থেকে প্রাথমিক স্তরের সমগ্র শিক্ষার কোনও কর্মীর বেতন বাড়ানো হয়নি। বর্তমানে পার্শ্বশিক্ষকরা ১০ হাজার টাকা, শিক্ষাবন্ধুরা আট হাজার টাকা মাসিক ভাতা পেয়ে থাকেন।

কলকাতা অভিযানের আগে জেলাগুলিতেও চলছে প্রতিবাদ কর্মসূচি। তার অঙ্গ হিসেবে আগামী ১৬-১৭ এপ্রিল সংগঠনগুলির সদস্যরা কর্মবিরতি পালন করছেন। বুধবার উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা সহ বিভিন্ন জেলাতে কর্মবিরতি পালন করা হয়।

শাহি কোম্পানি

প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিশানা করায় পালটা সমালোচনায় একজোট বিজেপির রাজ্য নেতারা। বিএসএফ টাকা দিয়ে ইট ছোড়ানোর মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ প্রসঙ্গে শুভেন্দুর বক্তব্য, 'এই কারণেই আমরা এনআইএ তদন্ত চাইছি। তাহলে সব স্পষ্ট হয়ে যাবে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'স্থানীয় লোকজন বলেছেন, আশপাশের চারটি এলাকা থেকে সংখ্যালঘু দুষ্কৃতীদের মুর্শিদাবাদে আনা হয়েছিল। যারা হামলা চালিয়েছে। তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর কথার মিল পাওয়া যাচ্ছে না।'

সুকান্তর পালটা কটাক্ষ, 'সীমান্তে ফেন্সিংয়ের জন্য জমি চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অন্তত ১০টি চিঠি দিলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে এসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেও রাজ্য সরকার জমি দেয়নি। এই রাজ্য সরকার কী করে বিএসএফকে গালাগাল দেয়?' ইমাম ও মোয়াজ্জেমদের ডাকা সভায় মুখ্যমন্ত্রী নিজেকে আমন্ত্রিত বলে জানান। বুঝিয়ে তিনি বৈঠক ডাকেননি। তিনি বলেন, 'আমাকে আমন্ত্রণ জানানোয় আমি কৃতজ্ঞ। কারণ আমি এখানে কিছু বলার সুযোগ পাব।'

ওয়াকফ সংশোধনী আইন সংসদে অনুমোদন করানো নিয়ে মমতার বক্তব্য, 'সংবিধান সংশোধন না করে আপনারা আইন পাশ করালেন।' রাজ্যবাসীর প্রতি তিনি বার্তা দেন, 'বিজেপি পরিকল্পনা করে এ গোলমাল পাকিয়েছে। রামনবমীর দিন করার প্ল্যান ছিল। আপনারা সেটা করতে দেননি। হিন্দু ভাইবোনদের বলব, বিজেপি প্ররোচনা দিচ্ছে। ওদের সম্পত্তিতে হাত দিচ্ছে। আপনার সম্পত্তিতে হাত দিলে আপনার গায়েও জ্বালা ধরত। তবুও আমরা প্রতিবাদ করছি।'

ধমক 'দাদা'র

প্রথম পাতার পর

কিছুদিন আগেই এক ব্যক্তি বাইক বিক্রি সংক্রান্ত একটি অভিযোগ আমাদের কাছে জানাতে এসেছিলেন। অভিযুক্তের ব্যাপারে খোঁজখবর শুরু করতেই ফুলবাড়ির এক পঞ্চায়েতের আত্মীয় চলে আসেন। তিনি বলেন, ওই অভিযুক্তের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

কোনও কোনও সময় এই দাদাদের দাবিদাওয়া এতটাই বেড়ে যাচ্ছে যে তা সীমা পার হয়ে যাচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মাসকয়েক আগে এমনই এক দাদাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছিল প্রধাননগর থানার পুলিশ। সেই দাদার বিরুদ্ধে আবার হুজ্জুতির অভিযোগে ধৃতদের ছাড়াতে থানায় আসার অভিযোগ উঠেছিল।

বিষয়টা নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও তর্জা শুরু হয়েছে। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলছেন, 'এই সমস্ত দাদারা তো আর সাধারণ দাদা নন। নিশ্চয়ই ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মদতপুষ্ট দাদা। আর এখন শিলিগুড়ির পাশাপাশি গোটা রাজ্যেই বিভিন্ন সময় পুলিশের ওপর আক্রমণের ঘটনা যে সামনে আসছে, তারজন্য দায়ী পুলিশ প্রশাসনই। পুলিশ নিরপেক্ষ থাকলে এমনটা হত না।' পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'দাদাদের কাছে ফোন আসে, এটা ঠিক। তবে যে ফোন করছে, সে কী ধরনের ঘটনায় অভিযুক্ত, সেটা বুঝতে হবে। পুলিশকে আমাদের পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে, কোনও দাদার অনুরোধ না শোনার জন্য। আইন আইনের মতো কাজ করবে।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং অবশ্য বলছেন, 'কেউ গ্রেপ্তার হলে তার জন্য কেউ আসতেই পারেন। তাঁর কথা, যুক্তি শোনা আমাদের দায়িত্ব। কিন্তু কী কারণে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটা আমরা বুঝিয়ে থাকি।'

চাকরি বাতিল

প্রথম পাতার পর

এই ঘটনার পরে মণীন্দ্রর সঙ্গে কথা বলেছেন শীতলকুচির বিজেপির বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন। বিধায়ক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নাম না নিয়েই গানে প্রতিবাদ করেছেন। প্রায় ২৬ হাজার চাকরিহারাদের মনের কথা তুলে ধরেছেন গানে। আর সেই প্রতিবাদী শিল্পীকে পুলিশ দিয়ে হয়রানির চেষ্টা করা হচ্ছে।'

তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'মণীন্দ্রকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তাঁর গাওয়া কোন গান নিয়ে বিতর্ক হয়েছে জানি না। গানটি শুনিনি। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গান বানিয়েছে সেটা মণীন্দ্র জানে। এবিষয়ে কিছু বলার নেই।' মাথাভাঙ্গার আইনজীবী উত্তমকুমার বর্মনের কথায়, 'রাজবংশী জনজাতির প্রতিবাদী মুখ হচ্ছেন মণীন্দ্র। গানের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের বর্তমান অবস্থার তুলোধোনা করেছেন। এতে ভুলের কিছু নেই। ভারতীয় সংবিধানে স্পষ্ট বলা হয়েছে সকলের বাকস্বাধীনতা রয়েছে। পুলিশ তাঁকে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করলে আমরা ওঁর পাশে থাকব।'

তিস্তাবাজার

প্রথম পাতার পর

হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন (এনএইচপিসি)। ওই ঘটনার পর এনএইচপিসি-র কাছেও তিস্তার পাড়ে বাঁধ তৈরি ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ার দাবি তুলেছিল জিটিএ। অনীত থাপা একাধিকবার এনএইসপিসি-র কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রম্ভি, কালিঝোরা জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে গিয়ে এলাকার মানুষ আন্দোলনও করেছেন। কিন্তু বাস্তবে কাজ কিছু হয়নি। ফলে আজও সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে তিস্তাবাজার, ত্রিবেণি।

তিস্তাবাজারের ব্যবসায়ী নীলেশ ছেত্রী বললেন, '২০২৩-এর অক্টোবরে তিস্তার বন্যায় আমাদের সবকিছু নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। আবার ওই জায়গাতেই বাঁশের খুঁটি গেড়ে দোকান তৈরি করেছি। দোকানের নীচে এখনও প্রচুর পলি রয়েছে। বলা হয়েছিল, আমাদের আর্থিক সহযোগিতা করা হবে, নদীর চর থেকে সব পলি সরিয়ে নদীকে আবার নিজের গতিপথে বইতে দেওয়া হবে। কিন্তু ওই বিপর্যয়ের পর থেকে এখনও এক কোদাল পলিও সরানো হয়নি। আমাদের সংসার চালাতে এভাবেই আতঙ্ক মাথায় করে চলতে হচ্ছে।'

এনএইচপিসি-র রম্ভি প্রকল্পের এক আধিকারিক বলেছেন, 'প্রকল্প হওয়ার সময়ই তিস্তাবাজারের ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে সেখান থেকে তাদের সরে যেতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ওই পরিবারগুলি আর্থিক প্যাকেজ নিয়েও সেখানেই বসবাস করছিল। ২০২৩ এর ঘটনার পরে তিস্তাবাজার এলাকায় বালির বস্তার বাঁধ দেওয়ার জন্য ওপরমহলে জানানো হয়েছে। আর্থিক বরাদ্দ এলে কাজ হবে।'

হাসপাতালে

প্রথম পাতার পর

অবলীলায় বললেন, 'আমার দুজন পেশেন্ট আছেন। একজনের দুটি কিডনি শেষ। চিকিৎসক জবাব দিয়ে দিয়েছেন। অপরজনের লিভার ড্যামেজ। আমি নিশ্চিত, দুয়ার তাবিজেই কাজ হবে।'

হাসপাতালের ওষুধ বিতরণ কেন্দ্রের সামনে এভাবে তাবিজ বিক্রি ও তুকতাকের ঘটনায় রীতিমতো হতভম্ব ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের ইসলামপুর ইউনিটের সম্পাদক সায়ন্তন কুণ্ডু বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা কাম্য নয়। ওঝা ও তুকতাকের কারণে অনেক মানুষ প্রাণ হারান। কর্তৃপক্ষের দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।' বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অংশুমান ঘোষ মজুমদারের প্রতিক্রিয়া, 'বিজ্ঞানের জমানায় কুসংস্কারের কালচার অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এই ঘটনা ভাবনার বাইরে।'

এবিষয়ে মন্ত্রী গোলাম রব্বানির প্রতিক্রিয়া, 'এটা কী করে সম্ভব? আমি বিএমওএইচের সঙ্গে কথা বলে তাবিজ বিক্রির বিষয়টি হাসপাতাল চত্বরে যাতে না হয়, সেই নির্দেশ দেব।' আর বিএমওএইচ আবদুল বারির বক্তব্য, 'বিষয়টি আমাদের নজরে আছে। দ্রুত ওই ব্যক্তিকে হাসপাতাল চত্বর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হবে।'

যখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রী পদক্ষেপের আশ্বাস দিচ্ছেন, তখনও দেখা গেল রীতিমতো হাসপাতাল চত্বরে বসেই আমবাড়ির বাসিন্দা রোজি খাতুনের অসুস্থ শিশুকে ঝাড়ফুঁক করতে ব্যস্ত সেই ওঝা।

বন্দিদের খোঁজ

কিশনগঞ্জ, ১৬ এপ্রিল : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পাটনা হাইকোর্টের লিগ্যাল সেলের সদস্য উপেন্দ্রপ্রসাদ সিং ও বিনোদ কুমার বুধবার কিশনগঞ্জ জেলে বন্দিদের সুযোগসুবিধা ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন। বন্দিদের আইনি সহায়তা সম্পর্কেও সচেতন করেন।

মারধর

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার রাত থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত দফায় দফায় বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়িতে ঢুকে ভাঙচুর চালায়। ওরা ত্রিশূল দিয়ে খুঁচিয়ে মাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছে। থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। খুব আতঙ্কে রয়েছি।'

ঘটনার তীব্র নিন্দা করছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের বালুরঘাট ব্লক সম্পাদক সুবীর দে। তিনি বলছেন, 'পারিবারিক বা গ্রাম্য বিবাদের জেরে অনেকে ডাইনি অপবাদের মতো কুসংস্কারকে হাতিয়ার করে। কিছু গুনিন বা মাতব্বররা তাতে মদত দেয়। আমরা এর বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে সারাবছরই সচেতনতামূলক প্রচার চালাই। গ্রামে যাতে এই ধরনের কুসংস্কার না ছড়ায়, তা নিয়ে ফের সচেতন করা হবে।'

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এত শিবির হলেও সচেতনতা কোথায়! আর কবে কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেদ করে বেরিয়ে আসবে আমবাঙালি? উত্তরটা পড়ে থাকে সময়ের গর্ভে।

প্রশ্ন কোর্টের

প্রথম পাতার পর

তুষার মেহতা অবশ্য যুক্তি দেন, 'আইন প্রত্যাহারের দাবিতে হিংসা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।'

শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করেছে, 'যেসব সম্পত্তি ইতিমধ্যে ওয়াকফ বলে আদালত ঘোষণা করেছে, শুনানি চলাকালীন সেগুলিতে কোনও পরিবর্তন করা যাবে না। সেই সম্পত্তি কোনও ব্যক্তি দান করে থাকুন বা ওয়াকফ চুক্তি হয়ে থাকুক, সর্বক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য।' সংসদে গৃহীত আইনে 'ওয়াকফ বাই ইউজার' বা 'ভোগ দখলের মাধ্যমে ওয়াকফ' সংক্রান্ত বিধান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্তিতেও অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

জামা মসজিদের উল্লেখও করেন প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, 'দিল্লি হাইকোর্টের জমিও নাকি ওয়াকফ হিসেবে চিহ্নিত। ওবেরয় হোটেলও ওয়াকফ জমিতে। আমরা বলছি না, সমস্ত ওয়াকফ বাই ইউজার সম্পত্তি ভুয়োভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের জায়গাও রয়েছে।' ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিল গঠনে অমুসলিম সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, অন্তর্বর্তী রায়ে এই বিষয়গুলি বিবেচনায় আনা হবে।

ওয়াকফ বোর্ড ও কাউন্সিলের তিনজন ছাড়া বাকি সদস্যদের মুসলিম প্রতিনিধি হওয়া উচিত বলে মত দেন প্রধান বিচারপতি। ওয়াকফ মামলার নিষ্পত্তির আগে পর্যন্ত জেলা শাসকরা কোনও ধরনের তদন্তও করতে পারবেন না বলে তিনি জানান। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় দুই আইনজীবী কপিল সিবাল ও অভিষেক মনু সিংভি একাধিক যুক্তি তুলে ধরেন।

সিংভির বক্তব্য, 'নতুন আইনে 'ওয়াকফ বাই ইউজার' বিলুপ্ত হওয়ায় বহু ধর্মীয় সম্পত্তি বেদখলের সম্ভাবনা আছে।' সিবাল বলেন, 'এই আইন সংবিধানের ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদকে লঙ্ঘন করছে, যা স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চার অধিকার নিশ্চিত করে। জেলা শাসক সরকারি কর্তৃপক্ষ। তিনি কোনও ধর্মীয় সম্পত্তি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে তা অসাংবিধানিক হবে।' সিবালের বক্তব্য, 'ধর্মীয় বা জনকল্যাণমূলক কাজে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত কোনও সম্পত্তি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ওয়াকফ হিসেবে বিবেচিত হয়- এটি ইসলাম ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ।'

সিবাল বলেন, 'কোন ধর্মে উত্তরাধিকার নিয়ে রাজ্য বলার কে? ইসলামে উত্তরাধিকার মৃত্যুর পর হয়। কিন্তু সরকার আগেই হস্তক্ষেপ করছে।' জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'হিন্দু নিয়মে এটা হয়। তাই সংসদ মুসলিমদের জন্যও আইন এনেছে।' বেঞ্চ বলে, 'ওয়াকফ বোর্ড ও কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কমিটির সমস্ত সদস্যকে মুসলিম হতে হবে। একমাত্র ব্যতিক্রম সরকারি আধিকারিক বা কোনও পক্ষের প্রতিনিধিরা।'

ফের বেপরোয়া

প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি নিয়ে হতাশ গার্ডিয়ান ফোরাম অফ নর্থবেঙ্গলের সভাপতি সন্দীপন ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, 'প্রশাসনের তরফে বিভিন্ন সময় বৈঠক করা হয়। তারপর আর বিশেষ কিছু হয় না। ২০১৪-'১৫ সালে আমরা প্রতিটি বাসে অ্যাটেন্ডেন্ট চালু করেছিলাম। সেটাও এখন উঠে গিয়েছে। পুরোনো লাইসেন্সগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে।'

১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা বলছেন, 'আমারও সন্তান রয়েছে। আমারও বাসগুলোকে নিয়ে ভয় হয়। ওয়ার্ডের অলিগলি দিয়ে স্কুলবাসগুলো বেপরোয়াভাবে যাওয়ায় পথচলতি মানুষ সমস্যায় পড়েন। একজনের হাত পর্যন্ত ভেঙে গেল। আমি একবার বিষয়টা পুরনিগমের বোর্ড মিটিংয়েও তুলেছিলাম। সেসময়ে বলা হয়েছিল, স্কুলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হবে। তারপর আর আলোচনা হয়েছে কি না জানা নেই।'

মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'আমি আগেও স্কুলগুলির সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনা করেছি। যাতে বাসগুলো পড়ুয়াদের নিয়ে ট্রাফিক আইন মেনে নিরাপদে যাতায়াত করে, সেজন্য পুলিশ, আরটিও এবং স্কুলগুলির সঙ্গে আবার আলোচনা করব।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের অবশ্য দাবি, 'আজকের ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি, পোস্ট অফিসের পার্সেল ভ্যানের পেছনে ওই স্কুলবাসটি ছিল। স্কুলবাসটি ভ্যানে ধাক্কা মারে। যদিও ব্রেক না লাগার কারণে ভ্যানে ওই স্কুলবাস ধাক্কা মেরেছে নাকি চালকের কোনও ভুল ছিল, তা তদন্তে করে দেখা হচ্ছে। ট্রাফিক নিয়ম ভাঙার ঘটনা ঘটলে, আইনত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

ফিনিশার রাসেলকে নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : দুঃস্বপ্নের রাত। পিছিয়ে পড়ার রাত। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাওয়ার রাতও!

এমন রাত সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সংসারে খুব বেশি আসেনি। এমন ম্যাচ হারের লজ্জাও নজিরবিহীন।

অথচ নাইটদের সংসারে এখন সেটাই ঘোর বাস্তব। চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে পাঞ্জাব কিংসদের ১১১ রানে রুখে দিয়েছিলেন কেকেআরের বোলাররা। সেই রান তাড়া করতে নেমে ৬৫/২ থেকে কেকেআর ব্যাটিংয়ে ভয়াবহ ধস। ৯৫ রানে অল আউট হয়ে ১৬ রানে ম্যাচ হার। লিগ টেবিলের মগডালে চড়ে বসার পরিবর্তে ছয় নম্বরে তলিয়ে যাওয়া।

মার্কো জানসেনের বলে আন্দ্রে রাসেল যখন বোল্ড হলেন, তখন তাৎপর্যপূর্ণভাবে জোড়া দৃশ্য দেখেছিল দুনিয়া। এক, রাসেল মুখ। যার মধ্যে অবিশ্বাসের ঘোর স্পষ্ট। দুই, কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে নেওয়া। এই দুই ঘটনার ভবিষ্যৎ কেকেআরকে কোন পথে নিয়ে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে ক্রিকেট সমাজে এই দুই ঘটনা নিয়ে তুমুল হইচই শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, কোচ পণ্ডিতের চাকরি যাওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা। কোচ হিসেবে তিনি দলকে সঠিক দিশা দিতে পারছেন না। পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রায়ই ভুল করছেন। 'ম্যাচ কা মুজরিম' হিসেবে নাইট সমর্থকদের কাঠগড়ায় দ্রে রাসও। অতীতে রাসেল কঠিন পরিস্থিতির চাপ সামলে কেকেআরকে বহু ম্যাচ জিতিয়েছেন। কিন্তু চলতি আইপিএলে রাসেল অতীতের ছায়ায় ঢেকে রয়েছেন। গতকাল রাতে মুল্লানপুরের মাঠে যে পরিস্থিতিতে রাসেল ফিনিশ করবেন, দলকে জেতাবেন, দস্তুর হয়ে গিয়েছিল শেষ কয়েক বছরে। সেটা ঘটেনি। তারপরই প্রশ্ন উঠেছে, ফিনিশার রাসেল কি ফিনিশ? পরিসংখ্যান বলছে, চলতি আইপিএলের ছয় ম্যাচে ৩৪ রানের পাশে মাত্র ৫টি উইকেট একেবারেই রাসেল সুলভ পারফরমেন্স নয়। তাছাড়া দলকে ভরসা দিতে অলরাউন্ডার রাসেল ধারাবাহিকভাবে ব্যর্থ হয়ে চলেছেন।

রাসেল হতাশার পাশে পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ হারের লজ্জা নিয়ে আজ রাতে কলকাতায় ফিরল কেকেআর। আগামীকাল সন্ধ্যার দিকে দলের ঐচ্ছিক অনুশীলন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর অনুশীলনের আসরে ফের নাইটদের তরফে ইডেন গার্ডেন্সের পিচ নিয়ে নানা নাটক, আবদার শুরু হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। রাতের দিকে ইডেনের কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'নতুনভাবে কেকেআরের তরফে কোনও বার্তা এখনও নেই আমার কাছে। তবে ওরা যা চাইছে, তেমনটা ইডেনের পিচে বানিয়ে দেওয়া সহজ নয়। এর বেশি আমি কিছু বলতে চাই না।' ২১ এপ্রিল ইডেনে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে নাইটদের। তার আগে দলের বিধ্বস্ত অবস্থা কাটিয়ে সামনে তাকানোর লক্ষ্যে কীভাবে নিজেদের মনোবল বাড়াতে পারেন আজিঙ্কা রাহানেরা, সেটাই এখন দেখার।

দলের অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের 'ব্রেন ফেড' নিয়েও কম চর্চা চলছে না। গতকাল রাতে দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার দায় নিয়েছেন তিনি। 'ভুল' স্বীকারও করেছেন। কিন্তু দলকে আগামীর দিশা দিতে পারছেন কি রাহানে? আগামী কয়েকদিন জল্পনাটা আরও তীব্র হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

জল্পনায় কোচ পণ্ডিতের ভবিষ্যৎ

মার্কো জানসেনের বলে বোল্ড হয়ে হতাশ কলকাতা নাইট রাইডার্সের আন্দ্রে রাসেল।

ম্যাচ জিতিয়ে বলছেন চাহাল

প্রথম বলের পর মনে হচ্ছিল দিনটা আমার

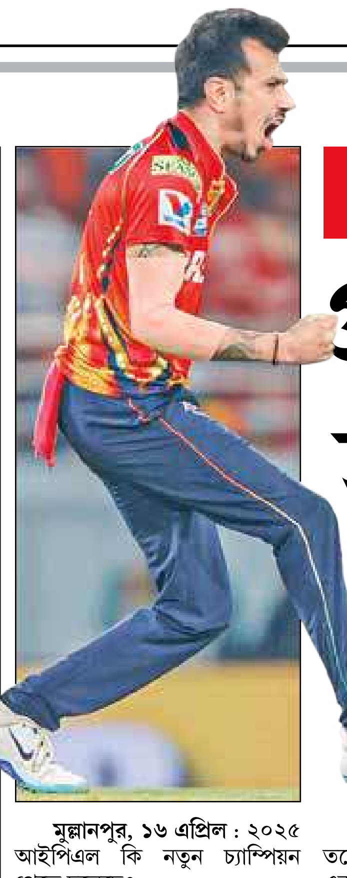

মুল্লানপুর, ১৬ এপ্রিল : ২০২৫ আইপিএল কি নতুন চ্যাম্পিয়ন পেতে চলেছে?

উত্তরের জন্য এখনও লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে। লিগের প্রথম পর্বের খেলা শেষ হয়নি। তবে দিনের শুরু যদি কোনও ইঙ্গিত হয়, তাহলে নতুন কোনও দলের প্রথমবার আইপিএলের স্বাদ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল। পয়েন্ট টেবিলে (কলকাতা নাইট রাইডার্স-পাঞ্জাব কিংস ম্যাচ শেষে) যার প্রতিফলন। প্রথম পাঁচে আইপিএলের স্বাদ না পাওয়া চার দল!

আর সেই চার দলের অন্যতম গত ১৭ মেগা লিগে খালি হাতে ফেরা পাঞ্জাব কিংস। ৬ ম্যাচে ৪টি জয়। আট পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেড। গতকাল ১১১ রানের পুঁজি নিয়ে নাইট রাইডার্স-বধে রীতিমতো চমকে দিয়েছে পাঞ্জাব। ৯৫ রানে গতবারের চ্যাম্পিয়নকে গুটিয়ে দেওয়ার নায়ক যুযবেন্দ্র চাহাল।

গত কয়েক মাসে ঝড় বয়ে গিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে বিচ্ছেদ ঘটেছে স্ত্রীর সঙ্গে। গুঞ্জন নতুন করে প্রেমেও পড়েছেন। মাঠেও যার প্রতিফলন। পাঞ্জাবের জার্সিতে গতকাল চাহালের যে ঘূর্ণিতেই বন্দি নাইট শিবির, অন্ধকারে কেকেআর।

জাতীয় দলে ব্রাত্য চাহালের কাছে চলতি লিগ ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ। গতকাল যা কাজে লাগালেন। ২৮ রানে ৪ উইকেট, দলকে জেতানোর পাশাপাশি স্পর্শ করেন সুনীল নারায়ণের আইপিএলে ৮ বার ৪ বা ততোধিক উইকেট পাওয়ার নজির। একইসঙ্গে কেকেআরের বিরুদ্ধে সর্বাধিক শিকারের তালিকায় তিনে উঠে আসেন চাহাল (৩৩ উইকেট)।

চাহাল অবশ্য গুরুত্ব দিচ্ছেন টিমগেমকেই। যুক্তি, দলগত প্রয়াসের ফল এই জয়। ১১১ রানে গুটিয়ে গিয়েও ভেঙে পড়েননি। বিশ্বাস ছিল, পাওয়ার প্লে-তে ২-৩টি উইকেট চলে এলে জয়ের রাস্তা খোলা থাকবে। প্রথম বলেই টার্ন মেলার পর বুঝে গিয়েছিলেন দিনটা তাঁর হতে চলেছে। শ্রেয়সকে বলে স্লিপে ফিল্ডার রাখেন। বাকিটা সবার সামনে। আরও জানান, নিজের ওপর সবসময় বিশ্বাস রেখেছিলেন। তারই প্রতিফলন বাইশ গজে।

১১২ রানের লক্ষ্যে কেকেআর একসময় ৭.৩ ওভারে ৬২/২ ছিল। কিন্তু সেখান থেকেই ৩৩ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে ৯৫-তে বান্ডিল আজিঙ্কা রাহানের দল! ইতিহাস বলছে, এত কম রানের পুঁজি নিয়ে আইপিএলে কোনও দল জেতেনি। দুরন্ত যে জয়ে প্রত্যাশিতভাবে উচ্ছ্বাসে মাতলেন পাঞ্জাব মালকিন প্রীতি জিন্টা। চাহাল, শ্রেয়সদের সঙ্গে মাঠেই সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন। জড়িয়ে ধরেন অবিশ্বাস্য জয়ের নায়কদের। প্রীতির কথায়, এটা শুধু জয় নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি।

হেড কোচ রিকি পন্টিং প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন চাহালকে। জানান, চাহালকে নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। দুর্দান্ত পারফরমেন্স। ম্যাচের আগে ফিটনেস টেস্ট নাকি দিতে হয়েছিল। আগের ম্যাচেই কাঁধে চোট পান। খেলা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়। চাহালের সঙ্গে কথাও বলেন। জানেন, মাঠে নামতে প্রস্তুত। শেষপর্যন্ত চাহালের সেই কাঁধে ভর দিয়ে স্বপ্নের জয়।

পন্টিংয়ের মতে, ম্যাচটা যদি হেরেও যেতেন, তাহলেও গর্ববোধ করতেন বোলারদের লড়াইয়ের জন্য। তবে মানছেন ব্যাটিং খারাপ হয়েছে। উন্নতি করতে হবে। কিন্তু সেই ব্যর্থতা ঢেকে দিয়ে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন। পন্টিং বলেছেন, '১১১ পুঁজি নিয়ে জয়, কেউ ভাবেনি পাঞ্জাব জিতবে। কোচ হিসেবে আমার কেরিয়ারের সেরা ম্যাচ, সেরা জয়। হার্টবিট এখনও কমেনি। ৫০-৫১ বছর বয়সে এই ধরনের উত্তেজক ম্যাচের চাপ নেওয়া কঠিন।'

কোচ হিসেবে পন্টিংয়ের সেরা জয়

কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারানোর পর হোটেলে জোশ ইনগ্লিস, জাভিয়ের বার্টলেটকে নিয়ে কেক কেটে সেলিব্রেশন যুযবেন্দ্র চাহালের।

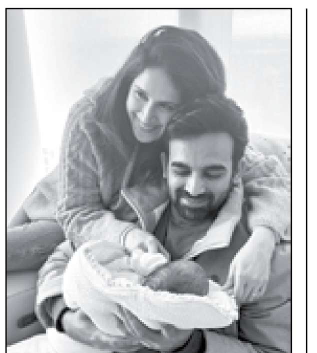

বিয়ের ৮ বছর পর পুত্রসন্তানের বাবা হলেন জাহির খান। ভারতীয় দলের প্রাক্তন পেসারের স্ত্রী সাগরিকা ঘাটগে প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। নবজাতকের নাম রাখা হয়েছে ফতেহসিং খান। পুত্রকে ঈশ্বরের দান আখ্যা দিয়ে সমাজমাধ্যমে নবজাতকের ছবি পোস্ট করেছেন জাহির-সাগরিকা।

প্রতারণার অভিযোগ মারাদোনার মেয়ের

বুয়েনস আয়ার্স, ১৬ এপ্রিল : 'চিকিৎসকদের গাফিলতির' কারণেই মৃত্যু ঘটেছে দিয়োগো আর্মান্দো মারাদোনার। এমনই ভয়ংকর অভিযোগ আনলেন প্রাক্তন বিশ্বজয়ীর বড় মেয়ে দালমা মারাদোনা। আরও দাবি, ডাক্তাররা মারাদোনা পরিবারের সঙ্গে 'প্রতারণা' করেছেন। ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর মৃত্যু হয় মারাদোনার। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে সাত ডাক্তারের বিরুদ্ধে চলছে মামলা। সেখানেই সাক্ষ্য দিতে গিয়ে দালমা বলেছেন, 'ওরা (ডাক্তাররা) কথা দিয়েছিল বাড়িতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। ২৪ ঘণ্টা নার্সরা দেখাশোনা করবেন। কিন্তু সেটা হয়নি। ওরা আমাদের ঠকিয়েছে।' যেখানে চিকিৎসা চলছিল সেই ঘরেরও অবস্থা ঠিক ছিল না। দালমার মন্তব্য, 'ঘরে প্রস্রাবের গন্ধ আসছিল। বিছানার অবস্থাও ছিল জঘন্য।' মারাদোনা-কন্যার আফসোস, 'বাবার কথা রোজ মনে পড়ে। এটা ভেবেই সবচেয়ে কষ্ট হয় যে ডাক্তাররা তৎপর হলে এই ঘটনা এড়ানো যেত।'

হিটম্যানের নামে স্ট্যান্ড ওয়াংখেড়েতে

সিডনি টেস্ট বিতর্কের 'রহস্য' ফাঁস রোহিতের

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল : খেলছেন আইপিএল। মনের মধ্যে এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে শেষ ডিসেম্বর-জানুয়ারির অস্ট্রেলিয়া সফর। একই সঙ্গে রোহিত শর্মার মননে রয়েছে আগামী জুন মাসের ইংল্যান্ড সফরও।

আগামী জুন মাসে টিম ইন্ডিয়ার ইংল্যান্ড সফর রয়েছে। সেই সফরে পাঁচ টেস্টের সিরিজে রোহিত ভারত অধিনায়ক হিসেবে যাবেন কি না, বিলেতে গেলেও পুরো সিরিজে তিনি খেলবেন কি না, এখনও অজানা দুনিয়ার। হিটম্যান নিজে ইংল্যান্ড সফর নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি। সূত্রের খবর, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সঙ্গে তাঁর আলোচনা চলছে ইংল্যান্ড সফর নিয়ে।

তার মধ্যেই আজ ভারত অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্কের সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানে। সেখানে তিনি দুনিয়ার দরবারে প্রথমবার মুখ খুলেছেন শেষ ডিসেম্বর-জানুয়ারির অস্ট্রেলিয়া

> আমি যখন কোচ গম্ভীর ও অজিতকে জানাই আমার পরিকল্পনার কথা, ওরা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। একমত হতে পারছিল না আমার সিদ্ধান্তে। আমাদের মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তর তর্কও হয়েছিল।
>
> রোহিত শর্মা

সফর নিয়ে। সেই সিরিজের শেষ টেস্ট ছিল সিডনিতে। আচমকাই সিডনি টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ান। কেন সরে দাঁড়িয়েছিলেন হিটম্যান? আজ জবাব দিয়েছেন তিনি। সিডনি টেস্টে না খেলার রহস্য ফাঁস করে রোহিত আজ বলেছেন, 'সিডনি টেস্টের আগে আমি নিজের কাছে সৎ থাকতে চেয়েছিলাম। বুঝতে পেরেছিলাম, আমার সঠিকভাবে ব্যাটে-বলে হচ্ছে না। তাই আমার মনে হয়েছিল সিডনি টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ানোই সঠিক হবে। দলের অনেকেই রানের মধ্যে ছিল না ওই সিরিজে।'

রোহিত যখন সিডনি টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তের কথা টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে জানান, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর ও অস্ট্রেলিয়া সফরে দলের সঙ্গে থাকা জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকার। গম্ভীর-আগরকাররা কিছুতেই একমন হতে পারছিলেন না রোহিতের সিদ্ধান্ত নিয়ে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সেই অচলাবস্থার কথা জানিয়ে হিটম্যান আজ বলেছেন, 'সিদ্ধান্তটা সহজ ছিল না। পরে আমি যখন কোচ গম্ভীর ও অজিতকে জানাই আমার পরিকল্পনার কথা, ওরা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। একমত হতে পারছিল না আমার সিদ্ধান্তে। আমাদের মধ্যে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তর তর্কও হয়েছিল।' শেষ পর্যন্ত রোহিত তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। ফলে সিডনি টেস্টে দলের সহ অধিনায়ক জসপ্রীত বুমরাহ ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সেই সিদ্ধান্তের পিছনে আরও একটি কারণ ছিল শুভমান গিল।

সিডনি টেস্টের ঠিক আগেই ছিল মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট। সেই টেস্টের প্রথম একাদশে জায়গা হয়নি শুভমানের। ভারত অধিনায়ক রোহিতের মনে হয়েছিল, সিডনিতে শুভমানের খেলা উচিত। সেই রহস্য ফাঁস করে রোহিত বলেছেন, 'মেলবোর্নে শুভমান খেলেনি। আমাদের মনে হয়েছিল, সিডনিতে ওর সুযোগ পাওয়া উচিত। সেই কারণেই ওকে সিডনিতে খেলানো হয়েছিল।' এদিকে, মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রোহিতের নামে স্ট্যান্ড করতে চলেছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। গতকাল মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার এক বৈঠকে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই হিটম্যানের নামের স্ট্যান্ডের উদ্বোধন হবে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

টানা অফফর্ম কাটাতে ব্যাটিং অস্ত্রে শান মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের রোহিত শর্মার।

INDIAN PREMIER LEAGUE
আইপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

বিজ্ঞাপনে একসঙ্গে মেসি-ধোনি

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : লিওনেল মেসি-মহেন্দ্র সিং ধোনি। ফুটবল এবং ক্রিকেটের দুই বিশ্বজয়ী অধিনায়ক ধরা দিলেন এক ফ্রেমে। সৌজন্যে এক জনপ্রিয় চিপস প্রস্তুতকারী সংস্থার বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে মেসি প্রথমে কয়েকবার বল জাগলিং করে পাস দেন ধোনিকে। সেই পাস ধরে তারপর ধোনি জাগলিং শুরু করেন। এবং দুইজনের হাতেই ধরা জনপ্রিয় ওই সংস্থার চিপসের প্যাকেট। যদিও বিজ্ঞাপনের জন্যে দুই মহাতারকা এক জায়গায় এসেছিলেন কি না তা বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত দুইজনের আলাদা ভিডিও একসঙ্গে এডিট করে জোড়া হয়েছে। তবে বিজ্ঞাপন প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই তা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সাড়া জাগিয়েছে দুই তারকার অগণিত ভক্তদের মধ্যে। অতীতে ক্রীড়া জগতের দুই মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও বিরাট কোহলিকেও এই ধরনের বিজ্ঞাপনে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল।

আইপিএলে গড়াপেটার আশঙ্কা, সক্রিয় বুকিরা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : ব্যাট-বলের আকর্ষণীয় দ্বৈরথের মাঝে গড়াপেটার আশঙ্কা চলতি আইপিএলে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে এই মর্মে সম্ভাব্য গড়াপেটা নিয়ে দশ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে সতর্ক করা হয়েছে। খবর, হায়দরাবাদের এক ব্যবসায়ী ক্রিকেটারদের নানা প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করছেন। খেলোয়াড়দের পাশাপাশি দলের কর্তাদের কাছাকাছি আসতে দামি উপহার দেওয়া, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের মতো পদক্ষেপ করছেন। কেউ যেন সেই প্রলোভনে পা না দেয়।

দশ দলকে নির্দেশিকা বোর্ডের

আইপিএলে অংশগ্রহণকারী দশ ফ্র্যাঞ্চাইজিকে এ ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশিকা পাঠিয়েছে বিসিসিআই। এহেন কোনও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি যদি প্রলোভিত করার চেষ্টা করেন, বিষয়টি যেন তৎক্ষণাৎ বোর্ডের দুর্নীতি দমন শাখার গোচরে আনা হয়। দুর্নীতি দমন শাখাও বিষয়টির ওপর কড়া নজর রাখছে। দাবি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নাকি বিভিন্ন ম্যাচে মাঠে দেখা গিয়েছে।

সরাসরি না হলেও ঘুরপথে ক্রিকেটার, ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছেন। অতীতে গড়াপেটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন ওই ব্যক্তি। দামি সোনার উপহার পাঠাতেন। বোর্ডের দুর্নীতি দমন শাখার চোখ ফাঁকি দিতে এবার যা ঘুরিয়ে করার চেষ্টা করছেন। খবর, সরাসরি ক্রিকেটারদের বদলে তাঁদের আত্মীয়দের সঙ্গে সখ্য বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। নিজেকে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের অনুরাগী দাবি করে উপঢৌকন পাঠাচ্ছেন। বাদ যাচ্ছে না কোচ, সাপোর্ট স্টাফদের আত্মীয়রাও!

হায়দরাবাদের তথাকথিত ব্যবসায়ীর সঙ্গে যুক্ত আছেন একাধিক ক্রিকেট বুকি। গড়াপেটা করতে পুরো নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে। উনিশ-বিশে ২০১৩-র মতো ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ২০১৩ সালে গড়াপেটা কেলেঙ্কারি নিয়ে আইপিএলে ঝড় বয়ে যায়। চেন্নাই সুপার কিংস, রাজস্থান রয়্যালসকে ২ বছরের জন্য লিগ থেকে ছাঁটাই করা হয়। নির্বাসিত হন শান্তাকুমারন শ্রীসান্ত সহ একঝাঁক খেলোয়াড়।

পরবর্তী সময়ে গড়াপেটা আটকাতে দুর্নীতি দমন শাখাকে শক্তিশালী করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। গড়াপেটা, দুর্নীতি বিষয়ে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নেয় বোর্ড। দুর্নীতি দমন শাখার দাবি, চলতি আইপিএলে গড়াপেটা করতে তৎপর হায়দরাবাদের সংশ্লিষ্ট ওই ব্যবসায়ী। ইতিমধ্যে একাধিক ম্যাচে মাঠে দেখা গিয়েছে। তবে তদন্ত এবং নজরদারির জন্য ব্যবসায়ীর নাম গোপন রাখা হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে সতর্ক করে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যেখানে খেলোয়াড়, ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে জড়িতদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে, কী করা উচিত আর কী নয়। সতর্ক করা হয়েছে আইপিএলের ধারাভাষ্যকার টিমকেও।

বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা দাবি করেছেন, 'আগুন না থাকলে ধোঁয়া বেরোবে না। সন্দেহজনক বেশ কিছু জিনিস ইতিমধ্যেই চিন্তায় ফেলছে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে তাই প্রথম থেকে বাড়তি তৎপরতা থাকছে।'

INDIAN PREMIER LEAGUE

চিন্তা যেখানে

- হায়দরাবাদের এক ব্যবসায়ী ক্রিকেটারদের নানা প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করছেন।
- খেলোয়াড়দের পাশাপাশি দলের কর্তাদের কাছাকাছি আসতে দামি উপহার দেওয়া, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের মতো পদক্ষেপ করছেন।
- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নাকি বিভিন্ন ম্যাচে মাঠে দেখা গিয়েছে।
- সরাসরি না হলেও ঘুরপথে ক্রিকেটার, ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকদের ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করছেন।
- অতীতে গড়াপেটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন ওই ব্যক্তি।

ওয়াংখেড়েতে বুমরাহ-অভিষেক দ্বৈরথ

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল : শরীরে বাড়তি মেদ জমেছে।

খেলোয়াড় থেকে আপাতত কোচিংয়ে। তবে ব্যাট হাতে বোলারদের গ্যালারিতে পাঠানোর অভ্যাস এখনও হারিয়ে যায়নি। কায়রন পোলার্ড। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দীর্ঘকায় অলরাউন্ডারের যে ব্যাটিং তাণ্ডবের ভিডিও রীতিমতো ভাইরাল।

চলতি লিগে মুম্বইয়ের ব্যাটিংয়ের যা হাল, তাতে পোলার্ডকে নামানোর দাবি উঠলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সমর্থকরা তাকিয়ে জসপ্রীত বুমরাহর দ্রুত ছন্দে ফেরার দিকেও। রোহিত শর্মাই বা কবে রান পাবেন? সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে আগামীকাল এমনই একঝাঁক প্রশ্নের মুখে মুম্বই থিংকট্যাংক। প্রশ্ন অনেক, কিন্তু উত্তর এখনও পরিষ্কার নয়।

দিল্লির বিরুদ্ধে উত্তেজক জয় কিছুটা স্বস্তি দিলেও মুম্বইয়ের সমস্যা অনেক গভীরে। ৬ ম্যাচে মাত্র দুইটি জয়। প্লে-অফের দৌড় থেকে ক্রমশ দূরে সরছে পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। প্রতিপক্ষ সানরাইজার্সও একই নৌকোয় সওয়ারি। হাফডজন ম্যাচের চারটিতেই হার। পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে গত ম্যাচে অভিষেক শর্মার ৫৫ বলে ১৪১ অক্সিজেন জুগিয়েছে। তবে লড়াইয়ে ফিরতে এরকম আরও কিছু ইনিংস প্রয়োজন।

হায়দরাবাদের শক্তি তাদের বিস্ফোরক ব্যাটিং ব্রিগেড। যদিও প্রথম ম্যাচে ঈশান কিষানের শতরানে ওঠা ঝড় এবং গত ম্যাচে পাঞ্জাব বধে অভিষেক-সুনামিটুকু সরিয়ে রাখলে ব্যাটিং মাথাব্যথার কারণ। জসপ্রীত-ট্রেন্ট বোল্টরা ব্যর্থতা ঝেড়ে যা কাজে লাগাতে চাইবেন। মজা করে কেউ কেউ 'শর্মাজি কা বেটা'-র দ্বৈরথও বলছেন। একজন রোহিত, অপরজন অভিষেক।

টানা ব্যর্থ রোহিত (০, ৮, ১৩, ১৭, ১৮) কি রানে ফিরবেন? ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিজের নামে স্ট্যান্ড হতে চলেছে। যে সম্মানের মর্যাদাটা বাইশ গজে রাখার সঙ্গে সমর্থক, দলের চাহিদা মেটানোর তাগিদ। দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচে ডাগআউটে বসে মগজাস্ত্রের কামাল দেখিয়েছেন। তাৎক্ষণিক চালে কঠিন পরিস্থিতি বদলে দিয়ে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। তবে শুধু মগজাস্ত্র নয়, দল তাকিয়ে পাওয়ার প্লে-তে হিটম্যানের বিগহিটের দিকে।

তিলক ভার্মা রান পেয়েছেন আগের ম্যাচে। সূর্যকুমার যাদবের থেকে বড় ইনিংস প্রাপ্য রয়েছে। প্যাট কামিন্স, মহম্মদ সামি, হর্ষল প্যাটেলদের বিরুদ্ধে সূর্য যে দাবি মেটাতে পারলে মুম্বই ব্যাটিংয়ের অনেক সমস্যা মিটবে। ওয়াংখেড়ের দ্বৈরথে এমনই একঝাঁক দল, ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলানোর ম্যাচ। কে বা কারা মেলাতে পারেন, সেটাই দেখার।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের জন্য তৈরি হচ্ছেন অভিষেক শর্মা।

হেরেও সেমিফাইনালে বার্সেলোনা

ডর্টমুন্ড ও বার্মিংহাম, ১৬ এপ্রিল : প্রথম লেগে চার গোলে জয়। ভাবাও যায়নি সেই বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের কাছেই ফিরতি লেগে তিন গোল হজম করে হারতে হবে বার্সেলোনাকে। যদিও দুই পর্ব মিলিয়ে ৫-৩ গোলে জিতে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করল কাতালান জায়েন্টরাই। আরেকদিকে অ্যাস্টন ভিলার কাছে হেরে শেষ চারের ছাড়পত্র পেল প্যারিস সাঁ জাঁ-ও।

সিগন্যাল ইদুনা পার্কে ডর্টমুন্ড যে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়বে না, তা জানাই ছিল। হলও তাই। বার্সেলোনাকে ৩-১ গোলে হারিয়ে দিল জার্মান ক্লাবটি। ১১ মিনিটে পেনাল্টি থেকে প্রথম গোল সেরহৌউ গুইরেসির। দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায় ফের বল জালে পাঠান তিনি। এই সময়টায় রীতিমতো চাপে পড়ে গিয়েছিল হ্যান্সি ফ্লিকের দল। তখনই আত্মঘাতী গোলে ছন্দপতন ডর্টমুন্ডের। ৭৬ মিনিটে গুইরেসি তিন নম্বর গোলটি করলেও ম্যাচের শেষভাগটা রক্ষণাত্মক খেলে হাসিমুখে মাঠ ছাড়ে বার্সা। ম্যাচ শেষে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেছেন, 'ডর্টমুন্ড আমাদের জন্য কাজ কঠিন করে দিয়েছিল। তবে দিনের শেষে আমরা সেমিতে এটাই স্বস্তির। মাথায় রাখতে হবে, সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে।'

ফলাফল

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ৩-১ বার্সেলোনা
(দুই লেগ মিলিয়ে বার্সেলোনা জয়ী ৫-৩ গোলে)

অ্যাস্টন ভিলা ৩-২ প্যারিস সাঁ জাঁ
(দুই লেগ মিলিয়ে প্যারিস জয়ী ৫-৪ গোলে)

আরেকদিকে স্বপ্নের কামব্যাকেও সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্ন অধরা থেকে গেল অ্যাস্টন ভিলার। পিএসজি-কে ৩-২ গোলে হারালেও দুই পর্ব মিলে ৫-৪ ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় সেমিফাইনালের টিকিট পেল প্যারিসের ক্লাবটি। আচরাফ হাকিমি এবং নুনো মেন্ডেজের গোলে শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল পিএসজি। বিরতির আগে একটি গোল শোধ করে ভিলা। দ্বিতীয়ার্ধে দুই মিনিটের ব্যবধানে আরও দুইটি গোল। আর এক গোল করলেই ম্যাচ গড়াত অতিরিক্ত সময়ে। তবে তা হতে দেননি পিএসজি গোলরক্ষক জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মা।

কোনওমতে শেষ চারে পিএসজি

সেমিফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার পর উল্লাস রবার্ট লেওয়ানডস্কির।

সুপার ওভারে নাটকীয় জয় দিল্লির

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৮৮/৫
রাজস্থান রয়্যালস-১৮৮/৪

সুপার ওভারে জয়ী দিল্লি ক্যাপিটালস

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা ভালোবেসে ডাকেন 'ইন্ডিয়ান পসিবল লিগ।' যেখানে নাটক,

অর্ধশতরান হাতছাড়া বাংলার অভিষেকের

উত্তেজনার অভাব কখনই থাকে না। বুধবার রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে সুপার ওভারে এরকমই এক নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নিল দিল্লি ক্যাপিটালস।

এদিন ১৮৯ রান তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালো করেছিল রাজস্থান। যশস্বী জয়সওয়াল (৩৭ বলে ৫১) ও সঞ্জু স্যামসনের (১৯ বলে ৩১) ওপেনিং জুটি ৫.৩ ওভারে ৬১ রান তুলে ফেলে। এরপরই পাঁজরে চোট পেয়ে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়কে হয় সঞ্জুকে। তবে যশস্বী একটা দিক ধরে রেখেছিলেন। রিয়ান পরাগ (৮) ব্যর্থ হলেও যশস্বী পাশে পেয়ে যান নীতীশ রানাকে (২৮ বলে ৫১)।

'রানা-যশে' জয়ের ট্র্যাকেই ছিল গোলাপি ব্রিগেড। কিন্তু যশস্বীকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন কুলদীপ যাদব (৩৩/১)। এখান থেকে ম্যাচে ফেরা শুরু দিল্লির। মিচেল স্টার্ক (৩৬/১) নীতীশকে তুলে নিয়ে রাজস্থানের উপর চাপ বাড়িয়ে দেন। ফিনিশারের ভূমিকায় মন্থর ব্যাটিংয়ে দায় এড়াতে পারেন না ধ্রুব জুরেলও (১৭ বলে ২৮)। এক্ষেত্রে অক্ষর প্যাটেলের (২৩/১) কৃপণ বোলিংয়েরও প্রশংসা করতে হবে। শেষ ওভারে জয়ের জন্য রাজস্থানের ৯ রান দরকার ছিল। কিন্তু স্টার্ক আটের বেশি না দেওয়ায় রাজস্থানও ১৮৮/৪ স্কোরে থামে। ম্যাচ সুপার ওভারে গড়ায়।

সুপার ওভারে 'ব্রেন ফেড'-এর শিকার হয় রাজস্থান। চতুর্থ বলে অহেতুক দ্বিতীয় রান নিতে গিয়ে রানআউট হন রিয়ান। পরের বলে একই পরিণতি হয় যশস্বীর। ১২ রানের লক্ষ্যে নেমে লোকেশ রাহুল চার দিয়ে শুরু করার পর ছক্কা মেরে দিল্লিকে জিতিয়ে দেন ট্রিস্টান স্টাবস।

এর আগে ম্যাচে দিল্লিকে টানেন বাংলার রনজি ট্রফি দলের সদস্য অভিষেক পোড়েল (৩৭ বলে ৪৯)। তবে আইপিএলের 'কামব্যাক কিং' করুণ নায়ার এদিন খাতা খোলার আগে দুর্ভাগ্যজনকভাবে রানআউট হন। মিডল অর্ডারে লোকেশ (৩৮), স্টাবস (১৮ বলে ৩৪), অক্ষর প্যাটেলরা (১৪ বলে ৩৪) রান পেয়ে যাওয়ায় দিল্লি ১৮৮/৫ স্কোরে পৌঁছে গিয়েছিল। শেষ ৫ ওভারে ৭৭ রান তুলেছিল দিল্লি। সেটাই সম্ভবত ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। কারণ হাতে ৮ উইকেট থাকলেও শেষ পাঁচে মাত্র ৫৭ রান তুলতে সক্ষম হয় রাজস্থান।

সুপার ওভারে দিল্লি ক্যাপিটালসকে জয় এনে দেওয়ার পর লোকেশ রাহুলকে আলিঙ্গন ট্রিস্টান স্টাবসের।

ইস্টবেঙ্গল থেকে ক্লেইটন বিদায়

এই ছবি পোস্ট করে ক্লেইটন সিলভাকে বিদায় জানাল ইস্টবেঙ্গল। বুধবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : গতবার ইস্টবেঙ্গলের সুপার কাপ জয়ের নায়ক। এবার সুপার কাপ শুরুর চারদিন আগেই সেই ক্লেইটন সিলভাকে ছেঁটে ফেলল লাল-হলুদ।

কোচ অস্কার ব্রুজোঁর সঙ্গে সংঘাত দিন দিন বাড়ছিল। এমনিতেই স্প্যানিশ কোচের পছন্দের তালিকায় ক্লেইটনের নাম কখনওই ছিল না। আগামী মরশুমে লাল-হলুদের পরিকল্পনাতেও ছিলেন না ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। ফলে ইস্টবেঙ্গল থেকে তাঁকে বিদায় নিতে হতই। তবে শেষটা যে এভাবে হবে তা একেবারেই অনুমেয় ছিল না।

নববর্ষের সকালে কোচের সঙ্গে বিবাদের পরই ক্লেইটনকে অনুশীলনে আসতে বারণ করে দেওয়া হয়। বুধবার বিকেলে কেবল সতীর্থদের সঙ্গে দেখা করতে মাঠে এসেছিলেন তিনি। দেখা করে, দলের প্রস্তুতি শুরুর আগেই হোটেলের পথ ধরেন। এমনকি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এতটাই তলানিতে ঠেকেছে যে ফেরার সময় গাড়ির ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দেওয়া হয়নি। ক্লেইটন নিজেই ক্যাব ডেকে হোটেলে ফেরেন। মাঠ ছাড়ার সময়ই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার বলে গিয়েছিলেন, 'সুপার কাপ খেলতে যাচ্ছি না। ইস্টবেঙ্গলে আমার দিন শেষ।' তার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ম্যানেজমেন্টের তরফে সরকারিভাবে ক্লেইটনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়।

আসলে ইস্টবেঙ্গলও আর অশান্তি বয়ে বেড়াতে চাইছিল না। তাই জানিয়ে দেওয়া হয়, 'পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে ক্লেইটনের সঙ্গে সম্পর্কে ইতি টানছে ইস্টবেঙ্গল।' এই প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, 'ক্লেইটনের এমনিতেই চোট রয়েছে। পারফর্ম করতে ব্যর্থ। কোচ যেভাবে চাইছেন ব্যবহার করতে পারছেন না। এতে ক্লাবও সমস্যায় পড়ছিল। একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল। সেই জায়গা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা দুই পক্ষের জন্যই ভালো হল।'

ফলে পরিস্থিতি যা দাঁড়াল আসন্ন সুপার কাপে পাঁচ বিদেশি নিয়ে খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। সুযোগ থাকলেও ছয় বিদেশি ব্যবহার করতে পারবেন না অস্কার। এরইমধ্যে আবার বুধবার প্রস্তুতিতে ছিলেন না সাউল ক্রেসপো। মাঠে এলেও অনুশীলন শুরুর আগেই তিনি ফিরে যান। জানা গিয়েছে তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট রয়েছে। বৃহস্পতিবার স্ক্যানের রিপোর্ট আসার পর জানা যাবে সুপার কাপে শুরু থেকে তিনি খেলতে পারবেন কি না। এদিকে দলের ফিজিও সেনান আলভারেজকেও ছাঁটাই করল ইস্টবেঙ্গল। কার্লোস কোয়াদ্রাতের সময় থেকেই লাল-হলুদে ছিলেন তিনি।

সুপার কাপে দায়িত্বে বাস্তব রায়

আজ প্রস্তুতি শুরু মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : বৃহস্পতিবার বাস্তব রায়ের তত্ত্বাবধানে সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ভুবনেশ্বরের বাঙালি কোচের প্রশিক্ষণেই খেলবে সবুজ-মেরুন।

সুপার কাপে সিনিয়ার দল পাঠাচ্ছে না মোহনবাগান। বিদেশিদের মধ্যে আপাতত একমাত্র নুনো রিজ থাকছেন। এছাড়া সিনিয়ার দল থেকে দীপেন্দু বিশ্বাস, আশিক কুরুনিয়ান সহ কয়েকজন থাকছেন বাকি ডেভেলপমেন্ট লিগে খেলা তামাং দোরজি পাসাং, সেরতোরা খেলবেন। এদিকে চার্চিল ব্রাদার্স সুপার কাপ থেকে দল তুলে নেওয়ার কথা জানালেও ফেডারেশন মোহনবাগানকে এখনও কিছু জানায়নি। ফলে ২০ তারিখ প্রথম ম্যাচ খেলতে হবে সেই ধরেই এগোচ্ছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট।

আইএফএ-র উদ্যোগ

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল : আইএফএ এবং সুপ্রিম নলেজ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ইন্টার স্কুল প্রতিযোগিতা শুরু হতে চলেছে। এই নিয়ে দুই সংস্থার মধ্যে বুধবার মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি জেলার আটটি স্কুলকে নিয়ে অনূর্ধ্ব-১৪ এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। চলতি মাসের শেষেই এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

স্মৃতির উদ্দেশে

স্বর্গীয় পূর্ণিমা রায়
যাওয়া : ১৭/০৪/২০২০
ব্যথিত হৃদয়ে তোমার যাওয়ার পঞ্চম বার্ষিকী স্মরণ করি। যেখানে আছো ভালো থেকো।
রায় পরিবার, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

উত্তরের খেলা

ভেটারেন্স ফুটবল শুরু কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের তিনদিনের ১২ দলীয় ভেটারেন্স ফুটবল শুক্রবার শুরু হবে। অ্যাসোসিয়েশনের সচিব স্বপনকুমার দে জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজকদের বিরুদ্ধে খেলবে কলেজ ভেটারেন্স। প্রতিযোগিতার বাকি দলগুলি হল কালিম্পং ভেটারেন্স, সিকিম বয়েজ, বিইউএফসি, দাগাপুর ভেটারেন্স, প্রধাননগর ভেটারেন্স, রয়্যাল এফসি, গরুবাথান ভেটারেন্স, সেবক ভেটারেন্স, ডুয়ার্স রাইনো ও জলপাইগুড়ি ভেটারেন্স। ফাইনালের দিন উত্তরবঙ্গে ১০ জন প্রাক্তন ফুটবলারকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

মেয়র কাপ দাবা কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ এপ্রিল : শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র কাপ আন্তঃ স্কুল দাবা শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। শক্তি সোপান ক্লাবে অনুষ্ঠেয় আসরে ছেলে ও মেয়েদের অনূর্ধ্ব-৮, ১১ ও ১৫ বিভাগে প্রায় দুই শতাধিক দাবাড়ু অংশ নেবে। সকাল সাড়ে ১১টায় প্রতিযোগিতা শুরু হবে।

জয়ী নাসিম

বড়দিঘি, ১৬ এপ্রিল : কুমলাই প্রিমিয়ার লিগ বুধবার নাসিম ইলেভেন ৫ উইকেটে বিটি ইলেভেনকে হারিয়েছে। টসে হেরে বিটি ১২ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৩ রান তোলে। ভালো বোলিং করেন রবিউল আলম (১৩/৩)। জবাবে নাসিম ৭.১ ওভারে ৫ উইকেটে ১২৪ রান তুলে নেয়।

	125 NEON	125 CARBON FIBRE	N160 TWIN DISC	N160 USD
সাশ্রয়	₹1 312/-	₹2 000/-		₹5 754/-
বিশেষ প্রাইস (সংরক্ষণ করার পরে)	₹84 493/-	₹91 802/-	₹1 22 722/-	₹1 36 992/-

*এক্স-শোরুম দাম

72198 21111 | BAJAJ SECURE | BAJAJ CREDIT

Authorised Dealers for BAJAJ Auto Ltd.: • Siliguri Burdwan Road SILIGURI BAJAJ: 9933491111, 7098689004 •Siliguri Sevoke Road SILIGURI BAJAJ: 8101637447, 8170062879, • Jalpaiguri SILIGURI BAJAJ 9800484333, 9832015373 Alipurduar SILIGURI BAJAJ 9832407999• Malda PLANET BAJAJ: 8016077533/44 • Mangalbari PLANET BAJAJ: 9679997998• Balurghat PLANET BAJAJ: 9733310021 • Cooch Behar BRAHMACHARI BAJAJ: 8373050491/92/93 •Raiganj BAJAJ WHEELS 8391890763 •Kaliyagnaj BAJAJ WHEELS 9382830461 • Tungidighi BAJAJ WHEELS 9547525283 • Karandighi BAJAJ WHEELS 8509047694 •Sahapur BAJAJ WHEELS 9593825338 •Baidara BAJAJ WHEELS 9733715747.